বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

ওয়েস্টার্ন

দূরের পথ

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

SUVOM

SUVOM

সত্যঘটনা অবলম্বনে ওয়েস্টার্ন

দূরের পথ

কাজী মায়মুর হোসেন

মিসৌরি থেকে অরিগনে চলেছে চব্বিশ শো অভিযাত্রী। দু'হাজার মাইল দীর্ঘ পথ। দুর্গম। তাঁর ওপর রয়েছে ইন্ডিয়ানদের আক্রমণের ভয়।

বাবা-মার সাথে ব্রায়ান ও তার ছোট ছয় ভাই-বোন চলেছে এই দূরের যাত্রায়।
পথে হলো বিপর্যয়। পরিবারের সবার দায়িত্ব এসে পড়ল তেরো বছর বয়সী ব্রায়ানের ওপর। কি করবে সে? ফিরে যাবে? নাকি বড়দের স্বপ্ন সফল করার জন্যে এগিয়ে যাবে ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল অরিগনের পথে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

দূরের পথ

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8144 7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও বক্স ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

DURER POTH
A Western Novel
By Qazi Maimur Husain

সেবা প্রকাশনী

ছাব্বিশ টাকা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
শু
ভ
ম
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

দূরের পথ

ওয়েস্টার্ন

দূরের পথ

কাজী মায়মুর হোসেন

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী।
খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।
রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।
শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।
আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস।
হিফজুর রহমান: শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।
আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু।
বজলুর রহমান: বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল। **আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা।
এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **কাজী মায়মুর হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

সাত বছর বয়সেই বড় ভাই হিসেবে পাঁচ বছরের জেড আর চার ছুঁইছুঁই কেলির ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ফলাতে শুরু করেছে ব্রায়ান। বোনটাকে কখনোই বেশি ঘাঁটায়নি ও, মায়ের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লে বিপদ হয় বুঝে গেছে। কিন্তু জেড সিম্পসন সচরাচর রক্ষা পায়নি, ব্রায়ানের মার খেয়ে আস্তাবলে গিয়ে প্রাণ খুলে মনের দুঃখে কেঁদেছে।

ব্রায়ানের জন্ম ওহাইয়োতে হলেও মিসৌরিতে এসে ফার্ম করেছেন ওর বাবা-মা। সেই জ্ঞান হওয়ার সময় থেকেই দেখছে ব্রায়ান, ফার্ম বেচে দিয়ে অরিগনে মা'কে নিয়ে যেতে চাইছেন বাবা। তখন বুঝতে পারত না কি নিয়ে এত কথা হচ্ছে বাবা-মা'র।

দশ বছর বয়সে, এক সন্ধেয় প্রথম বুঝতে পারল সে। সেদিন বাড়ি ফিরে সোজা মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন বাবা, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর চেহারায় বললেন, 'আজকে আলাপ হলো প্যাসিফিক কোস্ট থেকে আসা এক লোকের সঙ্গে। ভাল লোক। বলেছে রকি মাউন্টিনের ওপারে উর্বর জমি আছে। অফুরন্ত। শুধু দখল নেয়ার অপেক্ষা।' একটু থেমে বউয়ের ভাবগতিক, মেজাজমর্জি বুঝে নিয়ে আবার মুখ খুললেন টম সিম্পসন। 'আমরা, আমেরিকানরা ওখানে না গেলে ওই বিরাট এলাকা ব্রিটিশরা নিয়ে

নেবে।'

'কিন্তু, টম,' ভ্রূ কঁচকে গেল নিনা সিম্পসনের, 'দু'হাজার মাইল! বাচ্চারা সইতে পারবে না।' একটা খবরের কাগজ স্বামীর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন মহিলা, 'পড়ে দেখো। লিখেছে রকি পর্যন্ত যাওয়ার পর ওয়্যাগন চলবে না আর। পুরোটা পথ বিপজ্জনক। ইন্ডিয়ানদের হামলার সম্ভাবনা আছে। আবহাওয়া খারাপ হলো তো গেলে, এক ইঞ্চিও এগোনো যাবে না। নাহ্, অসম্ভব! তাছাড়া এত ফার্নিচার নিয়ে কি দু'হাজার মাইল পাড়ি দেয়া সম্ভব?'

তখনকার মত থেমে গেল বাবা-মা'র যুক্তিতর্ক, কিন্তু খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল ব্রায়ান। মায়ের মতই দূরে কোথাও যেতে হবে ভেবে ভয় লাগল ওর। এই ফার্ম, পরিচিত পরিবেশ, মানুষগুলোকে ছেড়ে চলে যাবে, ভাবতেও পারল না ব্রায়ান।

কিন্তু হাল ছাড়ার মানুষ নন টম সিম্পসন, পরবর্তী একটা বছর সুযোগ পেলেই অরিগনের কথা তুললেন তিনি। তাঁর কথা শুনতে শুনতে দুর্গম পথে বেরিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হয়ে গেল ব্রায়ান আর জেডের মন। বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখলেন শুধু নিনা সিম্পসন।

তারপর ওয়াশিংটন থেকে বউকে সঙ্গে করে এলেন মিশনারি ম্যাট নেভিল। যাবেন তিনি অরিগনে। যেতে ইচ্ছুক পরিবার-গুলোকে সঙ্গে নেবেন বলে প্রচার করলেন। বললেন অরিগনের চমৎকার আবহাওয়া, উর্বর জমি আর প্রাকৃতিক সম্পদের কথা। আগামী বছরের মধ্যে আমেরিকানরা জমি দখল না করলে পুরো দেশটা ব্রিটিশদের হাতে চলে যাবে, এই ব্যাপারটা খুব গুরুত্বের সঙ্গে সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন। স্বপ্ন দেখালেন, অরিগন পর্যন্ত ওয়্যাগনে যাওয়া সম্ভব। কিছুই ফেলে যেতে হবে না, কষ্ট হবে না নারী বা শিশুর। তিনি নিজে ক্যারাভান নিয়ে আগেও একবার গেছেন ওখানে।

মিশনারি ম্যাট নেভিলের ডাকে সাড়া দিল অনেকেই।

সেবছর বসন্তে একহাজার নারী-পুরুষ-শিশু আর তাদের দুশো ওয়্যাগন অরিগনের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল ম্যাট নেভিলের সঙ্গে।

অরিগনে যাওয়ার জন্য এবার উন্মত্ত হয়ে উঠলেন টম সিম্পসন, এক কথা হাজার বার বলে পাগল করে তুললেন বউকে। শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন নিনা। বললেন, আগামীবারও যদি এই সমান লোক যায় তাহলে যেতে আপত্তি থাকবে না তাঁর।

বোধহয় তিনি ভেবেছিলেন পরের বছর এত লোক হবে না, স্বামীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আটকাতে পারবেন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, পরের বসন্তে গিলবার্ট নামের এক লোকের নেতৃত্বে অরিগন যাত্রার জন্য জড় হলো চোদ্দশো অভিযাত্রী।

এবার স্বামীর মতে সায় দিতে বাধ্য হলেন নিনা সিম্পসন। সবকিছু বেচে দিয়ে ওয়্যাগন ট্রেইনের সঙ্গে অরিগনের উদ্দেশে রওয়ানা হলো সিম্পসন পরিবার।

প্রথম দিনই খেয়াল করে ব্রায়ান দেখল আর সবার চেয়ে ওদের ওয়্যাগনটা বড়। খুব ফুর্তি হলো ওর মনে, বুকের ভেতরে বেশ একটা গর্ব গর্ব ভাব জাগল। গাদাগাদি করে বাচ্চাদের থাকতে হচ্ছে ওয়্যাগনের ভেতর, ব্যাপারটা আমলেই আনল না সে।

তেরো বছর বয়স ব্রায়ানের, অথচ নিজেকে কঠোর একজন পুরুষ হিসাবে মনে মনে কল্পনা করে সে। মাঝে মাঝে মেপে দেখে পাঁচফুট পাঁচ ইঞ্চি হতে তার আর আধইঞ্চিও বাকি নেই। কল্পনাটুকুই সার, আসলে ব্রায়ান এখনও বাচ্চা, দায়িত্ব নেয়ায় ভীষণ অনীহা ওর। পরিবারের কোনও কাজেই তেমন একটা গা করে না কখনও।

এদিক থেকে ওর বোন কেলি অনেক পরিণত। মাত্র দশ বছর বয়সেই মেয়েটা ছোট ভাই-বোনদের সাধ্য মত যত্ন নেয়। মা ব্যস্ত

থাকলে মায়ের অভাব বুঝতেই দেয় না বাচ্চাদের।

মিসৌরি থেকে ক্যানসাস পর্যন্ত পুরোটা প্রেইরি মুক্ত বিহঙ্গের মত ঘুরে বেড়াল ব্রায়ান, নিজের কাজগুলো ছোট ভাই-বোনদের ঘাড়ে চাপিয়ে ক্যারাভানের সমবয়সী ছোকরাগুলোর সঙ্গে আড্ডায় মেতে উঠল। বাবার ভয় কমল ওর মন থেকে, বাঁদরামি করতে করতে বাড়ল সাহস।

এমনিতে ওর বাবা, টম সিম্পসন খুব কঠোর লোক। অক্ষরে অক্ষরে নিয়ম নীতি মেনে চলেন, ছেলেমেয়েদেরও চলতে বাধ্য করেন। কিন্তু প্রথম কয়েক সপ্তাহ অতিরিক্ত খাটুনি যাওয়ায় ব্রায়ানকে তিনি চোখে চোখে রাখতে পারেননি। সুযোগটা নিয়েছে ব্রায়ান, যা ইচ্ছা তাই করে বেড়িয়েছে। কিন্তু বেচারার কপাল মন্দ, একদিন নাড়া খেল ওর মুক্ত চেতনা।

মে মাস। আবহাওয়া চমৎকার। গড়ে সারাদিনে পনেরো মাইল করে এগোচ্ছিল ক্যারাভান। জুন মাস এল বৃষ্টি নিয়ে। ভিজে নরম হয়ে গেল প্রেইরির মাটি। কাদায় পড়ে আটকে গেল ওয়্যাগন ট্রেইন, এগোনোর গতি হয়ে গেল ধীর। তিনদিন একটানা বরষায় প্রথম আর শেষ ওয়্যাগনটার মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হলো প্রায় দশ মাইল। অরিগনে পৌঁছতে পৌঁছতে হয়তো এই তফাৎ দাঁড়াবে দুইশো মাইল। সেক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন দলগুলোর বিপদের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।

কাদা মেখে ভূত হয়ে গেলেন টম সিম্পসন, সবরকম চেষ্টা করেও ষাঁড়গুলোকে দিয়ে ওয়্যাগন টানাতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে চেঁচালেন, 'কেলি! যাও তো, মা, ব্রায়ানের কাছ থেকে গরুগুলো বুঝে নিয়ে ওকে এখানে পাঠিয়ে দাও।'

টুকটুকে লাল রঙের গাল। এক মাথা সোনালী চুল। ওয়্যাগনের পিছন দিক দিয়ে নেমে গুটি গুটি পায়ে ভাইকে খুঁজতে চলল কেলি। বৃষ্টিতে যাতে ভিজতে না হয় সেজন্যে অয়েল ক্লথ দিয়ে শরীর মুড়ে

নিয়েছে।

ওয়্যাগন ট্রেইনের শেষ মাথায় থাকার কথা সবক'জনের ক্যাটল। বেশিদূর হাঁটতে হলো না ওকে। পাঁচ মিনিটের মাথায় ভেজা ঘাসের ওপর ব্রায়ানকে বসে থাকতে দেখল। কার্ড পেটাচ্ছে। বখাটে ছেলেদের সঙ্গে একটা পরিত্যক্ত ওয়্যাগনের আড়ালে বসেছে যাতে বৃষ্টির ছাঁট কম লাগে।

সামনে গিয়ে দাঁড়াল কেলি, ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে জানাল বাবা কি বলেছেন।

'তুই ওগুলোকে খুঁজে আলাদা করে নিস,' মাথায় বাজ পড়েছে এমন চেহারা করে খেলা ছেড়ে উঠল ব্রায়ান। আঙুল তুলে এক ঝাড় কটনউড দেখাল। 'গরু বাছুর সব গাছগুলোর পেছনে থাকার কথা। আমাদেরগুলো বেছে বের করে নিয়ে আয়; ওয়্যাগনের কাছাকাছি রাখাই ভাল।'

'আগে কখনও কাজটা করিনি,' কাতর চোখে ভাইকে দেখল কেলি, 'তুমি আমার হয়ে একটু আলাদা করে দাও না!'

'না, আমি যাচ্ছি বাবাকে সাহায্য করতে,' ক্যাটল সামলানোর গুরু দায়িত্ব ঘাড় থেকে নামায় হঠাৎ খুব খুশি খুশি লাগল ব্রায়ানের। অন্য সময় বাবা কাজ করতে ডাকছেন ভাবলেই বিরক্তি লাগত, কিন্তু এই মুহূর্তে ওর ইচ্ছে করল গুনগুন করে গান গেয়ে উঠতে। যাক, কেলির ওপর একটা কাজ চাপানো গেছে। চওড়া ব্রিমের ফেল্ট হ্যাট থেকে পানি ঝেড়ে ফেলল সে। লাল ফ্ল্যানেলের শার্ট আর বাকস্কিনের প্যান্ট থাবড়া মেরে ঠিকঠাক করে নিয়ে বোনের দিকে ফিরল। 'খবরদার, বাবাকে বলবি না আমাকে কার্ড খেলতে দেখেছিস!'

'আমাকে সাহায্য না করলে একশো বার বলব,' এক পা পিছিয়ে জবাব দিল কেলি। বুঝে ফেলেছে ব্রায়ানের কলকাঠি এখন ওর

হাতে। বাবাকে বললে আচ্ছা পেটাই খাবে বাছাধন।

ভুল করে ফেলেছে, অবস্থা বেগতিক বুঝে ঘাড় কাত করে সায় দিয়ে বোনের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল ব্রায়ান। মাথা উঁচু করে বুক টান টান করে চলেছে, সঙ্গীদের বুঝতে দিতে চায় না যে সে একজন পরাজিত সেনানায়ক।

'আমি ওয়্যাগনে যাচ্ছি। বাছুর তুমি জড় করে নিয়ে এসো।' খানিক দূর হেঁটে ফিক করে হেসে ফেলল কেলি, 'শুধু শুধু গিয়ে কি হবে, আমি কোনও কাজেই আসব না।'

'যা বলেছি করবি, নাহলে এক চড়ে তোর কান ফাটিয়ে দেব!' দাঁত খিঁচিয়ে ধমকে উঠল ব্রায়ান। ভয় পেয়ে কেলিকে সরে যেতে দেখে ওর মনের শান্তি ফিরে এল খানিকটা। তাড়া করল না। জানে, জেড ছাড়া আর সব ভাই-বোন ওকে যমের মত ভয় পায়। পেটের ব্যথায় জেড ওয়্যাগনে শুয়ে আছে বলেই কেলিকে পাঠিয়েছেন বাবা। চিন্তার কিছু নেই, ওর আদেশ অমান্য করার দুঃসাহস কেলির হবে না।

নির্দ্বিধায় হাঁটতে লাগল সে ওয়্যাগনের দিকে।

পেছন থেকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকল কেলি, ভাবল ঝামেলায় যাওয়া ঠিক হবে কিনা। তারপর পরিণতি চিন্তা করে বাদ দিল ওই ভাবনা। বাড়াবাড়ি করলে সুযোগ বুঝে হাতের সুখ করে নেবে ব্রায়ান। বিমর্ষ চেহারায় কেলি পা বাড়াল কটনউডের জঙ্গল লক্ষ্য করে।

ব্রায়ান যখন পৌঁছল, ওর বাবা তখন ওয়্যাগনের পেছনের চাকা দুটোর চারপাশে কোদাল দিয়ে গর্ত খুঁড়ে ফেলেছেন। প্রশস্ত বুকটা পরিশ্রমে দ্রুত ওঠানামা করছে, কোদালে দেহের ভর চাপিয়ে ব্রায়ানের দিকে তাকালেন তিনি। 'ওয়্যাগন থেকে কাস্তে নিয়ে এসো। ঘাস কেটে গর্তে ফেলবে, আমি না বলা পর্যন্ত থামবে না।'

ব্রায়ান ওজর আপত্তি না করে আদেশ পালন করতে ছুটেছে দেখে মুহূর্তের জন্য সন্দেহ হলো টম সিম্পসনের, কিন্তু কোনও মন্তব্য করলেন না তিনি।

লম্বা লম্বা শক্ত ঘাস কাটা খুব কঠিন কাজ। কাস্তে পিছলে যেতে চায়। তবুও প্রাণপণে ঘাস কাটতে লাগল ব্রায়ান। দু'হাত বোঝাই করে এনে দিল। হুইলের নিচে ঘাস ঠেসে চললেন টম। চতুর্থবারের মত ঘাস নিয়ে ব্রায়ান এগোচ্ছে এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হলো কেলি।

'তুমি কি করছ এখানে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন টম।

'আমি...আমি...ক্যাটলগুলো নেই!' কোনমতে বলল কেলি।

মুখ থেকে রক্ত সরে গেল ব্রায়ানের, বাবার পায়ের কাছে ঘাসের বোঝা নামিয়ে রেখে কাস্তে হাতে হাঁটতে শুরু করল। টের পেয়েছে এখানে থাকা এখন মোটেও নিরাপদ নয়।

'দাঁড়াও, ব্রায়ান!' পেছন থেকে ডাক দিলেন টম, ফিরলেন মেয়ের দিকে, 'খুলে বলো, কেলি।'

'কারও ক্যাটল নেই...একটাও না। গিয়ে দেখি হাত-পা বেঁধে প্যারটদের ছেলেটাকে ঘাসের ওপর ফেলে রেখে গেছে। ও বলল ইন্ডিয়ানরা এসেছিল।'

'অন্য ছেলেরা,' কেলির দৃষ্টি ব্রায়ানকে ছুঁয়ে গেল, 'কার্ড খেলছিল একটা পুরানো ওয়্যাগনের পাশে।'

হাত বাড়িয়ে ব্রায়ানের লাল শার্টের কলার খামচে ধরলেন টম সিম্পসন।

'আগে ওর কথা শুনে নাও, টম!' ওয়্যাগন থেকে নিনার আতঙ্কিত চিৎকার শোনা গেল।

রাগে ঘোঁত করে উঠলেন টম। দু'আঙুল মুখে পুরে তীক্ষ্ণ শিস দিলেন। ঘোড়ায় চড়ে হাজির হলো দাড়িওয়ালা এক সশস্ত্র লোক।

'ইন্ডিয়ানরা সবার ক্যাটল নিয়ে গেছে, ক্যাপটেন,' বললেন টম। 'তুমি যাও, আমি ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে আসছি।'

ক্যারাভানের এই সেকশনটার চীফ হচ্ছে ক্যাপটেন শেফার্ড। মুখ খিস্তি করে ঘোড়া ছুটিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল লোকটা সময় নষ্ট না করে। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ব্রায়ানকে ওয়্যাগনের পেছনে ঠেলে দিলেন টম, চেঁচিয়ে বললেন, 'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এক পা নড়বে না, ব্রায়ান; নইলে হাড্ডি একটাও আস্ত থাকবে না!'

সারা বিকেল ওয়াশ-টাবের ওপর বসে উদাস চোখে বিস্তীর্ণ ধোঁয়াটে সমতল ভূমি দেখল ব্রায়ান। ওর পেছনে গাদা করা ব্ল্যাংকেটে শুয়ে পেটের ব্যথায় ককাচ্ছে জেড। ট্রেইলের ধারে আন্টি শেফার্ড আর মায়ের সাহায্য নিয়ে তাঁবু খাটিয়েছে কেলি, স্কুল-স্কুল খেলছে ওখানে বাচ্চাদের সঙ্গে। সামনে, ওয়্যাগন সীটে পাশাপাশি বসে চুরি যাওয়া গরু ফেরত পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছে মা আর আন্টি শেফার্ডের মধ্যে।

ক্যাপটেন শেফার্ডের স্ত্রী, আন্টি শেফার্ডকে এতদিন দয়ালু মহিলা বলে জানত ব্রায়ান; কিন্তু ছেলেদের শয়তানী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন সব মন্তব্য তিনি করলেন যে ওর মনে হলো আসলে মহিলা মোটেও ভাল নন। ভয়ঙ্কর অবিচার করা হচ্ছে ওর ওপর, ভ্রূ কুঁচকে তেতো চেহারায় ভাবল ব্রায়ান।

'আমরা একটু আনন্দ খুঁজলেই যত অসুবিধা,' মনে মনে বলল ও। 'সেই ভোর চারটে থেকে ক্যাটল পাহারা—একটু বিশ্রামও নিতে নেই? গরু চুরি করল ইন্ডিয়ানরা, আর দোষ যত আমার! বয়সে বড় বলে সব ক'জনের দোষ আমার ঘাড়েই চাপাবে বড়রা। মার খেতে কেমন লাগে তা যদি ওরা বুঝত! তার চেয়ে এক কাজ করি না কেন—পালিয়ে চলে যাব কোনও ইনজুন ক্যাম্পে, দূর দূরান্তে ঘুরে

বেড়াব ওদের সঙ্গে।'

ভাবনাটা পছন্দ হলো ব্রায়ানের। মনে মনে ইন্ডিয়ানদের শ্বেতাঙ্গ নেতা হয়ে লড়াই করল একের পর এক—সব যুদ্ধ বড়দের বিরুদ্ধে। সব কয়টা লড়াইতে জিতল ও। পৃথিবী থেকে বয়স্কদের প্রায় নিকেশ করে এনেছে এমন সময় আন্ট শেফার্ডের কথায় চটকা ভাঙল ওর।

'আমি গেলাম চা বানাতে। এই ঠাণ্ডায় জমবে ভাল।'

'দারুণ হয় চা হলে,' আন্ট শেফার্ডের কথায় সায় দিলেন নিনা। 'বিস্কুটে চুবিয়ে চুবিয়ে খাওয়া যাবে, ভাল বিস্কুট আছে।' থেমে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ব্রায়ানের দিকে তাকালেন তিনি। 'ব্রায়ানের জন্য অবশ্য চা করার দরকার নেই।'

'দুশ্চিন্তা করবেন না, নিনা, ওর জন্য চা করছি না আমি,' ওয়্যাগন থেকে নামলেন মিসেস শেফার্ড।

চেহারা নির্বিকার রেখে কথাগুলো হজম করল ব্রায়ান।

সন্ধের দিকে থামল বৃষ্টি, পশ্চিমের আকাশে লালচে আভা বুঝিয়ে দিল আগামী দিন আবহাওয়া ভাল হবার সম্ভাবনা আছে। ভেজা কাঠে আগুন জ্বেলে কর্নমিল মাশ রাঁধতে বসলেন নিনা। পুরোটা সময় চুপচাপ ভেবে কাটাল ব্রায়ান। তারপর সন্ধে নেমে এলে ক্লান্ত ঘোড়া হাঁটিয়ে ফিরলেন বাবা।

'দশ মাইল দূরে একটা উপত্যকায় ক্যাটল নিয়ে গেছে ইন্ডিয়ানরা,' বললেন তিনি। 'ক্যাপটেন আর অন্যান্যরা ওদের সঙ্গে আলোচনা করছে, চাইছে বিনিময়ে কিছু দিয়ে ওগুলো ফেরত আনতে। আমি চলে এলাম ষাঁড়গুলোর খাবার দিতে।'

একটা বাটি এগিয়ে দিলেন নিনা। 'এটুকু খেয়ে নাও, জোর ফিরে পাবে।'

'ব্রায়ান কোনও ঝামেলা করেছে?' বাটিতে চামচ ডোবালেন

টম।

'না। আমার মনে হয় নিজের ভুল বুঝতে পেরে ও লজ্জিত।'

'হুঁহ্!' ভ্রূ কুঁচকে একটা খাটো বেত নিয়ে ওয়্যাগনের সামনে চলে এলেন টম। গম্ভীর চেহারায় হাঁক ছাড়লেন, 'এখানে এসো, ব্রায়ান!'

খুব দুঃখিত চেহারায় ওয়্যাগন থেকে ধীরে ধীরে নামল ব্রায়ান।

'এই যে, স্যার,' হাতের বেত নাচালেন টম। 'রওয়ানা হওয়ার সময় থেকেই আপনি একের পর এক বেত খাওয়ার উপযোগী সব কাজ করে চলেছেন। বোধহয় ভেবেছিলেন আমি কিছুই টের পাব না, তাই না? আপনার ধারণা ভুল, প্রায় কিছুই আমার চোখ এড়ায়নি। আপনি কাজে ফাঁকি মেরেছেন, অন্যদের বিরক্ত করেছেন, সবই আমি দেখেছি—কিন্তু আজকের ঘটনা একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। প্যান্টটা খুলে শার্ট উঁচিয়ে দাঁড়ান তো দেখি।'

'ব্যাপারটা আমাকে ব্যাখ্যা করতে দেবেন না?' দাবির সুরে জানতে চাইল ব্রায়ান।

মাথা নাড়লেন টম। 'ব্যাখ্যা দেয়ার সময় পেরিয়ে গেছে।'

'তাহলে অন্তত ক্যাপটেনদের ওয়্যাগন থেকে দূরে কোথাও...'

'আবার কথা!' বেত উঁচিয়ে ধমকে উঠলেন টম সিম্পসন।

এত বেধড়ক মার বাবার হাতে আগে আর কখনও খায়নি ব্রায়ান। পেছনদিকের নুন-ছাল উঠে গেল। পুরোটা সময় ওর মনে যদিও একটা সান্ত্বনা কাজ করল—ওয়্যাগন ট্রেইনের কোথাও না কোথাও বাবাদের হাতে একই রকম খাতির যত্ন পাচ্ছে ওর পাঁচ সঙ্গী। পিটুনি যখন শেষ হলো, খুশি মনেই বাবার আদেশ মেনে নিল ব্রায়ান। ওয়্যাগনের তলায় ব্ল্যাংকেট বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। কপালে সাপার জোটেনি তাতে কি, অবস্থা এর চেয়েও খারাপ হতে পারত।

দুই

দশ ডলার জরিমানা দিয়ে টম সিম্পসনকে ছাড়াতে হলো তাঁর গরু দুটো। দশ ডলার অনেক, তাছাড়া হাত এখন প্রায় খালি সিম্পসন পরিবারের। তবুও তাঁর স্বভাব অনুযায়ী এ-ব্যাপারে একটা কথাও তুললেন না তিনি। ব্রায়ানের শাস্তি প্রাপ্য ছিল—পেয়েছে। ব্যস, তাঁর মতে ঘটনা এখানেই শেষ।

কিন্তু ব্রায়ানের মতবাদ অন্য ধাঁচের। মনে রাগ পুষে রাখল সে। টম ওর চলাফেরায় বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন, নাহলে হয়তো ঘটনাটা ভুলেই যেত ব্রায়ান। কিন্তু পরিবারের সবার আচরণ দেখে ও ঠিক করল পালিয়ে যাবে। সবাই যখন ওকে ভুল বুঝছে তখন আর এখানে থেকে কি হবে!

সারাটা জুন মাস আকাশ মেঘলা থাকল। মনস্থির করে ফেললেও বৃষ্টির মধ্যে আশ্রয় ছাড়ার কোনও ইচ্ছে ব্রায়ানের নেই। ট্রেইলের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায় এই সময়টায়, তাছাড়া বড়দের আলাপ শুনেছে সে। প্ল্যাট নদীর এদিকে উপযুক্ত রসদ ছাড়া টিকতে পারবে না কোনও মানুষ। চারপাশে বিস্তীর্ণ বিরাণ প্রান্তর। তবে কাজ বন্ধ করে বসে নেই ব্রায়ান, গোপনে ব্যুরোর তলায় রাখা ব্যক্তিগত বাক্সটায় জমাচ্ছে সে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

ব্রায়ান জানে, এখনও সময় হয়নি। লোকালয় বহু দূরে।

ক্যানসাসের পুব বর্ডারে ফোর্ট লিভেনওয়ার্থ। এছাড়া ফোর্ট ল্যারামিতে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত আর কোনও জনবসতি নেই। তবুও যদি ওর কাছে প্রচুর অ্যামুনিশন থাকত, তাহলে দ্বিধা করত না ব্রায়ান। সামনেই রয়েছে বাফেলো কান্ট্রি। কিন্তু অ্যামুনিশনের অভাব প্রকট। যৎসামান্য যা আছে, খুব যত্নের সঙ্গে আগলে রাখেন বাবা। ভেবেচিন্তে ব্রায়ান সিদ্ধান্ত নিল ফোর্ট ল্যারামিতে পৌঁছে পালাবে। ওখানে অনেক ট্র্যাপার আর ইন্ডিয়ান আছে। ওদের সঙ্গে ভিড়ে যেতে অসুবিধা হবে না।

জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ বা তার আগেই ফোর্ট ল্যারামিতে পৌঁছতে হবে ক্যারাভানকে। পিছিয়ে পড়লে চলবে না। স্নেক রিভার কান্ট্রি আর ব্লু মাউন্টিনে তুষার পড়তে শুরু করলে ওই জায়গা পার হওয়া অসম্ভব। অথচ বৃষ্টির কারণে দেরি হয়ে গেছে ওদের। জুলাইয়ের শুরুতে মাত্র প্ল্যাট নদীর ফর্কসে পৌঁছল ক্যারাভান। ল্যারামি এখনও অন্তত এক সপ্তাহের পথ।

ব্রায়ানের হঠাৎ চুপচাপ হয়ে যাওয়াটা চিন্তিত করে তুলল ওর মাকে। বিভিন্ন ভাবে প্রশ্ন করলেন নিনা, ছেলের পেট থেকে কথা বের করতে পারলেন না। শেষে ধরলেন অন্য পন্থা। নিজের সামান্য খাবারটুকু থেকে ভাল-মন্দ তুলে দিতে লাগলেন ব্রায়ানের পাতে। এই বয়সী আর সব ছেলেদের মতই খাতিরটুকু উপভোগ করল ব্রায়ান, কিন্তু চেহারায় ফুটিয়ে রাখল উদ্ধত-দুর্বিনীত একটা ভাব।

ব্রায়ান, জেড আর সাত বছরের ক্যাথির মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি আছে—মা অন্তত পক্ষে দুবার কোনও কথা না বললে শোনে না ওরা। অবশ্য বাবা উপস্থিত থাকলে আলাদা কথা। তাঁকে ভয় পায় ওরা। জানে, মায়ের কথা না শুনে চললে কিরকম রেগে যান তিনি। তখন আর শান্তশিষ্ট ভাবটা থাকে না তাঁর মধ্যে, হাতের খাটো বেতটা জাদু দেখিয়ে দেয়।

ব্রায়ানের পরিবর্তন মোটেও ভাবাল না টম সিম্পসনকে। নিজের ছেলেবেলা তাঁর ভালই মনে আছে। ব্রায়ানের সঙ্গে খাতিরও জমাতে চাইলেন না তিনি। আদর করলেই হাত-পা গজাবে ছোকরার। পাখাও গজাতে দেরি হবে না। ব্রায়ানকে পাত্তা দেয়া আর শয়তানী করতে ওকে অনুমতি দেয়া যে একই কথা সেটা তিনি বোঝেন। খাবার সময়গুলো ছাড়া ব্রায়ানকে ডাকলেনও না তিনি।

বুঝতে শেখার সময় থেকেই ব্রায়ান দেখে আসছে ব্রেকফাস্টের আগে বাইবেল থেকে এক চ্যাপটার করে পড়ে শোনান বাবা। পরিবারের সবার সঙ্গে প্রার্থনা সেরে খেতে বসেন। এতদিন এটাই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু হঠাৎ করে লজ্জা লাগতে শুরু করল ব্রায়ানের। এত সাধারণ ব্যাপারে অংশ নেয়ার কি দরকার! হাসাহাসি করে ওর বন্ধুরা। শুধু লজ্জা নয়, তার চেয়েও বড় কথা, আসলে বিরক্ত হয়ে উঠল ব্রায়ান ধর্মীয় ভারী ভারী উপদেশের ওপর। ওর স্থির বিশ্বাস জন্মাল যে বাবা মস্ত বইটা থেকে সমস্ত উপদেশ বলে ফেলেছেন, আর জ্ঞান অর্জনের দরকার নেই।

ল্যারামি আর চার-পাঁচদিনের পথ। এক সকালে বাবাকে বাইবেল হাতে আগুনের সামনে দাঁড়াতে দেখে ইচ্ছে করেই ষাঁড়ের খাবার দেয়ার বাহানায় দেরি করল ব্রায়ান। আড় চোখে দেখল অয়েল ক্লথ বিছিয়ে সবাইকে নিয়ে বসে পড়েছেন মা। প্রার্থনা শেষ হলে ব্রেকফাস্ট—সেজন্য সামনে থালা-বাসন।

'তাড়াতাড়ি এসো, ব্রায়ান,' বাইবেল থেকে কান্ত মুখটা তুলে তাকালেন টম।

ষাঁড়ের বাদামী পিঠে হাত রেখে সিধে হলো ব্রায়ান। চেহারা বিকৃত করে বলল, 'ওসব আজকে শুনতে পারব না। আমি ব্যস্ত।'

অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে ছুটে এলেন টম। পালাবার সুযোগ পেল না ব্রায়ান। কান পাকড়ে ধরে টান দিলেন। মুহূর্তেই দেখা গেল

অয়েল ক্লথের ওপর ব্রায়ান বসে আছে নিজের জায়গায়। বিমর্ষ চেহারা। সপ্তম বারের মত একই চ্যাপটার শোনার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে।

দিন এত জঘন্যভাবে শুরু হওয়ায় মনটা এমনিতেই খারাপ ছিল, বিকেলের আরেক ঘটনায় কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ব্রায়ান। হয় এসপার, নয় ওসপার—একটা কিছু করতেই হবে।

দিগন্তে একপাল মহিষ দেখে ক্যাপটেনকে নিয়ে বাবা গেছেন গোসত সংগ্রহে। বিকালের কাজগুলো ব্রায়ান আর জেডকে ভাগাভাগি করে শেষ করতে হবে।

কিন্তু গতরে খাটার কোনও ইচ্ছা ব্রায়ানের নেই, বাবা দূরে চলে যেতেই ছোট ভাইয়ের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল সে। রাগে জেডের লাল লাল ফুটকি ভরা চেহারা কালো হয়ে গেল। বড় বড় দু'চোখে অভিযোগ নিয়ে মায়ের দিকে তাকাল ছেলেটা।

'মা, ব্রায়ান বলছে বাফেলো চিপ্‌স্‌ খুঁজতে যাবে না, ষাঁড়কে খাওয়াচ্ছে এই নাকি বেশি।'

'ঝগড়া কোরো না,' নরম সুরে বললেন নিনা। 'আমি আর মেয়েরাই চিপ্‌স্‌ জোগাড় করব।'

কিছুক্ষণ পর একটা বাস্কেট হাতে মেয়েদের নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি। বাফেলোর শুকনো গোবর সংগ্রহ করাটা জরুরী। এই অঞ্চলে ওগুলো ছাড়া জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারের মত আর কিছু নেই। একবেলা রান্না করতে তিন বাস্কেট গোবর লাগে। উবু হয়ে কুড়াতে হয়, কাজটা পরিশ্রমের। খুশিই হলো ব্রায়ান আর জেড আজকের মত ফাঁকি মারতে পেরে।

ষাঁড় দুটোর খাওয়ার ব্যবস্থা করে বাঁধল ব্রায়ান। তাকিয়ে দেখল তৃতীয় বাস্কেট ভর্তি করে ফেরত আসছেন মা। তিনিও দূর থেকে ব্রায়ানকে খেয়াল করেছেন. চেঁচিয়ে বললেন 'ব্রায়ান, নদী থেকে

বাস্কেট ভরে আনো তো, বাবা! পানি দরকার।'

নড়ল না ব্রায়ান।

'যাও, আব্বু,' উপচে পড়া বাস্কেটের চিপসগুলো সামলানোর ফাঁকে আবার বললেন নিনা।

'আমি পারব না। জেডকে বলো।' ভ্রূ কুঁচকে অসন্তোষ প্রকাশ করল ব্রায়ান।

ঠিক সেই মুহূর্তে সাঁড়াশির মত শক্ত দুটো হাত ব্রায়ানের দু'কান চেপে ধরল। টানের চোটে উঠে দাঁড়াল ও, ঘাড় ফেরাতে পেরে বুঝে গেল ভীষণ একটা ভুল করে ফেলেছে। কখন যেন শিকার শেষে নিঃশব্দে ফিরে এসেছেন বাবা।

'তাহলে, স্যার, আপনি আরাম করে আগুনের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে চান?' কান ছেড়ে খপ করে ব্রায়ানের হাত ধরলেন টম সিম্পসন। 'আপনার মা কষ্ট করবেন আর আপনি মজা করে দেখবেন? আজকে এমন শিক্ষা...'

বাস্কেট ফেলে দৌড়ে এগিয়ে এলেন নিনা। 'প্লীজ, টমাস, ওকে আর মেরো না।'

বউয়ের মিষ্টি চেহারার দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি কমল টম সিম্পসনের। ব্রায়ানের হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও, শয়তান কোথাকার!'

কিছুক্ষণ এটা ওটা কাজ করে মহিষের মাংস কাটার জন্য ছুরি হাতে বেশ খানিকটা দূরে চলে গেলেন টম। হাতের মুঠো শক্ত করে ঝাঁকাল ব্রায়ান। অপমানে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'আমি আর সহ্য করব না...অসম্ভব...যখন তখন খালি মারছে!'

'তোমার শয়তানির তুলনায় কমই মারে!' টিটকারির সুরে কথাটা বলেই ব্রায়ানের নাগালের বাইরে চলে গেল কেলি।

ধুপধাপ পা ফেলে ওয়্যাগনে গিয়ে উঠল ব্রায়ান। আজকে

কেলির লম্বা চুলগুলো ধরে টান দিতেও ইচ্ছে করছে না। ব্যুরোর তলা থেকে বাক্সটা বের করে খুলল সে। বেল্টে ঝোলাল জমিয়ে রাখা এক ব্যাগ বুলেট আর গানপাউডার-হর্ন। ওয়াটার বটল, ব্ল্যাংকেট রোল আর ওর রাইফেলটা বেঁধে নিল পিঠে। তারপর সাবধানে, সবার অজান্তে নেমে এল ওয়্যাগন থেকে। হাঁটতে শুরু করল। জানে, ফোর্ট ল্যারামি কোনদিকে।

চোদ্দশো লোকের একটা ক্যাম্প এড়িয়ে এগোনো সহজ কাজ নয়। চারপাশে রয়েছে আউট পোস্ট। ওদের চোখে ধরা পড়লেই সর্বনাশ। তবে ক্যাম্প থেকে বেরতে পারল ব্রায়ান। কেউ দেখল না একা একটা বাচ্চা ছেলে রাতের আঁধারে চলেছে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক প্রেইরিতে।

ধ্রুবতারা নাক বরাবর রেখে এগিয়ে চলেছে ব্রায়ান সেজ ব্রাশের মাঝ দিয়ে। এখনই পালানোর ব্যাপারটা টের পাবে না বাবা-মা। ভাববে বেয়াড়াপনা করে ফিরতে দেরি করছে, কথা না শুনে মিশছে গিয়ে বাজে ছোকরাদের সঙ্গে। পেটানোর জন্য না ঘুমিয়ে জেগে থাকুন বাবা, কিছু আসে যায় না। ফিরছে না আর ওখানে। ও ব্যাপারে আপাতত চিন্তিত নয় ব্রায়ান। একটানা কয়েক ঘণ্টা হাঁটল সে। তারপর ব্ল্যাংকেট বিছিয়ে শুয়ে পড়ল একটা সেজ ব্রাশের নিচে। মানসিক উত্তেজনা আর ইন্ডিয়ানদের ভয় ওর ঘুমকে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। চলে গেল ব্রায়ান স্বপ্নের রাজ্যে।

কে যেন এক হাতে মুখ চেপে ধরায় ঘুম ভাঙল ব্রায়ানের। চোখ খুলে দেখল ওর ওপর ঝুঁকে আছে এক ইন্ডিয়ান। লোকটার মুখে লম্বা একটা কাটা দাগ। দাঁত নেই একটাও, একান-ওকান হাসিতে বেরিয়ে এসেছে লালচে দুই মাড়ি। ভয়ে চুপ করে পড়ে থাকল ব্রায়ান। মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিল ইন্ডিয়ান বুড়ো। ওর গালে-

মাথায় হালকা কয়েকটা চাপড় বসিয়ে ঠোঁটে আঙুল দিল। ব্রায়ান বুঝল ওকে চুপ করে থাকতে বলা হচ্ছে। চেহারা দেখে ওর মনে হলো বুড়ো খুব খুশি হয়েছে নির্দেশ পালিত হতে দেখে। কিন্তু বেশিক্ষণ স্বস্তিতে থাকতে পেল না বেচারা ব্রায়ান। টানা হ্যাঁচড়া করে ওর সমস্ত কাপড় খুলে নিল বুড়ো। জুতো, ব্ল্যাংকেট, অ্যামুনিশন, ওয়াটার বটল ইত্যাদি সামান্য যা কিছু ছিল সব বগল তলায় নিয়ে রাইফেলটা কাঁধে ঝোলাল। তারপর ন্যাঙটো ব্রায়ানের দিকে একঝলক শয়তানী হাসি ছুঁড়ে দিয়ে এক লাফে চড়ে বসল ঝোপের পাশে দাঁড়ানো হাড় জিরজিরে পনিটায়। চোখের পলকে সেজ ব্রাশের আড়ালে চলে গেল।

ব্রায়ানের ভয় দূর হয়ে রাগ উপচে উঠল। লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গর্জন ছাড়ল ব্রায়ান। লাভ হলো না কোনও। লড়ার ইচ্ছা নেই ইন্ডিয়ান বুড়োর। দূর থেকে তার হাসির খিক খিক শব্দ পেল ব্রায়ান। পা বাড়িয়েও ব্যথায় কাতরে উঠে সেজ ব্রাশের গায়ে ঠেস দিল বেচারা। ছোট সেজ ব্রাশের সঙ্গে জন্মানো প্রিকলি ক্যাকটাসের তীক্ষ্ণ কাঁটা ঢুকেছে ওর ডানপায়ের বুড়ো আঙুলে।

কাঁটা বের করে চারপাশে চোখ বোলাল সে। জায়গাটা একটা ঢালের মাথায়। অ্যালকালি ধুলোতে জমিন সাদা, এখানে ওখানে পড়ে আছে হাজার হাজার বাফেলোর হাড়গোড়। নিচের দিকে তাকাল ব্রায়ান। উত্তরদিকে, বহুদূরে সরু একটা রূপোলি ফিতের মত দেখাচ্ছে প্ল্যাট নদী। তার ওপারে একের পর এক ঢালু জমি, কখনও উঠছে কখনও নামছে। গিয়ে মিশেছে দিগন্তে, লাল টিলাগুলোর সঙ্গে। নদীর দক্ষিণ তীরে একসারি সাদা-কালো ফোঁটা ব্রায়ানের মনোযোগ কেড়ে নিল। যাচ্ছে ক্যারাভান। সকাল হতেই রওয়ানা হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে শুধু শেষ ওয়্যাগনটা।

বোধহয় ক্যারাভানের সঙ্গে না গিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছেন

বাবা-মা। নাকি মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন? মনে মনে নিজের কুকীর্তির কথা ভেবে ভীষণ লজ্জা পেল ব্রায়ান। বোকার মত ঘুমানো ঠিক হয়নি।

ওর ইচ্ছে হলো ছুটে চলে যায়, কাপড় যোগাড় করে আবার পালানো যাবে। কিন্তু ন্যাঙটো অবস্থায়...তাছাড়া বাবাকে কোন্ মুখে বলবে যে ওর সবকিছু একটা বুড়ো ইন্ডিয়ান কেড়ে নিয়ে গেছে!

পালানোর ব্যাপারে ওর কোনও অপরাধবোধ নেই। এখনও ব্রায়ানের ধারণা সে ঠিক কাজই করেছে। 'বাবা অন্যায়ভাবে শাস্তি দিলে আর কি করার আছে!' মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে হার মেনে নিল ব্রায়ান। 'তবু এরকম উলঙ্গ থাকার কোনও মানেই হয় না, যে করেই হোক ফিরতে হবে ওয়্যাগনে।'

রাতে লুকিয়ে ফিরবে ঠিক করে ঝোপের তলায় ছায়াতে ঢুকল ব্রায়ান। সূর্য উঠেছে একঘণ্টাও হয়নি, অথচ মাত্রাতিরিক্ত তাপ ছড়াচ্ছে। শুয়ে পড়ল ব্রায়ান। একটু পরই শুরু হলো অসংখ্য কালো কালো ছোট মাছিদের অত্যাচার। চামড়ায় বসে হুল ফোটায় না কি করে সে ওরাই জানে। গায়ের ওপর লাফিয়ে উঠতে লাগল গিরগিটির দল। অতিষ্ঠ করে তুলল ওকে।

প্রথমে ব্রায়ান ভেবেছিল রাতে ওয়্যাগনে ফিরে যাবে। কেউ এই অবস্থায় দেখার আগেই কাপড় পরে ফেলবে। তারপর পালাবে আবার। কিন্তু এখন ও বুঝতে পারছে আঁধারে ছ'সাত মাইল পাড়ি দেয়া অসম্ভব। জমি কাঁটাওয়ালা ক্যাকটাসে ভরা। অন্ধের মত এগোলে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার দশা হবে, একমাত্র উপায় হচ্ছে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে দিনের আলোয় হাঁটা। তাতে খানিকটা হলেও কাঁটার হাত থেকে বাঁচার আশা আছে।

সেজ ব্রাশের ছায়া থেকে বেরিয়ে এল ব্রায়ান। প্রতিটা পদক্ষেপ দেখে শুনে সাবধানে ফেলছে, তবুও কাঁটা থেকে রক্ষা নেই।

শামুকের গতিতে এগোল ও।

সকাল দশটার দিকে বিশ্রাম নিতে বসল একটা ঝোপের ছায়ায়। ও যেখানে আছে, জায়গাটা একটা খাদের মত—লম্বা হয়ে নদীর সমান্তরালে চলে গেছে যতদূর চোখ যায়। কে জানে, হয়তো এককালে এটাই ছিল নদীর গতিপথ! যদি ল্যারামিতে যেতাম, ভাবল ব্রায়ান, লুকানো একটা ট্রেইল হিসেবে দারুণ কাজে দিত এই খাদ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুজল সে, পরক্ষণেই ঘোড়ার শব্দ শুনে তাকাল আবার। দক্ষিণ-পুব দিক থেকে আসছে কেউ। শ্বেতাঙ্গ! জন্মশত্রু ইন্ডিয়ান বুড়োর দল নয়।

লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল ব্রায়ান। 'এই যে, মিস্টার! মিস্টার!!'

আচমকা চিৎকারে চমকে গেল পনি। ঘোড়া সামলানোর ফাঁকে রাইফেল তুলেও হেসে ফেলল আরোহী। গ্রীসউডের মাঝে ব্রায়ানের বিদঘুটে উলঙ্গ দেহভঙ্গি চোখে পড়েছে তার।

লোকটার বয়স তিরিশের কম হবে। সুদর্শন চেহারা। নীল চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। ব্রায়ানকে দেখে ভ্রূ নাচাল সে। 'এখানে কি করছ, বয়? এই অবস্থা কেন?'

মুখে রক্ত জমল ব্রায়ানের। একটা ঝোপের আড়ালে সরে গেল। 'ইন্ডিয়ান একটা ডাকাত বুড়ো আমার সবকিছু কেড়ে নিয়ে গেছে।'

'আর কেউ নেই তোমার সঙ্গে?' একেবারে সামনে এসে ঘোড়া থামাল আগন্তুক।

'না।'

'তাই তো দেখছি! বোধহয় ওই বড় ক্যারাভানের সঙ্গে যাচ্ছিলে। হারিয়ে গেছ, তাই না?'

'না। অন্যায় সহ্য করব না তাই চলে এসেছি। ফোর্ট ল্যারামিতে যাচ্ছিলাম ট্র্যাপারের কাজ নিতে, কিন্তু ইন্ডিয়ানটা সব লুটে নিল।'

'আচ্ছা! তোমার বাবা-মাকে বলে এসেছ নিশ্চয়ই?'

'না…হ্যাঁ,' থতমত খেয়ে বলল ব্রায়ান।

'তোমার বয়স কত, ইয়াঙ ফেলো?'

'তেরো।'

'হুম্, বয়সের তুলনায় বড় দেখায়! তো এখন আমার কি করা উচিত বলে মনে করো?' কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল আগন্তুক। আসলে প্রাণপণ চেষ্টায় হাসি চাপছে, চেহারা গম্ভীর করে রেখেছে ন্যাংটো বালকের সম্মানে লাগবে ভেবে।

'একটু পানি খাওয়াবেন, মিস্টার? কালকে রাত থেকে পানি খাইনি!' লজ্জায় ব্রায়ান বলতে পারল না পালাবার সময় ওয়াটার বটলে পানি ভরতে ভুলে গিয়েছিল। আগন্তুককে ভালমত দেখল ব্রায়ান। দেখে বেশ দয়ালু মনে হচ্ছে, তাই বলল, 'তারপর যদি গা ঢাকার জন্য একটা ব্ল্যাংকেট দেন তাহলে চিরঋণী হয়ে থাকব। কথা দিচ্ছি, চাকরি পেয়েই ব্ল্যাংকেটের দাম শোধ করে দেব।'

'শোধ করার ইচ্ছে থাকলে কেউ কি আর "চিরঋণী" হতে চায়!' কথাটা আপন মনে বলে হাসি চেপে ব্রায়ানের আপাদমস্তক দেখল আগন্তুক। 'ধরো তোমাকে সাহায্য করলাম। তারপর, তারপর কি করবে কিছু ঠিক করেছ?'

'ওয়্যাগনে ফিরে যাব। নদীর ধারে অপেক্ষা করছেন বাবা-মা। কেন, ওয়্যাগনটা আপনি দেখতে পাননি?'

'ভোর থেকেই খাদের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছি, তাই দেখিনি।' ঘোড়া ছুটিয়ে পাড় বেয়ে ওপরে উঠে গেল লোকটা। ওয়্যাগনটা দেখে ফিরে এসে থামল আবার ব্রায়ানের সামনে। দু'এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তারপর বলল, 'আমি যদি তোমাকে সাহায্য করি তাহলে ওয়্যাগনে ফিরে আর পালাবার চেষ্টা করবে না, কথা দিচ্ছ?'

'বাবা যদি মারেন তাহলে থাকব না আমি,' ব্রায়ানের নীল চোখ

জোড়া রাগে জ্বলে উঠল।

'সেক্ষেত্রে ধরে নিচ্ছি আমার সাহায্য দরকার নেই তোমার,' ঘোড়ার পেটে আলতো করে স্পার ছোঁয়াল আগন্তুক।

'দাঁড়ান, মিস্টার! দাঁড়ান!' অশ্বারোহী সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছে দেখে গলা ফাটিয়ে চেঁচাল ব্রায়ান।

ঘোড়া থামিয়ে ব্রায়ানের দিকে তাকাল সুদর্শন লোকটা। চেহারায় নিখাদ বিস্ময় ফুটিয়ে তুলেছে। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'তুমি বয়স আর লম্বায় বড় হতে পারো, কিন্তু বাজি ধরে বলতে পারি তোমার মগজ দশ বছরের বাচ্চার সমান! আমি যদি তোমার বাবা হতাম তাহলে সকাল সন্ধে পিটিয়ে মানুষ করে ছাড়তাম। তিন মাস ধরে ট্রেইলে আছ, অথচ এখনও জানো না বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে ক্যারাভানের সঙ্গে যাওয়া! গাধা কোথাকার!! আবার ডাকলে কেন?'

'আমি কথা দিচ্ছি অরিগনে না পৌঁছে আর পালাব না,' দাঁতের ফাঁকে বলল ব্রায়ান। এই মুহূর্তে ওর মনে হচ্ছে দুনিয়ার তাবৎ বড় মানুষগুলো এককেটা জানোয়ার।

'তাতেই চলবে আমার,' হাসল লোকটা। ঘোড়া থেকে নেমে ব্রায়ানের দিকে ওয়াটার বটল এগিয়ে দিল। 'আমি কিট কার্সেন। তোমার নাম কি?'

'ব্রায়ান সিম্পসন।' ওয়াটার বটলে চুমুক দিয়ে বিস্ময় মাখা দৃষ্টিতে সামনে দাঁড়ানো লম্বা লোকটাকে দেখল ব্রায়ান। বহুবার শুনেছে সে কার্সেনের নাম। লোকটা পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ দু'তিনজন স্কাউটের মধ্যে একজন—রীতিমত কিংবদন্তী। ইন্ডিয়ানরা ভয়ে নাকি এর ধারে কাছে ঘেঁসে না!

স্যাডলরোল খুলে একটা ফ্ল্যানেলের শার্ট আর একজোড়া মোকাসিন বের করে ব্রায়ানকে দিল কার্সেন। তার ব্যাগ থেকে

আরও বেরল খানিকটা জার্কড বীফ। ব্রায়ান শার্ট পরে খাওয়া শুরু করা পর্যন্ত চুপ করে থাকল সে, তারপর বলল, 'দু'দিন ধরে ক্যারাভানটাকে অনুসরণ করছে সিউ ইন্ডিয়ানদের একটা দল। আমার ধারণা আক্রমণ এলে ঠেকাতে পারবে ক্যারাভানের লোকজন। আসল বিপদে পড়বে তোমার বাপ-মা। বিচ্ছিন্ন একটা ওয়্যাগন পেলে ইন্ডিয়ানরা ছাড়বে না।' ব্ল্যাংকেট রোলটা জায়গা মত রাখল স্কাউট। 'পেছনে উঠে বসো, ব্রায়ান। নষ্ট করার মত সময় আমাদের হাতে নেই।'

দুপুর বেলা কার্সেন আর ব্রায়ান পৌছল সিম্পসনদের ক্যাম্পে। তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন টম সিম্পসন। ব্রায়ানকে দেখতেই পাননি এমন ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিলেন স্কাউটের দিকে। 'হাওডি, স্যার! ঘোড়া বেঁধে ফেলুন, আজকে আমাদের সঙ্গে খাবেন আপনি। ধন্যবাদ দিয়ে আমি চাই না আপনাকে ছোট করতে।'

'আমি কিট কার্সেন, মিস্টার সিম্পসন। খাওয়া পরে হবে, এখন শয়তানের তাড়া খেয়েছেন ভেবে ওয়্যাগন ছোটান। ক্যারাভানের সামনে না পৌছে থামবেন না। মাইল পাঁচেক পেছনে ধেয়ে আসছে সিউ ইন্ডিয়ানদের একটা ওয়ার পার্টি।' ব্রায়ানের দিকে তাকাল স্কাউট, 'এই ছোকরার জন্য পরিবারের সব ক'জনের জীবনের ঝুঁকি নেয়া ঠিক হয়নি আপনার।'

টম সিম্পসনের রোদে পোড়া চেহারা থেকে রক্ত সরে গেল। দু'চোখ ভরা রাগ নিয়ে ব্রায়ানকে দেখলেন তিনি। তারপর স্কাউটের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। 'শুধু ব্রায়ানের জন্য অপেক্ষা করিনি। বাচ্চা প্রসব করেছে আমার স্ত্রী। তাছাড়া চলন্ত ওয়্যাগন থেকে নামতে গিয়ে পা ভেঙে গেছে বড় মেয়েটার। সব মিলিয়ে…তাঁবুতে ঢুকবে না ব্রায়ান!' ছেলেকে তাঁবুর দিকে পা বাড়াতে দেখে নিষেধ করলেন তিনি।

চেহারায় সহানুভূতি ফুটে উঠল স্কাউটের। 'বোধহয় ডাক্তার ছাড়াই...?'

'হ্যাঁ, তা বলা যায়। অবশ্য ক্যারাভান রওয়ানা হওয়ার আগেই সবকিছু ঘটেছে। ক্যারাভানের লম্বা এক জার্মান লোক নিজেকে ডাক্তার বলে পরিচয় দেয়, সে যতটা সম্ভব সাহায্য করেছে। তাছাড়া আমাদের ক্যাপটেন শেফার্ডের বউ, ম্যাডাম সারাহ্ রয়ে গেছেন আমার বউয়ের দেখাশোনার জন্য।' তাঁবুর দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়লেন টম সিম্পসন, 'ব্রায়ান, জেড, ওয়্যাগনে ষাঁড় লাগাও! তাঁবু গুটিয়ে ফেলে সবাইকে ওয়্যাগনে উঠতে বলো। রওয়ানা হচ্ছি আমরা!'

গম্ভীর চেহারায় মাথা ঝাঁকাল স্কাউট। 'ছেলেদের অস্ত্র দিন, মিস্টার সিম্পসন! নিজেও তৈরি হোন। আসছে কয়েকজন!'

কার্সেনের দৃষ্টি অনুসরণ করে নদীর দিকে তাকালেন টম। ছ'জনের একটা দল। ওয়ারপার্টির প্রথম সদস্য। সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে এগোল ওয়্যাগন। চালাচ্ছে ব্রায়ান। দ্রুত ছুটছে ওয়্যাগন। পাশেপাশে চলছেন স্কাউট আর বাবা। মাঝে মধ্যে স্যাডলে ঘুরে বসে গুলি ছুঁড়ছেন। ইন্ডিয়ানদের পিছিয়ে যেতে বাধ্য করছেন তাঁরা।

চারঘণ্টার পথ মাত্র একঘণ্টায় পার হয়ে এল ওরা। কয়েকজন আহত হওয়ায় পিছু নেয়া ছেড়ে দিয়েছে সিউ ইন্ডিয়ানদের দল। ক্যারাভানের মাঝামাঝি পৌঁছে জেডের হাতে ওয়্যাগনের দায়িত্ব ছেড়ে মায়ের অবস্থা দেখতে ক্যানভাসের ভেতর ঢুকল ব্রায়ান।

যতখানি অগোছালো হওয়া উচিত ছিল তত অগোছালো না ভেতরটা। সামনের সীটে মিসেস শেফার্ডের সঙ্গে গাদাগাদি করে বসে আছে হীদার আর মেরি। ব্যুরো, ট্রাঙ্ক আর চেয়ারগুলোর মাঝখানে কেলির পাশে ব্ল্যাংকেটে শুয়ে আছেন নিনা।

এবড়োখেবড়ো পথে এগোচ্ছে বলে দুলছে ওয়্যাগন। কখনও কখনও লাফিয়ে উঠছে। খুব সাবধানে গিয়ে মায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল ব্রায়ান। ঝুঁকে দেখল বাচ্চার কচি মুখটা। মিষ্টি চেহারা। বড় বড় চোখ দুটো গাঢ় নীল। ব্রায়ানকে দেখে চোখ পিটপিট করে তাকাল।

আস্তে করে ব্রায়ানের হাতে হাত রাখলেন নিনা সিম্পসন। দুর্বল স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি হয়েছিল, আব্বু?'

ব্রায়ানের চেহারায় অস্বস্তি ফুটে উঠল। বিড়বিড় করে বলল, 'বাবা সবসময় মারলে থাকব না আমি।'

'তোমাকে ভালবাসে বলেই তো শাসন করে। জানো না, তুমি পালিয়েছ বোঝার পর পাগল হতে বাকি ছিল ওর।'

'হুঁহ্!' ভ্রূ কুঁচকে গেল ব্রায়ানের। 'একটু আগে বাবা বলেছেন পরে আমাকে টাইট দেবেন!'

'তোমার বাবা চায় তুমি দায়িত্ব নিতে শেখো।' ব্রায়ানের গায়ে আদরমাখা হাত বোলালেন নিনা। ছেলের চেহারা দেখে বুঝলেন তাঁর কথা কোনও কাজে আসছে না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে ব্রায়ানের, এখনও বাচ্চাদের মত ভাবছে শুধু নিজের কথা। অন্যের সুবিধা-অসুবিধা বা অনুভূতি বোঝার চেষ্টাই নেই।

জলে ভরে গেল নিনার চোখ। ফিসফিস করে বললেন, 'আমাকে কথা দাও আর কখনও পালাবে না।'

'পালাব না। আগেই কিট কার্সেনকে কথা দিয়েছি, অরিগনে না পৌঁছে তোমাদের ছেড়ে যাব না।'

ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছে, তবুও হাসলেন নিনা। পাশে শুইয়ে রাখা বাচ্চাটাকে দেখালেন। 'বোনকে দেখে কেমন লাগছে, ব্রায়ান?'

'আরেকটা বোন!' গুঙিয়ে উঠল ব্রায়ান। ঝুঁকে চট করে মায়ের

কপালে একটা চুমু দিয়ে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। শার্টের বুক পকেটে দুটো টোকা দিয়ে বলল, 'এটা মিস্টার কার্সেনের। ফেরত দিতে হবে। আমার জামা-কাপড় সব কেড়ে নিয়ে গেছে একটা ইন্ডিয়ান।'

কথাটা শুনে হাসি ম্লান হয়ে নিনার দু'চোখে শঙ্কার ছায়া পড়ল। ব্যুরোর দিকে আঙুল তুললেন তিনি, 'নিচের ড্রয়ার, ব্রায়ান।'

কাপড় পরে শার্টটা স্কাউটকে ফেরত দিল ব্রায়ান। ফিরে এসে বসল পা ভাঙা কেলির পাশে। দৃষ্টিতে সহানুভূতি। কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে কেলির চোখে চোখ রাখল। 'খুব ব্যথা, কেলি?'

দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'এমনিতে কম, তবে ওয়্যাগনের ঝাঁকিতে ব্যথা লাগছে।'

চিন্তিত চেহারায় বোনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ব্রায়ান। তারপর ওর ব্যক্তিগত বাক্স হাতড়ে বের করল জমিয়ে রাখা একমাত্র বড়সড় ক্যান্ডিটা। কেলির দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'নে। এটা তোকে দিয়ে দিলাম। আস্তে আস্তে চাটলে একঘণ্টা খেতে পারবি।'

'আর ফেরত দিতে হবে না?' কেলির বিস্মিত চেহারায় দ্বিধা ফুটে উঠল।

'না। এটা তোকে দিয়ে দিচ্ছি।' ব্রায়ান এমন ভঙ্গিতে কথাটা বলল যেন ক্যান্ডি ওর কাছে কিছুই না।

'সেরে উঠে তোমার সব কাজ করে দেব।' ক্যান্ডি চাটার সময় জ্বলজ্বল করে উঠল কেলির দু'চোখ।

খুশি মনে শিস দিতে দিতে ওয়্যাগন থেকে নেমে এল ব্রায়ান। কাজে ফাঁকি মারার সুযোগ পেল না, বাবা ওকে জেডের বদলে ষাঁড় সামলানোয় লাগিয়ে দিলেন। যেকোনও বড় মানুষের চেয়ে এগারো বছরের জেডের গলা দিয়ে বেশি আওয়াজ বের হলেও ঠিক মত

চাবুক চালানো এখনও শেখেনি বেচারা।

তিন

সে-রাতে দশটার দিকে সমস্ত কাজ সেরে ঘুমাতে গেল ব্রায়ান। ভোরে ওর ঘুম ভাঙল রাইফেলের আওয়াজে। ওয়্যাগনের টেইল গেটে অস্ত্র হাতে যখন পাহারা দিতে বসল সে, ঘুমের আলস্য শরীরকে ছেড়ে যায়নি তখনও। নতুন সূর্যের আলোয় ওয়্যাগনগুলো দেখল ও। ভয়ে উত্তেজনায় কেঁপে উঠল শরীর। সত্যি সত্যি একজন মানুষকে গুলি করতে কেমন লাগে?

মানুষগুলোকে বন্য জন্তুর মত লড়তে দেখে শিউরে উঠল ও। বুঝল বড়রাও সবসময় ঠিক কথা বলেন না, সাদাদের মধ্যেও হিংস্র একটা পশু বাস করতে পারে।

খুন করতে কেমন লাগে জানার সুযোগ পেল না ব্রায়ান, তবে দেখার দুর্ভাগ্য হলো। রাতেই পঞ্চাশজন রাইফেলধারী যোগাড় করেছে কার্সেন। জেনারেল গিলবার্টের সঙ্গে আলোচনা করে আধমাইল দূরে পশ্চিমের সেজব্রাশের আড়ালে লুকিয়েছে সবাইকে নিয়ে। ইন্ডিয়ানরা দক্ষিণ দিক থেকে এগোতেই কোনাকোনি ভাবে পেছন থেকে আক্রমণ করে বসল সশস্ত্র লোকগুলো। আচমকা আক্রান্ত হওয়ায় কচুকাটা হয়ে গেল দুশো ইন্ডিয়ানের দলটা। টপাটপ লাশ পড়ল। অক্ষত অবস্থায় পালাতে পারল মাত্র দশ-বারো

জন যোদ্ধা।

ক্যারাভানের মাত্র দু'জন মারা গেছে। আহত হয়েছে পনেরো-বিশজন। ফিরে এসে ভাগ্যের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিল আহতরা। এডমন্ড, জার্মান হাতুড়ে ডাক্তার চিকিৎসা করবে; ওদের ধারণা কপালের জোর ছাড়া বাঁচা অসম্ভব। রোগে না মরলে চিকিৎসা করে রোগী মেরে ফেলবে লম্বু জার্মান। নিস্তার নেই।

কিট কার্সেন, ক্যাপটেন শেফার্ড আর টম সিম্পসন আহতদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে যখন সেকশন ক্যাম্পে এলেন তার আগেই মিসেস শেফার্ডের সাহায্য নিয়ে ব্রেকফাস্ট তৈরি করে ফেলেছে ছেলে-মেয়েরা। মাটিতে অয়েল ক্লথ বিছিয়ে অপেক্ষা করছে সবাই। রাইফেল ওয়্যাগনে রেখে বাইবেল নিয়ে এলেন টম সিম্পসন। অস্বস্তি বোধ করল ব্রায়ান। তারপর বিস্ময়। কার্সেনের মত একজন বিখ্যাত স্কাউটকে শ্রদ্ধায় চোখ বন্ধ করে গভীর মনোযোগে বাইবেল শুনতে দেখে বন্ধুদের মতামতে আস্থা হারিয়ে গেল, ব্রায়ানের মনে হলো ওরা আসলে একেকটা বুদ্ধু, আমরাই ঠিক।

ব্রেকফাস্ট শেষ হওয়ার পর ওয়্যাগন নিয়ে রওয়ানা হতে নিজেদের ওয়্যাগনের কাছে ফিরে গেলেন শেফার্ড দম্পতি। কার্সেন জানাল তার পক্ষেও আর থাকা সম্ভব নয়, ফোর্ট ল্যারামিতে জরুরী কাজ পড়ে আছে। সময় মত পৌঁছে একটা লোককে খুঁজে বের করতে হবে।

'খুন করার জন্য?' উত্তেজনার গন্ধ পেয়ে চকচক করে উঠল জেডের চোখ।

হাসল স্কাউট। 'না, ইয়াঙ ফেলো। বিনা কারণে মানুষ খুন করি না আমি।'

'আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করব না,' বললেন টম। 'যদি

কোনদিন সুযোগ পাই, আপনার ঋণ শোধ করার চেষ্টা করব।'

'আমাকে নয়, ব্রায়ানকে ধন্যবাদ দিন,' ধীরে ধীরে বলল কার্সেন। চেহারা দেখে বোঝা গেল কথাটা সে মন থেকে বিশ্বাস করে। উঠে দাঁড়িয়ে টম সিম্পসনের দিকে তাকাল সে। 'ব্রায়ানের সঙ্গে ওখানে দেখা না হলে আপনারা এখানে আছেন সেটাই আমি জানতাম না।'

'তাই?' ভ্রূ কুঁচকে গেল টমের। এই ঘটনার পর ব্রায়ানকে শাস্তি দেয়া ঠিক হবে কিনা ভাবছেন।

'হ্যাঁ। আসলে ব্রায়ানের কারণেই এযাত্রা বেঁচে গেলেন। কাজেই, আমার মনে হয় এবারের মত ওর মাফ পাওয়া উচিত।'

দম আটকে চেহারা করুণ করে তুলল ব্রায়ান। দেখে মনে হচ্ছে ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না সে। সতর্ক চোখে দেখছে বাবা আর স্কাউটকে। বাবা যেমন মানুষই হন, স্কাউট লোকটা অতখানি খারাপ না দেখা যাচ্ছে! ভাবল ব্রায়ান, বড় হয়ে ঠিক ওই লোকটার মত হবে সে। ইন্ডিয়ান চীফ হওয়ার চেয়ে ব্যাপারটা খারাপ না। সাদাদের অস্ত্রের জোর বেশি, আর তাছাড়া ইন্ডিয়ানগুলো লড়তে গিয়ে মরে টরে যায়!

হঠাৎ হেসে উঠলেন টম সিম্পসন। কার্সেনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, 'বেশ, এবারের মত ওকে ছেড়ে দিলাম। ব্রায়ান, ওয়্যাগনে ষাঁড় আটকাও!'

আটকে রাখা দম ছেড়ে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে কিট কার্সেনকে দেখল ব্রায়ান।

আর কোনও ঘটনা ছাড়াই ল্যারামিতে পৌঁছল ক্যারাভান। পুরোটা সময় ব্রায়ান, ক্যাথি আর জেডের ওপর কড়া নজর রাখলেন টম সিম্পসন। কেলি আর স্ত্রীর কাজগুলো ভাগাভাগি করে দিলেন ওদের মধ্যে। নিজে রাঁধার কাজটা নিলেন। বোধহয় তাঁর রান্না

খেতে হবে এই ভয়েই এক সপ্তাহের মাথায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন নিনা।

ল্যারামি ফোর্ট। ল্যারামি নদীর পাড়ে গড়ে তোলা হয়েছে। চারদিক ঘিরে আছে ব্ল্যাক হিলস। পেছনে আকাশের গায়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব সুন্দর ল্যারামি পিক। সব মিলিয়ে চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য। দুই মানুষ সমান উঁচু একটা চওড়া অ্যাডোবি দেয়াল ঘিরে রেখেছে দুর্গটা। ভেতরে ছোট ছোট ঘর। দুর্গের ভেতর ইন্ডিয়ানদের লজও আছে অনেকগুলো। জন্তু জানোয়ারের চামড়ার সঙ্গে খাবার বদলাবদলি করতে ক্যারাভান ছেঁকে ধরল ইন্ডিয়ানরা।

ব্যবসা জমল না। বৃষ্টির জন্য দেরি হওয়ায় গোটা ক্যারাভানে খুব কম পরিবারেই ব্যবসা করার মত বাড়তি খাবার আছে। খাবার ওদের নিজেদেরই দরকার। অনেকেই চীফ ট্রেডারের কাছে কিনতে গেল, কিন্তু বেশিরভাগই ফিরে এল খালি হাতে। সাঙ্ঘাতিক চড়া দাম সবকিছুর। এক ব্যারেল ময়দার দাম চল্লিশ ডলার। চিনির পাউন্ড দেড় ডলার করে।

বাচ্চাদের ক্ষুধার্ত মুখ সইতে না পেরে চীফ ট্রেডারের সঙ্গে কথা বলতে গেলেন টম সিম্পসন। ব্রিটিশদের দুর্গ, কাজ হলো না, এক সেন্ট দাম কমাতে রাজি নয় লোকটা। 'তোমরা যে-পথে এসেছ সে-পথেই আমাকে সবকিছু আনাতে হয়, স্ট্রেঞ্জার,' বলল সে। 'দাম পড়ে বেশি। এখানে আমি সাহায্য সংস্থা খুলে বসিনি, বুঝতেই পারছ।'

রাগে থমথমে মুখে এক ব্যারেল ময়দা কিনলেন টম সিম্পসন। ওয়্যাগনে ফেরার সময় ব্রায়ানকে বললেন, 'তুমি, জেড আর আমি শিকার করা মহিষের মাংস দিয়ে চালিয়ে নেব। ময়দা শুধু মেয়েদের জন্য।'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ব্রায়ান। এই মুহূর্তে কিছুতেই কিছু এসে যায় না ওর। উত্তেজিত হয়ে আছে দারুণ একটা খবর শুনে। ওর হিরো, কিট কার্সেন নাকি চলে গেছে ল্যারামি ছেড়ে। পশ্চিমে যাচ্ছে, ফোর্ট হলে থামবে। জায়গাটা বেশ দূরে, ক্যারাভানের সঙ্গে গেলে এক মাস মত লাগবে।

ফিরে এসে ক্যাপটেন শেফার্ডের মুখে ব্রায়ান যখন শুনল আগামীকাল সকালে ক্যারাভান রওয়ানা হবে, খুব খুশি হলো সে। অনেকেই আপত্তি তুলল, বলল অন্তত তিন-চার দিন বিশ্রাম নেয়া দরকার, কিন্তু তাদের কথায় পাত্তা দিলেন না ক্যাপটেন শেফার্ড। তিনি জানেন, দ্রুত এগোনোর ওপর অভিযানের সাফল্য নির্ভর করছে।

ল্যারামিতে খাবারের দাম অতিরিক্ত বেশি বলে যারা কিনতে পারেনি, শিকার করে চাহিদা মেটাতে হবে তাদের। সময় দিতে হবে শিকারের পেছনে। ক্যারাভানের গতি যাবে কমে। এমনিতেই গত কয়েক রাতের শীতল আবহাওয়া বিপদের আভাস দিচ্ছে, তার ওপর ওয়্যাগনে ওয়্যাগনে শুরু হয়েছে ঝগড়াঝাঁটি। শেষ পর্যন্ত নিজের সেকশনে মিলিটারির কঠোর নিয়ম জারি করতে বাধ্য হয়েছেন ক্যাপটেন শেফার্ড। দ্রুত এগোতে হবে। শীত নামার আগেই স্নেক রিভার কান্ট্রি আর ব্লু মাউন্টিন না পেরোতে পারলে দুঃখ আছে কপালে।

ল্যারামির পশ্চিমের অঞ্চল গ্রেট আমেরিকান ডেজার্ট নামে পরিচিত। বেশিরভাগ জায়গাতেই নর্থ প্ল্যাটের কাছ দিয়ে গেছে পথ। জমি এত রুক্ষ আর এবড়োখেবড়ো যে ক্যারাভানের সব কটা জন্তুর বারোটা বেজে গেল। তারচেয়েও অনেক খারাপ একটা ঘটনা ঘটল। পুরো ক্যারাভান জুড়ে মহামারির আকারে দেখা দিল ডিসেন্ট্রি। সারাদিন ঘোড়ায় চড়ে রোগী দেখে বেড়াতে লাগলেন

ডাক্তার এডমন্ড। অষুধ বলতে তাঁর স্যাডলের দু'পাশে ঝোলানো জগ দুটোই সম্বল—একটায় আছে ক্যাস্টর অয়েল, অন্যটায় পিপারমিন্ট মেশানো পানি।

ডিসেন্ট্রিতে অসুস্থ হয়ে পড়ল ব্রায়ান আর জেড। কাজ করার মত শক্তি থাকল না আর। ল্যারামি ছাড়ার সাত দিন পর বিছানা নিলেন ওদের বাবা। তাঁর অবস্থাই সবচেয়ে গুরুতর। সর্বক্ষণ ব্যথায় কাতরাচ্ছেন। দিনে দু'তিনবার করে তাঁকে দেখে যেতে লাগলেন ডাক্তার এডমন্ড। আশ্চর্যজনক ব্যাপার; মেয়েদের ধরল না ডিসেন্ট্রি।

ডাক্তার এলেই মনে মনে বিরক্ত হয় ব্রায়ান। লোকটা বাবা-মা'র খাতিরের বান্দা, তবে ওকে দেখতে পারে না। ডাক্তার গোপন করে না ওর সম্বন্ধে নিজের মতামত। এই সেদিনও বলছিল, ব্রায়ানের মত বাজে শয়তান ছেলে নাকি গোটা জার্মানীতে নেই। বাবা-মা'র সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে জার্মানীতে কি শাস্তি দেয় তার প্রাঞ্জল বর্ণনা দিচ্ছিল লোকটা। ব্রায়ানের মনে হয়েছিল ডাক্তারের উল্লাস ভরা চোখ দুটো গেলে দিতে পারলে বেশ হত। পেছনদিকে ক্যাকটাসের বড় একটা কাঁটা গেঁথে দিতে পারা গেলেও একেবারে মন্দ হত না।

ব্রায়ান সম্পর্কে ডাক্তার এডমন্ডের মনোভাব যাই হোক, পরিবারের অন্যদের সঙ্গে তাঁর ভাল খাতির। সিম্পসন পরিবারের পুরুষরা এখনও খুব দুর্বল দেখে ওয়্যাগন চালানোর কাজটা তিনি সেধেই নিতে চাইলেন। বাবাকে রাজি হতে দেখে আর আপত্তি জানানোর সাহস পেল না ব্রায়ান। অনভ্যস্ত হাতে ওয়্যাগন নিয়ে এগিয়ে চললেন এডমন্ড।

ট্রেইলের অবস্থা খুবই খারাপ। প্ল্যাট নদীর ধার থেকে সরে রকি মাউন্টিনের পার্বত্য এলাকা দিয়ে এখন চলেছে ক্যারাভান। পশ্চিমে দেখা যাচ্ছে একের পর এক বরফ মোড়া উঁচু উঁচু টিলা। সূর্যের আলো পড়ে অদ্ভুত সুন্দর দেখায়। নানা রঙের খেলা সেখানে।

রয়েছে অসংখ্য বিপজ্জনক ক্যানিয়ন, বারবার ট্রেইলকে দুর্গম করে তুলছে। পাহাড়ী, পাথুরে এলাকা। চারদিকে লাল, কমলা আর কালো রঙের ছড়াছড়ি।

ওয়্যাগন চালাতে হলে ষাঁড়গুলোকে বশ করতে হয়। সেজন্য কালো চাবুকটার ব্যবহার জানা জরুরী। কিন্তু ডাক্তার চাবুকের ব্যবহার জানেন না। চিন্তা ভাবনা করে অন্য উপায় বের করলেন তিনি। একটা ব্যাগে পাথর ভরে রাখলেন, ষাঁড়ের পিঠে পাথর ছুঁড়ে তাগাদা দেবেন। কাজ একেবারে হলো না তা নয়, এগোল ওয়্যাগন, তবে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে। অজান্তেই সিম্পসন পরিবারের সবাইকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছিলেন তিনি। নিজেও হয়তো বাঁচতেন না।

ডাক্তার কেমন ওয়্যাগন চালান দেখার জন্য টেইল গেট থেকে মাথা বের করে জমে গেল ব্রায়ান। সরু একটা পথ ধরে যাচ্ছে ওরা। একপাশে পাহাড়ের খাড়া দেয়াল, অন্যপাশে আধমাইল গভীর ক্যানিয়ন। ওয়্যাগনের চাকা ক্যানিয়নের পাড় থেকে আধ ইঞ্চি দূরেও নেই। যেকোন সময় উল্টে যাবে ওয়্যাগন। সবাইকে নিয়ে আধমাইল নিচে গিয়ে পড়বে।

নিজে ওয়্যাগন চালানোর জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করল ব্রায়ান। এগিয়ে যাওয়ার নেশায় পেয়ে বসেছে তাঁকে, পাত্তাই দিলেন না ডাক্তার। প্রিয় ঘোড়াটা ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোনকিছুর কোনও গুরুত্ব নেই তাঁর কাছে। তাছাড়া তাঁর ধারণা হয়েছে খুব ভাল ভাবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি, বদমাশ ছোঁড়াটার কথায় কান দেয়া অর্বাচীনের কাজ হবে।

অযোগ্য লোকটা কথা শুনছে না, নালিশ জানানোর জন্য ওয়্যাগনের ভেতরে নজর বোলাল ব্রায়ান। ঘুমিয়ে আছে সবাই। বাবা-মা পড়ে আছেন অচেতনের মত। সিদ্ধান্ত নিতে ব্রায়ানের দেরি হলো না। কেউ যখন নেই, দায়িত্ব ওকে তো নিতেই হবে।

আলগোছে ওয়্যাগন থেকে নেমে গেল ব্রায়ান। ডাক্তারের ঘোড়ার দড়ি টেইল বোর্ডের সঙ্গে বাঁধা আছে। ছুরি বের করে দড়িটা কেটে দিল সে। মুক্ত হয়ে পিছিয়ে পড়ল ঘোড়াটা। ব্রায়ানের সন্তুষ্টি হলো না, ঘোড়ার পেছনদিকে জোরে কয়েকটা চাপড় লাগাল ও। তারপর দৌড়ে উঠে পড়ল ওয়্যাগনে।

'ওটা আপনার ঘোড়াটা না?' নিরীহ চেহারায় জানতে চাইল সে।

'আয় হায়!' ব্রায়ান আঙুল তুলে ছুটন্ত ঘোড়াটা দেখানোয় আর্তনাদ করে উঠলেন ডাক্তার। 'ওকে ধরো...বাঁচাও...রক্ষা করো...মরে গেল আমার র‍্যাভেন...ঘোড়া! একটা ঘোড়া দিতে পারবে দুনিয়ায় এমন কেউ কি নেই!'

'বাবারটা নিয়ে যান!' হাসি চেপে চেঁচাল ব্রায়ান। 'আপনার হয়ে ওয়্যাগন আমি চালাব।'

আধমিনিট পর দেখা গেল টম সিম্পসনের ঘোড়ায় চড়ে পাগলের মতন ছুটছেন ডাক্তার। তাঁরটা চলে গেছে একটা পাহাড়ী ঢালের ওপারে। দেখা যাচ্ছে না। কালো চাবুকটা তুলে নিয়ে বাতাসে ফোটাল ব্রায়ান। ক্যারাভানের সঙ্গে সরু পথটা ধরে ওয়্যাগন এগিয়ে নিয়ে চলল দক্ষ হাতে।

ব্রায়ানের কাছে বুদ্ধিটা তাৎক্ষণিক ভাবে খুব ভাল মনে হলেও পরবর্তী ফল খুব খারাপই হলো। সন্ধেয় ক্যারাভান ক্যাম্প করার পর কোনমতে ওয়্যাগন থামাল সে। গায়ে ভীষণ জ্বর, সেই সঙ্গে আবার ধরেছে ডিসেন্ট্রি। মাথা ঘুরে ব্রায়ান পড়ে গেল মাটিতে। চেষ্টা করেও উঠতে পারল না, গায়ে জোর নেই। জেডের সাহায্য নিয়ে অনেক কষ্টে ওকে ব্ল্যাংকেটে মুড়লেন নিনা। পিপারমিন্ট পানি খাওয়ালেন। তারপর ডাক্তার যাতে তাড়াতাড়ি ফেরে সেজন্য প্রার্থনা করতে বসলেন তিনি।

ঘণ্টা খানেক পর ঘোড়া ধরে ফিরলেন ডাক্তার। চেহারা লাল হয়ে আছে রাগে। দড়ি কাটা হয়েছে দেখেই তিনি বুঝে ফেলেছেন ব্রায়ানের চালাকি। ছোকরাকে ওয়্যাগনের পেছন দিক দিয়ে নামতেও দেখেছিলেন যেন! চেঁচিয়ে ব্রায়ানের ভূত ছাড়াতে ছাড়াতে ঘোড়া থেকে নামলেন তিনি। অনর্গল জার্মান বেরচ্ছে মুখ দিয়ে। ব্রায়ানের হাঁটুতে গোটা দুই চড় মেরে চিকিৎসা সমাপ্ত হয়েছে এমন একটা ভঙ্গি করে ঘোড়া নিয়ে তিনি চলে গেলেন আবার।

মারটা বড় কথা নয়, সবার এতবড় একটা উপকার করার পরও বাবা-মা ওর প্রশংসা করলেন না দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল ব্রায়ানের। তবে ওকে তাঁরা কিছু বললেন না। আবার পালানোর সুযোগ করে দিতে চান না।

পরদিন সকালে রওয়ানা হলো ক্যারাভান। এলেন না ডাক্তার। চালকের অভাবে পেছনে পড়ে রইল ওদের ওয়্যাগন। সবার চোখে-মুখে অভিযোগ দেখে ওয়্যাগনের তলায় ব্ল্যাংকেট বিছিয়ে শুয়ে পড়ল ব্রায়ান। কোনও কাজ নেই, সারাদিন ঘুমানোর চেষ্টা করা যাবে ভেবে মন ভাল করার চেষ্টা করল।

এই অঞ্চলে ইন্ডিয়ানদের ভয় নেই, কাজেই শরীরের ওপর চাপ দিয়ে ওয়্যাগন চালালেন না টম সিম্পসন। শুয়ে থাকলেন। ভাল খাতির তাঁর ক্যাপটেন শেফার্ডের সঙ্গে, তবুও কেন তিনি চলে গেলেন বুঝতে কষ্ট হয়নি তাঁর। খাবারের সঙ্কট দেখা দিয়েছে, সবাই চাইছে এগিয়ে স্যান্ডি ক্রীকে ক্যাম্প করতে। শিকারের সুযোগ আছে ওখানে। বাফেলো পাওয়া যাবে। ক্যাপটেন চাননি বিরোধিতা করে সবাইকে অসুবিধায় ফেলতে।

বিকেলের দিকে একপাল বাফেলোকে ওয়্যাগনের পেছন দিয়ে ছুটে যেতে দেখে সুস্থ হয়ে গেছেন, নিজেকে প্রবোধ দিলেন টম। রাইফেল নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন ওগুলোর পেছনে। মিনিট

পাঁচেক পর গানশট শুনতে পেল ব্রায়ানরা। তারও মিনিট বিশেক পরে ল্যারিয়েটে একটা মৃত বাফেলো বেঁধে ফিরে এলেন টম। ঘোড়া থেকে না নেমেই হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'আরও একটাকে মেরেছি। যাই, নিয়ে আসি।'

'থাক, টম, আর দরকার নেই। বেশি পরিশ্রম করলে আবার রক্ত পড়তে পারে।' চিন্তিত চেহারায় ওয়্যাগনের ভেতর থেকে উঁকি দিলেন নিনা।

মুখে মেকি হাসি টেনে বউয়ের শঙ্কা উড়িয়ে দিলেন টম। বাকি বাফেলোটা আনতে ঘোড়া ছুটিয়ে আবার ঢুকে গেলেন ক্যানিয়নের ভেতরে।

সে-রাতে তিন বছরের মেরি আঁর বাচ্চাটা ছাড়া সবাই কাজ করল। দুটো বাফেলোর হাড়-মাংস আলাদা করতে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হলো। রাতে অবশ্য চমৎকার স্টেক তৈরি করে সবার কষ্ট ভুলিয়ে দিলেন নিনা।

কেউ জানে না গর্বে ফুলে উঠেছে ব্রায়ানের বুক। আরও একবার পরিবারের জীবন বাঁচাল সে। ডাক্তারকে না তাড়ালে কি বাফেলো পাওয়া যেত? কার্সেনের চেহারা ওর মনের পর্দায় ভেসে উঠল। যে যাই বলুক, ভাবল ব্রায়ান, স্কাউট এখানে থাকলে ঠিকই ওর অবদান বুঝতে পেরে প্রশংসা করত।

ভোরে ব্রায়ানকে ওয়্যাগন চালানোর দায়িত্ব দিয়ে টম সিম্পসন বললেন, 'যে পরিমাণ মাংস পেয়েছি, ক্যাপটেনদের সাহায্য করার পরও থাকবে অনেক। প্রতি রাতে কিছু কিছু শুকিয়ে নিলে কমপক্ষে একমাস যাবে। আপাতত খাওয়া নিয়ে আর কোনও চিন্তা নেই।' ব্রায়ানের দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি। মুহূর্তের জন্য ঝলমল করে উঠল তাঁর রোগে ক্লান্ত মলিন চেহারা। 'ব্রায়ান, আমাদের দেখিয়ে দাও বিপদ না ঘটিয়ে কত তাড়াতাড়ি ক্যারাভানকে ধরতে পারো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল গম্ভীর ব্রায়ান। জীবনে এই প্রথম বারের মত দায়িত্ব পেয়ে বিরক্ত বোধ করল না।

বিগ স্যান্ডি ক্রীক পেরনোর দু'দিন পর ক্যাপটেন শেফার্ডের কোম্পানিতে পৌঁছল সিম্পসনদের ওয়্যাগন। ক্যারাভানের অবস্থা আগের মত সুগঠিত নয়। সাউথ পাস পেরিয়ে ভেঙে গেছে ওয়্যাগন ট্রেইনের শৃঙ্খলা। মানুষগুলোর শুকনো চেহারা দেখে বোঝা যায় খাবারের অভাবই এর জন্যে দায়ী। বাফেলোর মাংস যোগাড় করতে ওয়্যাগন নিয়ে ক্যারাভান থেকে সরে গেছে অনেকেই।

মিস্টার সিম্পসনের অবস্থা দেখতে সন্ধেয় ওয়্যাগনে এলেন আন্ট-শেফার্ড। অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছেন টম, কিন্তু মহিলাকে তা বুঝতে দিলেন না। তিনি ভাবতেও পারেন না তাঁর পেছনে কেউ মূল্যবান সময় নষ্ট করবে। 'ব্ল্যাংকেটের তলায় মাংস আছে, মিসেস শেফার্ড,' বললেন মৃতপ্রায় টম। 'ভাগ করে নেয়ার জন্য সবাইকে ডাকুন।'

ব্ল্যাংকেট উঠিয়ে মাংসের উঁচু স্তূপ দেখে চোখ কপালে উঠল সারাহ্ শেফার্ডের। স্বামীকে চেঁচিয়ে ডাকলেন তিনি। খবর প্রচার হতে দেরি হলো না, সিম্পসনদের ওয়্যাগনে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল পঞ্চাশ-ষাট জন। প্রত্যেকেরই ঠোঁটে ফুটে উঠেছে হাসি। কাঁদছে অনেকে ভাগ্যের অপ্রত্যাশিত সাহায্য পেয়ে।

বহুদিন পর সে-রাতে একজনও খালি পেটে খিদে নিয়ে ঘুমাতে গেল না।

সবাই চলে যাওয়ার পর ব্রায়ানদের ক্যাম্পে এল লম্বা একজন লোক। আগুনের আলোয় বিদঘুটে ছায়া পড়ল মাটিতে। 'আমি মাংস খেয়েছি,' ধীরে ধীরে বলল সে। 'ধন্যবাদ দিতে এলাম।'

'ডাক্তার এডমন্ড!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন নিনা। 'দয়া করে একটু আসুন, ডাক্তার! আমার স্বামীকে একটু দেখে যান।'

'কী, এখনও অসুখ ছাড়েনি!' আগে বাড়লেন ডাক্তার চিন্তিত চেহারায়। 'আমার কথা শুনে চললে তো এতদিনে সেরে ওঠার কথা!'

ওয়্যাগনে ঢুকে মিনিট খানেক রোগী দেখলেন তিনি। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে এলেন। গত ক'দিনে ডিসেন্ট্রিতে অনেক রোগী মরতে দেখেছেন তিনি। টম সিম্পসনের মতই ছিল ওদের উপসর্গগুলো।

চার

গ্রীন রিভার পেরিয়ে আসার দ্বিতীয় দিন দুপুরেই ক্যাম্প করে ক্যাপটেন শেফার্ডের কোম্পানি। প্রচণ্ড ধকল গেছে নদী পেরোতে।

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে টম সিম্পসনের খবর নিতে এলেন ছেলেমেয়েদের আঙ্কল বিল—ক্যাপটেন শেফার্ড।

'ওর শরীর খুবই খারাপ,' বাচ্চাদের খাওয়ানোর ফাঁকে বললেন হতবিহ্বল নিনা।

ওয়্যাগনে ঢুকলেন ক্যাপটেন শেফার্ড। পায়ের ব্যথায় ফোঁপাচ্ছে কেলি। শুয়ে আছে অর্ধ অচেতন বাবার পাশে। দাড়িতে হাত বুলিয়ে চিন্তিত চেহারায় টমের পাশে বসলেন ক্যাপটেন। অসুস্থ মানুষটার হাত তুলে নিলেন নিজের হাতে। মৃদু স্বরে বললেন, 'হাল ছেড়ো না, টম!'

অনেক কষ্টে চোখ খুলে কে এসেছেন দেখলেন টম। থরথর করে কেঁপে উঠল ঠোঁট দুটো। পানি জমল চোখে। 'আমি মারা যাচ্ছি, ক্যাপটেন!' ফিসফিস্ করে বললেন তিনি। 'আমার বউয়ের কি হবে...বাচ্চাগুলো...নিনা বলেছিল...মিসৌরিতে থেকে গেলে ভাল হত!'

'চিন্তা কোরো না, টম, সেরে উঠবে তুমি।' গলা বুজে আসায় ঢোক গিললেন ক্যাপটেন। 'ততদিন আমি আর সারাহ্ দেখে রাখব ওদের।' আর কিছু বলতে পারলেন না তিনি, টেইলবোর্ডের কাছে শুয়ে থাকা কেলির দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলেন। ভেঙচির মত দেখাল তাঁর হাসিটা।

'ব্রায়ান ভাল ছেলে...' টম সিম্পসনের বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। 'ওকে চোখে চোখে রাখতে পারলাম না।'

'তুমি সুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত ওর দায়িত্ব ডাক্তার আর আমার,' আশ্বস্ত করতে চাইলেন ক্যাপটেন, গলায় জোর পেলেন না। টমের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছেন সময় শেষ হয়ে আসছে ওর।

শক্ত করে ক্যাপটেনের হাতটা ধরলেন টম। মাথাটা সামান্য একটু উঁচু হয়ে ব্ল্যাংকেটে কাত হলো। দেহ কেঁপে উঠল একবার। তারপর ক্যাপটেনকে ধরে রাখা হাতটা শিথিল হয়ে গেল।

ঝুঁকে পড়ে টমের বুকে কান রাখলেন শেফার্ড। ভাবাবেগ গোপন করে কেলির দিকে তাকালেন। কিছুই বোঝেনি, পলকহীন চোখে তাঁকে দেখছে বাচ্চা মেয়েটা। 'তোমাকে কিছুক্ষণের জন্য ঘুরিয়ে আনব আমি আর ডাক্তার আঙ্কল,' বললেন তিনি। 'দারুণ হবে, তাই না?'

বাবার গোঙানি শুনতে হবে না তাই খুশি হলো কেলি। 'হ্যাঁ, দারুণ হবে!'

নিনার মুখোমুখি হতে চান না বলে ওয়্যাগনের সামনের দিক

দিয়ে নেমে গেলেন ক্যাপটেন শেফার্ড। ফিরে এলেন ডাক্তারকে নিয়ে। নিনা ছুটে এলেন কেলিকে তাঁরা দু'জন ওয়্যাগন থেকে নামাচ্ছেন দেখতে পেয়ে। 'কি করছেন আপনারা?' অজানা আতঙ্কে কেঁপে উঠলেন নিনা প্রশ্ন করার সময়। একবার মনে হলো জবাবটা না শোনাই ভাল। সইতে পারবেন না তিনি।

ক্যাপটেন শেফার্ড কেলিকে নিয়ে দূরে চলে যাওয়ায় নিনার দিকে তাকালেন ডাক্তার এডমন্ড। ভদ্রমহিলার বড় বড় নিষ্পলক চোখের বোবা দৃষ্টি চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য করল তাঁকে। 'আপনার স্বামী...' গলা খাঁকারি দিয়ে বলতে শুরু করলেন তিনি।

ভান ভণিতা করে খুলে বলতে হলো না, জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন নিনা।

সন্ধের আগেই কটনউড কাঠের সস্তা একটা কফিনে পুরে কবর দেয়া হলো টম সিম্পসনকে। গ্রীন রিভারের তীরে একটা সমাধি বাড়ল। কাজ সেরে গম্ভীর চেহারায় চলে গেল সবাই। বাচ্চাদের নিয়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকলেন নিনা সিম্পসন।

পরদিন সকালে অন্যদের পেছন পেছন ওয়্যাগন নিয়ে এগোল ব্রায়ান।

কেউ যাতে শুনতে না পায় সেজন্য নদীর তীরে বসে সারারাত কেঁদেছে ও। চোখের পানিতে মিশে গলে গেছে বাবার শাসন। রয়ে গেছে শুধু আদরটুকু। অনুভব করেছে এখন আর কেউ বকবে না অন্যায় করলে। মাথার ওপর সেই স্বস্তিকর ছায়াটা আর নেই। কেউ আর দু'হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নেবে না, ঠাট্টা করে বলবে না 'বীর পুরুষ'। বাবা আর নেই। স্বপ্ন পূরণ হলো না তাঁর। অরিগনের উর্বর কালো মাটিতে চাষ দেবেন না তিনি, উইলামেট উপত্যকায় ফার্ম করবেন না কখনও আর। বাবার স্বপ্ন যে করেই হোক সফল করে তুলবে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল ব্রায়ান।

জীবনে এই প্রথম সত্যিকার পুরুষমানুষের মত করে চিন্তা করতে শুরু করল ও। কিট কার্সেন যদি জানত এতদিন কাজে কেমন ফাঁকি সে মেরেছে, তাহলে কি বলত? মায়ের জন্য পানি আনতে না যাওয়ায় বাবা যেদিন কান ধরে টান দিলেন, সেদিন কার্সেন ওখানে থাকলে ওর সম্বন্ধে কি ভাবত? 'ওসব নিয়ে ভেবে এখন কোনও লাভ নেই,' চোখের পানি মুছে বিড়বিড় করে বলল লজ্জিত ব্রায়ান। 'আমাকে এখন থেকে দায়িত্ব নিতে হবে।'

ভোরে ওয়্যাগনের কাছে ফিরে এল ব্রায়ান। কেউ ওকে তাগাদা দেবে সেজন্য আজ বসে থাকল না, একের পর এক কাজ সারতে লাগল। জেডের কাজও এগিয়ে রাখল। নিজেই করে দিত, কিন্তু তাহলে আবার বখে যাবে ছোকরা।

সিম্পসনদের কি হবে সে-ব্যাপারে বিকেলে মীটিঙ ডাকলেন ক্যাপটেন শেফার্ড। কোম্পানির প্রত্যেকে এল। পরিবারটার কর্তা মারা যাওয়ায় ভরণ পোষণের দায়িত্ব এখন ওদের, অথচ নিজেরাই ওরা খাবারের অভাবে রেশন করে চলতে বাধ্য হচ্ছে। ডাক্তার এডমন্ড ব্রায়ানের ওয়্যাগনের দায়িত্ব নিতে চাইলেন, কিন্তু কৌশলে এড়িয়ে গেলেন নিনা। বন্দুকে ডাক্তারের হাত ভাল না। তাছাড়া লোকটা খায়ও প্রচুর। বাচ্চাদের পেট ভরানো নিয়েই চিন্তার শেষ নেই, বাড়তি বোঝা ঘাড়ে নিতে চাইলেন না নিনা।

লোকগুলোর আলোচনার ধারা ব্রায়ানের পছন্দ হলো না। অনেকেই ওরা বলছে সিম্পসন পরিবারের উচিত ফোর্ট হলে পৌছে অপেক্ষা করা। শীতটা ওখানে কাটিয়ে বসন্তে ওহাইয়োতে আত্মীয়স্বজনের কাছে ফিরে যেতে পারবেন নিনা।

সিদ্ধান্তটা নিজে নিতে পারছিলেন না, অন্যরা তাঁর হয়ে গন্তব্য ঠিক করে দেয়ায় স্বস্তির শ্বাস ফেললেন নিনা।

মুখ ফুটে আপত্তি জানাল না ব্রায়ান। ফোর্ট হলে কিট কার্সেন

আছে, কথাটা মনে পড়ে গেছে ওর। লোকটাকে বোঝাতে হবে, জেড আর ও, দু'জনে মিলে বাবার সমান খাটতে পারবে। খুব বেশি সময় লাগবে না অরিগনের জমিতে ফার্মটা চালু করতে। কার্সেন নিশ্চয়ই বুঝবে, বাবার ইচ্ছা পূরণ করতে চাইছে ও। স্কাউট যদি মাকে বুঝিয়ে বলে, তাহলে রাজি না হয়ে পারবেন না মা।

গ্রীন রিভার ট্রেইল ধরে দক্ষিণে এগিয়ে রঁদেভু পৌঁছল ওরা। জায়গাটা ফার ট্রেডিঙের জন্য বিখ্যাত। প্রতি বছর হাজার হাজার ফার-ট্রেডার, ট্র্যাপার আর ইন্ডিয়ান এখানে আসে ব্যবসা করতে। ক্যাপটেন শেফার্ড ভেবেছিলেন খাবার যোগাড় করতে পারবেন এখান থেকে। কিন্তু হতাশ হতে হলো তাঁকে। চলে গেছে ব্যবসায়ীরা। বেশিরভাগ কুঁড়েঘর খালি পড়ে আছে। খাবার যা কেনা হলো সবার জন্য তা খুবই অপর্যাপ্ত।

একদিন বিকালে মেরি, লুইসা আর পিচ্চি অ্যানিকে নিয়ে মিসেস শেফার্ডের ওখানে সময় কাটাতে গেছেন নিনা, এমন সময় উত্তেজিত চেহারায় দৌড়াতে দৌড়াতে ওয়্যাগনে ফিরল ব্রায়ান। কেলির দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসল। 'তোর চলাফেরার ব্যবস্থা যদি করে দিই, তাহলে কেমন হয়, কেলি?'

বড় বড় বিষাদময় চোখ তুলে ভাইকে দেখল কেলি। 'ডাক্তার এডমন্ড বলেছেন হাঁটাহাঁটি করলে আমি জীবনের তরে পঙ্গু হয়ে যাব।'

'দূর!' হাতের ঝাপটায় কথাটা উড়িয়ে দিল ব্রায়ান। 'জানিস, কালরাতে আঙ্কল বিল আর আন্টি কি বলছিল? আঙ্কল বলেছে ডাক্তারটা বোকা। মানুষের না হাতি, লোকটা আসলে নাকি ঘোড়ার ডাক্তার! আন্টি বলছিল তোর এখন ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করা উচিত। মা'রও তাই মনে হয়েছে, কিন্তু ডাক্তারের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস নেই তাঁর।' নিজের বুকে টোকা দিল ব্রায়ান। 'আমার

আছে।'

'পাটা আমার। ল্যাংড়া হলে আমি হব তো…তাই!' গজগজ করে উঠল কেলি।

'আহ্‌হা, বুঝছিস না কেন!' রাগল না ব্রায়ান। 'তোর পা তো কঞ্চি দিয়ে বাঁধা আছেই। হাড় সরতে পারবে না। তারওপর ভাঙা পা তোর কোমরের সঙ্গে স্লিঙ দিয়ে বেঁধে দেব। হাত ভাঙলে যেমন গলার সঙ্গে স্লিঙ বাঁধে, ঠিক তেমনি হবে ব্যাপারটা। তখন তুই দুটো ক্রাচে ভর দিয়ে চলাফেরা করতে পারবি।'

'ক্রাচ পাব কই?' অনেকদিন ও হাঁটে না। কৌতূহলী হয়ে উঠল কেলি।

'সেখানেই তো তোর বুদ্ধিমান বড় ভাইটার কেরামতি,' গর্বিত চেহারায় হাসল ব্রায়ান। 'ক্রাচ বানিয়ে ফেলেছি আমি!'

ওয়্যাগনের ওপাশ ঘুরে দুটো ক্রাচ নিয়ে ফিরে এল ব্রায়ান। অত্যন্ত মজবুত, তবে দেখে বোঝা যায় ওগুলো অনভ্যস্ত হাতে তৈরি। 'আমার হান্টিঙ নাইফটা ভেঙে গেছে,' ক্রাচ দুটো বাড়িয়ে ধরে বলল ব্রায়ান। 'তবে জিনিসের মত জিনিস বানিয়েছি, কি বলিস?'

'হ্যাঁ, দারুণ!' অনিশ্চিত চেহারায় মাথা নাড়ল কেলি। দেড়মাস শুয়ে থাকায় আত্মবিশ্বাস টলে গেছে ওর, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না আবার হাঁটতে পারবে কিনা। 'ওগুলো যে বেশি উঁচু!' খানিক দ্বিধা করে বলল সে।

ওয়্যাগনে উঠে কেলির পাশে বসল ব্রায়ান। 'দাঁড়া, আগে তোর পায়ে স্লিঙ বেঁধে নিই। তারপর কুড়ালের দুই কোপে ক্রাচ ঠিক করে ফেলব। আন্ট শেফার্ডদের ওখানে হেঁটে যাবি তুই, সবাইকে তাক লাগিয়ে দিবি।'

বড় ভাইয়ের ইশারায় আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ওয়্যাগনে

উঠল জেড। হাত ধরে কেলিকে টান দিয়ে বলল, 'তুই আমার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়া, কেলি।'

'না, আমার গায়ে ঠেস দাও, আপু!' পাকামো করল ক্যাথি। মাত্র সাত বছর বয়সেই লম্বা চওড়ায় দশ ছুঁই ছুঁই কেলির সমান হয়ে গেছে সে। দু'জনকে দেখলে বয়সের পার্থক্য বোঝা যায় না, জমজ বোন বলে মনে হয়।

শেষ পর্যন্ত হীদার, ক্যাথি আর জেড, তিনজনে মিলে কেলিকে এক পায়ে দাঁড় করাল। ট্রাঙ্ক খুলে তোয়ালে বের করল ব্রায়ান। লূপ তৈরি করে গলিয়ে দিল ক্যাথির পায়ে। অন্য প্রান্ত বেল্টের সঙ্গে বেঁধে উচ্চতা ঠিক করল। তারপর ক্রাচ দুটো কেটে ক্যাথির সুবিধেমত করে দিতে পাঁচ মিনিটও লাগল না।

ওয়্যাগন থেকে নামানোর পর ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কেলি।

'জেড, তুই ওর ডানদিকে থাক্,' নির্দেশ দিল ব্রায়ান। 'আমি বামদিকে থাকলে পড়বে না কেলি। কেলি, চল্, আন্ট শেফার্ডদের ক্যাম্পে যাব আমরা।'

ক্যাপটেন শেফার্ড, তাঁর স্ত্রী, নিনা আর ডাক্তার এডমন্ড গল্প করছিলেন। প্রথমে ব্রায়ানদের দেখতে পেলেন নিনা আর মিসেস শেফার্ড। চেঁচিয়ে উঠলেন তাঁরা। হাসি ফুটে উঠল ক্যাপটেনের মুখে। শুধু গম্ভীর হয়ে গেল ডাক্তারের চেহারা।

'ওকে পরিশ্রম করালে খোঁড়া হয়ে যাবে!' গর্জে উঠলেন তিনি।

ডাক্তার সাহেব কেলির দিকে এগোতেই হাত ধরে ফেলল ব্রায়ান। গম্ভীর হয়ে উঠল ওর চেহারা। 'কেলিকে নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করবেন না।' বলল সে, 'সবসময় ওয়্যাগনে পড়ে থাকার চেয়ে হাঁটতে গিয়ে খোঁড়া হয়ে যাওয়াও ভাল, কি বলিস, কেলি?'

'হ্যাঁ, আমি হাঁটতে চাই।' বহুদিন পর মুক্তির স্বাদ পেয়ে

হারাতে রাজি নয় কেলি।

'কেলি, ডাক্তার তোমার চেয়ে ভাল বোঝেন,' মৃদু স্বরে বললেন নিনা।

আঙ্কল বিল কিছু বলার জন্য হাঁ করেছিলেন, কিন্তু সারাহ্ তাঁকে থামিয়ে দিলেন। 'দেখোই না ব্রায়ান কি বলে!'

'না, আমার মনে হয় না ডাক্তার আমাদের চেয়ে একফোঁটা বেশি জানেন,' মায়ের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল ব্রায়ান। 'বুড়ো ট্র্যাপারদের কাছে শুনেছি মাংস খেলে ডিসেন্ট্রি বাড়ে। ডাক্তার যদি কথাটা জানতেন, আজকে বেঁচে থাকতেন বাবা!'

রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ব্রায়ানের কান ধরলেন এডমন্ড। ঠোঁট জোড়া সরে যাওয়ায় দাঁত দেখা যাচ্ছে তাঁর।

'হাত সরান,' অস্বাভাবিক শান্ত স্বরে বলল ব্রায়ান। থতমত খেয়ে ডাক্তার হাত নামিয়ে নেয়ায় বলল, 'আমার দায়িত্ব আমি ঠিকই পালন করছি, কাজেই আমি আশা করব ভবিষ্যতে হাত সামলে রাখবেন আপনি।'

'ব্রায়ান কথাটা মিথ্যে বলেনি,' আর চুপ করে থাকতে পারলেন না ক্যাপটেন শেফার্ড। হাতুড়ে ডাক্তারটা টিট হওয়ায় খুশিই হয়েছেন তিনি।

'বেশ,' ঝট করে ক্যাপটেনের দিকে ঘুরলেন এডমন্ড, 'তাহলে ব্রায়ান পুরুষমানুষ সাজতে চায়! অন্য কেউ আমার নামে এসব কথা বললে পিটিয়ে লাশ করে দিতাম। কথাটা ওকে বুঝিয়ে দিন, ক্যাপটেন!'

'আমি আপনার ভালর জন্যই কথাটা বলেছি,' ক্যাপটেন মুখ খোলার আগেই বলল ব্রায়ান। কোনও ভয়ভীতির ছাপ নেই ওর চেহারায়। সবাইকে একবার দেখে নিয়ে ভাই-বোনদের চলে আসতে ইশারা করল ব্রায়ান। হাঁটতে শুরু করল নিজেদের

ওয়্যাগনের দিকে।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত,' ছেলেমেয়েরা চলে যাবার পর বললেন নিনা। 'ব্রায়ানকে ক্ষমা করবেন, ডাক্তার।'

চেহারা থেকে রাগের ছাপ কমল ডাক্তারের। হাসলেন তিনি। হাসিটা আরও বাড়ল যখন মিসেস শেফার্ড রাতে খেয়ে যেতে বললেন।

ক্যাম্পে ফিরে বাচ্চারা ঘুমানোর আগে পর্যন্ত ব্রায়ানকে কিছু বললেন না নিনা। আগুনের পাশে ব্ল্যাংকেট বিছিয়ে ব্রায়ান শোয়ার আয়োজন করছে এমন সময় ডাকলেন তিনি। নিজেই এগিয়ে এসে হাত রাখলেন ওর কাঁধে। 'খুব খারাপ ব্যবহার করেছ, ব্রায়ান,' বললেন তিনি। 'তোমার হয়ে ডাক্তারের কাছে ক্ষমা চাইতে হয়েছে আমাকে।'

'আমি হলে ক্ষমা চাইতাম না। যা বলেছি ঠিকই বলেছি।' রেগে যাওয়ায় ব্রায়ানের মুখ লাল হয়ে গেল। মায়ের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকল আড়ষ্ট ভঙ্গিতে।

'ধরো, জেড যদি বলত তোমার দাঁত ময়লা, সব সময় বাজে কথা বলো, তুমি একটা গাধা—তাহলে কি করতে তুমি?'

'এক ঘুসিতে ওর গাল ফাটিয়ে দিতাম।'

'কিন্তু কথাগুলো তো সত্যি!'

'তাতে কিছু যায় আসে না। ওর মত বাচ্চা কোনও ছেলেকে কক্ষনো এসব কথা বলার সুযোগ দিতাম না আমি। এসব বলার কোনও অধিকার জেডের নেই!'

হাসলেন নিনা। 'ডাক্তার এডমন্ডও তোমার ব্যাপারে এই একই কথা ভাবছেন।'

'ভাবা উচিত না,' বলল ব্রায়ান। হাসল। 'আমি কি ডাক্তারের ছোট ভাই?'

থতমত খেয়ে গেলেন মা। দারুণ যুক্তি দেখিয়েছে তো ছোঁড়া! ঠিকই তো!

মাকে চুপ হয়ে যেতে দেখে চেহারায় অস্বস্তি ফুটে উঠল ব্রায়ানের। মোকাসিন দিয়ে হালকা লাথি মারল সে ছাইয়ের গাদায়। চোখ সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কথা শেষ? ঘুম পাচ্ছে।'

'কথা শেষ হয়নি এখনও,' ব্রায়ানের কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিলেন নিনা। গম্ভীর চেহারায় ছেলেকে কিছুক্ষণ দেখে তারপর বললেন, 'আমি চাই আমার কিছু হয়ে গেলে একটা কথা তুমি মনে রাখো। মানুষের কাছ থেকে যেমন ব্যবহার আশা করো, ঠিক তেমনি ব্যবহার তুমি নিজে করবে মানুষের সঙ্গে। কথাটা ভুলে যেয়ো না, ব্রায়ান।'

মা চলে যাবার পর আগুনের ধারে বসল ব্রায়ান। মনে মনে নাড়াচাড়া করতে শুরু করল কথাগুলো।

সকালে রওয়ানা হলো ক্যারাভান। পরবর্তী গন্তব্য ফোর্ট ব্রিজার। দক্ষিণ-পশ্চিমে এগিয়ে চলল ওরা। সর্দি তো ছিলই, এবার ডিসেন্ট্রি হওয়ায় বিছানা নিলেন নিনা। মনে যতই রাগ থাক, আন্ট শেফার্ডের কথা মত ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল ব্রায়ান।

এডমন্ডের ভাবভঙ্গি দেখে ব্রায়ানের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, লোকটা মাকে বিয়ে করতে চায়। মনে মনে ও জানে, মা'রও উচিত হবে জার্মানটাকে বিয়ে করা। তবু ব্রায়ান ঠিক করল যেভাবে হোক লোকটাকে ঠেকাতে হবে। বাবার জায়গায় অন্য কাউকে কল্পনাও করা যায় না। নাহ্, অসম্ভব!

ব্ল্যাক ফর্ক ক্রীকের তীরে ছোট্ট একটা কাঠের বিল্ডিং। ফোর্ট ব্রিজার। ময়দা আর বেকন বিক্রি করা হয় ইমিগ্র্যান্টদের কাছে। এখানেও কেনার মত কিছু পাওয়া গেল না। দু'দিন আগে এখান দিয়ে ক্যারাভানের মূল অংশটা গেছে, যা ছিল সব কিনে নিয়েছে তারা।

অনেকেই বলল সিম্পসন পরিবারের এখানে থেকে যাওয়া উচিত, অসুস্থ শরীরে নিনার পক্ষে পথ চলা ঠিক হবে না। কিন্তু ওদের কথায় কান দিলেন না নিনা। তাঁর ধারণা খাস ব্রিটিশদের ওখানে, ফোর্ট হলে পৌঁছতে পারলে তবেই ছেলেমেয়েরা উপযুক্ত নিরাপত্তা পাবে। গহনা বেচে দিয়ে ট্র্যাপারদের কাছ থেকে সামান্য কিছু খাবার যোগাড় করলেন তিনি।

ব্ল্যাক ফর্কের উপত্যকা ঘিরে রেখেছে অ্যাসপেন, ঘন হয়ে মাটিতে জন্মেছে গ্রীসউড আর সেজব্রাশ। মাথার উপরে উন্মুক্ত নীল আকাশ। বাতাসে বুনো একটা সতেজ গন্ধ। থেকে যেতে ইচ্ছে হয় এখানে এলে।

মায়ের কথামত অন্যদের সঙ্গে পশ্চিমে ওয়্যাগন নিয়ে চলল ব্রায়ান। দূর থেকেই ওদিকে সারি সারি টিলা চোখে পড়ে। তারও পেছনে রয়েছে লালচে-বেগুনি পাহাড়। কোনও কোনটার চূড়া বরফে ঢাকা। রোদের মধ্যে নীলচে আলো ছড়ায়। তখন ওগুলোকে দেখলে বিশাল আইসক্রীম বলে মনে হয়।

দু'দিন পর সাত হাজার ফুট উঁচু একটা উপত্যকায় ক্যাম্প করল ক্যাপটেন শেফার্ডের সেকশন। বেয়ার নদী দেখা যায় ওখান থেকে। যতদূর চোখ যায় দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত জমি—তার ওপারে আছে ফোর্ট হল। স্বস্তির শ্বাস ফেলল সবাই। ফোর্ট হল আর বেশি দূরে নেই, ন্যায্যমূল্যে রসদপত্র কেনা যাবে ওখান থেকে।

সারাটা দিন খুব খারাপ গেছে সবার। ঠাণ্ডা পড়েছে হাড় কাঁপানো। তাছাড়া আছে ধুলো। গোড়ালি-উঁচু পুরু ধুলো। ওয়্যাগনের চাকার আঘাতে বালি উড়ে ভারী হয়ে গেছে বাতাস। শ্বাস টানলেই ধুলো ঢুকছে নাকে-মুখে। কাশতে কাশতে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন নিনা। ডাক্তার বলেছেন লাঙ ফিভার। নিউমোনিয়া রোগটার নাম তিনি জানেন না।

সন্ধেয় ছেলে-মেয়েরা যখন বাইরে খেলছে তখন ব্রায়ানকে ডাক দিয়ে ওয়্যাগনে, নিজের পাশে বসালেন নিনা। অল্প একটু পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে গেছেন। শুয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ পর দম ফিরে পেয়ে বাচ্চাটার গায়ে হাত বোলালেন। জলে ভরে উঠল তাঁর দু'চোখ। শিশুর মত অনুযোগ করলেন, 'ব্রায়ান, তোমাকে কখনও দেখিনি অ্যানিকে কোলে নিয়েছ।'

'সব সময় তো কারও না কারও কোলে থাকে,' থতমত খেয়ে বলল ব্রায়ান, 'ওকে কোলে নেব?'

হাসলেন নিনা। দুর্বল হাসি। কাছেই রয়েছে ব্রায়ান, অথচ দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। চারদিক আঁধার ঠেকছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে কালোমত একটা পর্দা। ব্রায়ানের হাতটা খুঁজে নিয়ে ধরলেন তিনি। 'ব্রায়ান...! ব্রায়ান, আমাকে কথা দাও ওদের দেখবে তুমি!' ব্রায়ান তাঁর হাতটা শক্ত করে বুকের সঙ্গে চেপে ধরায় স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলেন তিনি। হাঁ করে দম নিলেন। বাতাস ঢুকছে না ফুসফুসে। ফিসফিস করে বললেন, 'ভয় পেয়ো না, ব্রায়ান। সবাই একসঙ্গে থাকলে বিপদ ছুঁতে পারবে না। ডাক্তার...একটু ডেকে দাও ডাক্তারকে...কথা আছে।'

ডাক্তার এলেন। রোগী দেখলেন। কিছু করার ছিল না তাঁর। আগেই স্বামীর কাছে চলে গেছেন নিনা।

কবর দেয়া শেষ হলে বিষণ্ণ চেহারায় নিজেদের ওয়্যাগনে ফিরে গেলেন সবাই।

ওয়্যাগনের ভেতরে বসে আছে ব্রায়ান। এক সময় মুখ তুলে তাকাল সে, চোখের পানি মুছে জেডকে ধমক দিল, 'কাঁদবি না!'

জীবনে এই প্রথম বড় ভাইয়ের নির্দেশ বিনা তর্কে মেনে নিল জেড। চোখ মুছল শার্টের হাতায়। নিঃশব্দে কাঁদছে এখন মেয়েরা। 'সবাই আমাদের আলাদা করে দিতে চাইছে,' অনেকক্ষণ চিন্তার পর

নীরবতা ভাঙল ব্রায়ান। 'ওরা ভাবছে আমাদের দায়িত্ব ভাগ করে নেবে কয়েকটা পরিবার। কিন্তু মা চেয়েছিলেন আমরা একসঙ্গে থাকি। আমিও তাই বলি, যে যাই ভাবুক এক সঙ্গে থাকব আমরা। তোরা কি বলিস?'

'একশো বার!' সায় দিল জেড। চেহারায় ফুটে রয়েছে অনিশ্চয়তা আর ভয়। বড় ভাইয়ের মত করে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবেনি আগে। মস্ত ঢোক গিলল। সবাইকে ছাড়া ও থাকবে কি করে?

'কেলি, তোর কি মনে হয়?' ব্রায়ান তাকাল বোনের দিকে।

গলা বুজে এল কেলির। 'আন্ট শেফার্ড অ্যানিকে নিয়ে নিতে চায়। কিছুতেই দেব না…আমি…আমি…'

'চিন্তা করিস না, মরে গেলেও ওকে আমরা দেব না।' কথাটা বলে নিজের দৃঢ়তায় অবাক হয়ে গেল ব্রায়ান। বুকের ভেতরে কে যেন ওকে শক্তি যোগাচ্ছে।

কেলি, ক্যাথি, হীদার, মেরি—সবক'জন অবাক হয়ে ব্রায়ানকে দেখল! এ যেন নতুন কেউ, ওদের বড় ভাই নয়! একে একে সবার ওপর চোখ বোলাল ব্রায়ান। 'অ্যানিকে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হবে সেটা আমরা ডাক্তারের কাছ থেকে জেনে নেব। মনে রাখবি, আমি এখন এই পরিবারের কর্তা। কেউ কথা না শুনলে পিট্টি দেয়ার অধিকার আছে আমার।'

এতক্ষণ শ্রদ্ধাভরে ব্রায়ানের কথা শুনছিল, কিন্তু এবার বেঁকে বসল জেড। 'তুমি মায়ের কথা যতটুকু শুনতে, তারচেয়ে এক ফোঁটাও বেশি শুনব না আমি তোমার কথা।'

'চোপ!' অজান্তেই বাবার মত করে ধমক লাগাল ব্রায়ান। সবাই চমকে উঠেছে দেখে কান্না চেপে হাসার চেষ্টা করল। মায়ের কথা ওর ভীষণ মনে পড়ছে। 'আমি বলছি না আমি লক্ষ্মী ছেলে ছিলাম,'

বলল সে। 'যদি আরেকবার সুযোগ পেতাম···মা যদি ফিরে আসতেন···আমি কখনও···'

সবাই মিলে ওরা কম জ্বালায়নি মাকে। ওদের মনের কথাটাই বলার চেষ্টা করেছে ব্রায়ান। মা ফিরে এলে সবসময় তাঁর কথা মেনে চলত ওরা। কথা বলল না কেউ। চুপ করে আছে। গাল বেয়ে চোখের পানি গড়াচ্ছে সবার।

'এখন আমরা কি করব, ব্রায়ান?' একসময় ফুঁপিয়ে উঠল কেলি। ক্যাথি চেয়ে আছে ফ্যালফ্যাল করে।

জবাব দিল না কেউ। চোখ বন্ধ করে ভাবছে ব্রায়ান।

পাঁচ

সকালেই হাজির হয়ে গেলেন আন্ট শেফার্ড। তাঁর হাতে শিশু অ্যানিকে তুলে দিতে ব্রায়ান রাজি হলো না কিছুতেই। প্রথমে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, তারপর না পেরে রেগে উঠলেন মহিলা। একশো বার করে বললেন তেরো বছরের কোনও ছোকরার কাজ না ছয় সপ্তাহের শিশুকে মানুষ করা। তাতেও যখন কাজ হলো না, গলা ফাটিয়ে চেঁচালেন তিনি।

'ব্রায়ান সিম্পসন! জেডের সঙ্গে গিয়ে ষাঁড়ের খবর নাও, ওই কাজটাই তোমাকে মানায় । বেরোও! বেরোও ওয়্যাগন থেকে!'

'মা বলেছেন ওকে যেন আমি দেখাশোনা করি!' আবারও শান্ত

স্বরে একই কথা বলল ব্রায়ান। আন্ট শেফার্ডের কোলে অ্যানি। কাপড়ে পেঁচানো বোনটাকে দেখছে সে মুগ্ধ চোখে।

'মরার সময় মানুষের মাথার ঠিক থাকে না,' একই জবাব দিলেন আন্ট শেফার্ড।

'আপনিও বাচ্চা রাখতে জানেন না,' ধৈর্য হারাল ব্রায়ান। 'আপনার অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ। কোলে নেয়ার পর থেকেই কাঁদছে অ্যানি। কই, থামাতে পেরেছেন?'

'বেয়াদবী করবে না, ব্রায়ান, আমাকে তোমার মা পাওনি!'

মা মরার পর থেকেই বদলে গেছে এই মহিলা। মুখ কালো করে ওয়্যাগন থেকে নেমে এল ব্রায়ান। বুঝেছে, আপাতত কিছু করার নেই। বড়দের মধ্যে কাউকে দলে টানতে হবে অ্যানিকে নিজেদের কাছে রাখতে হলে।

সুযোগ এসে গেল সেদিনই সন্ধেয়। একটা গিরিখাতে ক্যাম্প করেছে ক্যারাভান। হালকা তুষারপাত হচ্ছে। ভীষণ শীত পড়েছে। ছোট্ট আগুনটা ঘিরে বসে আছে ব্রায়ানরা। বিকেলে একটা জ্যাক র‍্যাবিট মেরেছে ব্রায়ান। রেঁধেছে কেলি। সব কাজ সেরে আসতে ছেলেদের দেরি হয়েছে, তাই মাত্র সাপারে বসেছে ওরা।

মেরিকে কাঁদতে বারণ করে মাত্র স্ট্যুর বাটি এগিয়ে দিয়েছে, এমন সময় ডাক্তারকে এগিয়ে আসতে দেখল ব্রায়ান। ক্যাথি আর কেলিও দেখেছে। ভয় ফুটে উঠল ওদের চোখে। উদ্বেগের ছাপ পড়ল কচি চেহারায়।

'ভয় পেয়ো না, কেলি,' অয়েল ক্লথের ওপর ধপ করে বসে হাসলেন ডাক্তার, 'আমি তোমার সাপারে ভাগ বসাব না। দেখতে এলাম তোমাদের অবস্থা।'

ধুলো মাখা মেরিকে কোলে তুলে নিলেন তিনি। রুমাল বের করে ওর নাক মুছে দিয়ে সবাইকে দেখলেন একবার। তারপর

বাটিতে চামচ ডুবিয়ে খাওয়াতে লাগলেন বাচ্চা মেয়েটাকে।

জার্মান লোকটাকে হঠাৎ ভাল লাগতে শুরু করল ব্রায়ানের। ভেবে দেখল, আসলে লোকটা ওর শত্রু ছিল না কখনোই। তাছাড়া এখন চাইলেও আর ওর সৎ বাপ হতে পারবে না ডাক্তার। সেক্ষেত্রে বন্ধুত্ব করতে অসুবিধা কোথায়! লোকটার সাহায্য পাওয়া গেলে সহজেই আন্ট শেফার্ডের হাত থেকে উদ্ধার করা যাবে অ্যানিকে।

'ডাক্তার,' মনস্থির করে বলল ব্রায়ান, 'মা বলেছিলেন আমরা যেন একসঙ্গে থাকি, যাতে আলাদা না হই।'

'আহা, তাই নাকি! বেচারি মিসেস সিম্পসন!' দয়ালু ডাক্তারের চোখ পানিতে ঝাপসা হয়ে গেল।

'অথচ আন্ট শেফার্ড অ্যানিকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে চান।'

'কেড়ে নয়! কেড়ে নয়!' নিষেধ করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন এডমন্ড। 'উনি চাইছেন বাচ্চার যত্ন যাতে ঠিকমত নেয়া হয়।'

'আপনি যদি আমাকে শেখান তাহলে আমিও যত্ন নিতে পারব, স্যার,' খাওয়া ফেলে ডাক্তারের সামনে এসে দাঁড়াল ব্রায়ান। 'বিশ্বাস করুন, আর শয়তানি করি না আমি। আমাদের সাহায্য করুন। দয়া করে বড়দের একটু বোঝান। আপনি বললে মানা করতে পারবে না কেউ।'

অন্য সময়ের মত সন্দেহের চোখে ব্রায়ানকে দেখলেন না বটে, তবে দ্বিধার ছাপ পড়ল ডাক্তারের চেহারায়। 'তোমার কথা আমি অবিশ্বাস করছি না,' বললেন তিনি, 'কিন্তু ভাল হয়ে গেছ তা প্রমাণ করতে হবে। বাচ্চা রাখা সহজ কাজ নয়। একটু এদিক ওদিক হলেই মরে যেতে পারে।'

দাঁতে দাঁত পিষল ব্রায়ান। ডাক্তারের প্রতি নয়, রাগটা ওর নিজের ওপর। আগে কখনও ভাবেনি বাবা-মার অবাধ্য হওয়ার

মাশুল এভাবে গুনতে হবে। এখন বুঝতে পারছে কী ভুল করেছে জীবনে। একবার ব্রায়ানের মনে হলো ডাক্তারকে বলে যে অতীতের সেই বদমাশ ছোকরা বদলে গেছে। ভাল হয়ে গেছে। দায়িত্ব নিতে শিখেছে। এখন ওকে বিশ্বাস করা যায়।

কিন্তু দ্বিধা জড়িয়ে ধরল ওকে, কথাগুলো ডাক্তারকে বলতে পারল না ব্রায়ান। ঢোক গিলে ফিসফিস করে বলল, 'সুযোগ দিয়ে দেখুন। একবার ওকে এনে দিন, রাত-দিন কোলে করে রাখব।'

চিন্তিত চেহারায় ব্রায়ানের দিকে তাকালেন এডমন্ড। ক্যাথি, হীদার আর মেরি মাথা নিচু করে খাচ্ছে, কিন্তু জেড আর কেলির মনোযোগ ব্রায়ানের দিকে। অবাক চোখে বড় ভাইকে দেখছে ওরা। চেহারা সেই আগেরই মতন, কিন্তু কোথায় কি যেন একটা বদলে গেছে ব্রায়ানের। পরিচিত সেই নিষ্ঠুর ভাইটা হারিয়ে গেছে কোথায় যেন। এখন ওকে দেখলেই বাবার কথা মনে পড়ছে।

'ঠিক কি চাও তুমি, ব্রায়ান?' অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন ডাক্তার।

'মায়ের কথা রাখতে চাই, স্যার,' বুক টান টান করে দাঁড়াল ব্রায়ান, দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বলল, 'বাবা-মা বেঁচে থাকতে তাঁদের কথা শুনিনি, অনেক কষ্ট দিয়েছি। এখন সেই পাপ কিছুটা কমাতে চাই। আমি ভাল হয়ে চললে তাঁরা ফেরত আসবেন না জানি, তবে তাঁদের আত্মা শান্তি পাবে।'

অবাক হয়ে সামনে দাঁড়ানো ছেলেটাকে কিছুক্ষণ দেখলেন ডাক্তার। তারপর মস্ত হাতে চাপড় মারলেন অয়েল ক্লথে। 'তুমি বড় হয়ে গেছ, ব্রায়ান! বাচ্চা তোমাদের কাছেই থাকবে। আমি শিখিয়ে দেব কিভাবে দেখাশোনা করতে হয়।'

'আপনি বললে আন্টি শেফার্ড ওকে ফিরিয়ে দেবেন,' স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল কেলি। ব্রায়ান আর জেড হাসল ওর দিকে

তাকিয়ে। জয় হয়েছে, জানে ওরা।

ডাক্তারের কথায় বাচ্চা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হলেন আন্ট শেফার্ড। তবে একথাও জানিয়ে রাখলেন যে ফোর্ট হলে আইন বলে কিছু থাকলে অ্যানির অভিভাবকত্ব আদায় করে নেবেন তিনি। মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেল ব্রায়ানের। সর্বক্ষণ একই চিন্তা। ফোর্ট হলে পৌঁছতে বড়জোর আর দু'সপ্তাহ। তারপর কি হবে! সত্যি সত্যি যদি অ্যানিকে ওই মহিলা কেড়ে নেন, তাহলে মাকে দেয়া কথা ও রাখবে কি করে?

প্রতিদিন আসেন জার্মান ডাক্তার। অনেকটা সময় দেন তিনি ব্রায়ান, জেড আর কেলিকে। বাচ্চার দেখাশোনায় পটু হয়ে উঠেছে তিনজনেই। জেড ওয়্যাগন নিয়ে ব্যস্ত আর কেলি এখনও খুব দুর্বল বলে ব্রায়ানকেই ডাক্তার শেখালেন কিভাবে বাচ্চাকে খাওয়াতে হয়। দ্রুত শিখে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল ব্রায়ান। দেখা গেল নার্সিঙের গুণটা ওর জন্মগত—মায়ের কাছ থেকে পাওয়া। কাজে কোনও খুঁত থাকে না।

ব্রায়ানদের খাবার থেকে দুধটুকু বাদ গেল। বনি, ওদের অবশিষ্ট গরুটা খুব কম দুধ দেয়। বাচ্চার অবশ্য চলে যায় কোনমতে। কিন্তু খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল ব্রায়ান। হাড় জিরজিরে অবস্থা বনির, তার ওপর গড়ে প্রায় পনেরো মাইল করে হাঁটছে। পর্যাপ্ত ঘাসও নেই যে পেট ভরে খাবে। পথে সবুজ কোনকিছু চোখে পড়লেই মুখ বাড়ায় গরুটা। দুধ যা দিচ্ছে তাতে আগাছার গন্ধ। বাচ্চার পেটে হজম হবে কিনা কে জানে, অসুস্থ না হয়ে যায়!

বাচ্চার যাতে অসুবিধা না হয় তাই দুধে গরম পানি মেশাতে বললেন ডাক্তার। দেখালেন বাচ্চা কাঁদলে গরম পানিতে দু'ফোঁটা পিপারমিন্ট মিশিয়ে খাওয়ালে কিভাবে কান্না বন্ধ হয়ে যায়। পাহাড়ী

এলাকা। দিনের বেলাতেও বেশ শীত পড়ছে গত কয়েক দিন। ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করে ব্রায়ান ঠিক করল শুধু রবিবার গোসল করাবে অ্যানিকে। দক্ষ হাতে গোসল করিয়ে অ্যানিকে ব্ল্যাংকেটে মুড়ে ডাক্তার ওকে দেখালেন কিভাবে কাজটা করতে হয়।

ব্রায়ান একাই অ্যানির দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে দেখে ঈর্ষা হলেও কিছু বলতে পারল না কেলি। হীদার, ক্যাথি আর পিচ্চি মেরিকে নিয়ে ওকে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে অন্যদিকে তাকানোর সময় মেলে না। রান্নার কাজটাও নিজেই নিয়েছে ও ব্রায়ান আর জেডের সুবিধা হবে ভেবে। তাছাড়া ওদের রান্না ওরা ছাড়া আর কেউ মুখে তুলতে পারছিল না।

সেপ্টেম্বরের শেষে ফোর্ট হলে পৌঁছল ক্যারাভান। বিকেল। সূর্যটা সাধ্যমত তাপ দেয়ার পরও হিমাঙ্কের কাছাকাছি চলে এসেছে তাপমাত্রা। উপত্যকা এখনও সবুজ ঘাসে ঢাকা, তবে বরফ পড়ার সময় হয়ে আসছে। সাদা হয়ে যাবে চারদিক।

সারাদিন খুব ফুর্তিতে ছিল ব্রায়ান। বাবা-মা মারা যাবার পর আজই প্রথম প্রাণ খুলে হাসতে পেরেছে। মনটা হালকা লাগছে। এখানেই আছে কিট কার্সেন। ও জানে, বুঝিয়ে বললে স্কাউট ওদের সাহায্য করবে। কিছুতেই অ্যানিকে ছিনিয়ে নিতে দেবে না ওদের কাছ থেকে।

সন্ধেয় ভাই-বোনরা ঘুমিয়ে পড়ার পর ব্ল্যাংকেটের তলা থেকে বেরিয়ে এল ব্রায়ান। চাঁদ নেই, তবে অজস্র নক্ষত্র পর্যাপ্ত আলো ছড়াচ্ছে আকাশ থেকে। এখনও ফোর্টের কপাট বন্ধ করা হয়নি, ভেতরে ঢুকতে কোনও অসুবিধা হলো না। ইমিগ্র্যান্ট, ট্র্যাপার আর ইন্ডিয়ানরা ব্যস্ত হয়ে নিজেদের কাজ সারছে।

একদল ইমিগ্র্যান্টের পিছু পিছু বামদিকের একটা বিল্ডিঙে ঢুকল

ব্রায়ান। দেখেই বোঝা যায় বাড়িটা স্টোর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মস্ত ঘরটাকে মাঝামাঝি ভাগ করে দিয়েছে একটা লম্বা কাউন্টার। চকচকে বোতামওয়ালা কালো স্যুট পরে কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন। মিলিটারির মত কঠোর চেহারা তাদের। নোংরা ইমিগ্র্যান্ট আর ব্ল্যাংকেট মোড়ানো ইন্ডিয়ানদের মাঝে লোকগুলোকে বেমানান লাগছে, মনে হচ্ছে এক দঙ্গল কাকের ভিড়ে কয়েকটা ময়ূর।

ব্রায়ান দেখল ময়ূরদের একজনের সঙ্গে প্রায় ঝগড়া বেধে গেছে ওদের ক্যারাভানের একজন ইমিগ্র্যান্ট, মিস্টার থমসনের।

'আপনারা সবকিছুর দাম দ্বিগুণ চাইছেন,' রাগ চেপে বললেন তিনি।

'মোটেও না। আমরা ন্যায্য দাম চাইছি।' বলল সেলসম্যান, 'লন্ডন থেকে জাহাজে করে কেপ হর্ন, সেখান থেকে ফোর্ট ভ্যানকুভার হয়ে এখানে—আটশো মাইল। জিনিস বেচলেই তো হচ্ছে না, খরচ ওঠাতে হবে!'

'তবুও আমি বলব দাম ইচ্ছে করলেই অনেক কমাতে পারে ব্রিটিশরা,' নাক কোঁচকালেন থমসন।

'ইমিগ্র্যান্টদের সঙ্গে ব্যবসা করতে আমাদের পাঠানো হয়নি, স্যার।' দম নিয়ে এক ঘেয়ে সুরে বলল সেলসম্যান, 'আমাদের কাজ হচ্ছে ট্রেডারদের কাছ থেকে ফার কিনে রসদ যোগানো। প্রয়োজনীয় সামগ্রী দয়া করে আমেরিকান ইমিগ্র্যান্টদের কাছে বেচা হচ্ছে। এতে আমাদের লাভ একেবারে নেই বললেই চলে।'

অপমানিত হয়ে মিস্টার থমসন চলে যাবেন কিনা ভাবলেন। তারপর তাঁর মনে পড়ল বাচ্চাদের খিদেয় কাতর চেহারা। আশা নিয়ে বসে আছে ওরা, বাবা এলে খেতে পাবে। মাথা নিচু করে নিলেন তিনি। আরেকবার বললেন, 'দামটা অর্ধেক করে দিলে...'

'দুঃখিত, স্যার।' আমেরিকানটার মানসিক অবস্থা বুঝে মনে মনে হাসল ব্রিটিশ সেলসম্যান। শত্রুদের সুযোগ দিতে নেই। এই লোকগুলো অরিগনে যাচ্ছে জায়গাটা ব্রিটিশদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে, কাজেই বাধা দিতে না পারলেও এদের মন ভেঙে দেয়ার চেষ্টা করা উচিত।

'এই যে, মিস্টার,' হতাশ চেহারায় থমসনকে চলে যেতে দেখে ডাকল সেলসম্যান। আশা নিয়ে থমসন তাকানোয় বলল, 'অরিগনের রাস্তা খুব খারাপ। পথে শিকার না পেলে মরতে হবে। তারচেয়ে আপনি এক কাজ করুন না, ক্যালিফোর্নিয়া চলে যান। সহজ একটা ট্রেইল গেছে এখান দিয়ে। শুনেছি ওখানে কোনকিছুর অভাব নেই। আপনার মত সংসারী লোকের জন্য জায়গাটা চমৎকার। কেন ঝুঁকি নেবেন, ওয়্যাগনে করে কলম্বিয়া পার হওয়া অসম্ভব!'

'গত বছর একশো ওয়্যাগন নিয়ে পার হয়েছেন ম্যাট নেভিল,' ধীরে ধীরে কথা বলে যেন নিজেকেই আশ্বস্ত করতে চাইলেন থমসন।

'ওদের কারও সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে?' দুঃখে হাসছে এমন একটা ভঙ্গি করল সেলসম্যান। 'হলে বুঝতেন,' চোখ বড় বড় করল সে। 'যত কষ্ট পেয়েছে, মরে গেলেও ওরা আর এমন পাগলামি করবে না!'

'পাগলামি করার দরকার পড়বে না, ওরা অরিগনে পৌঁছে গেছে!'

কথাটা যে বলেছে তার গলা চেনে ব্রায়ান। ঘুরে দাঁড়াল সে। দৃঢ় পায়ে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে আসছে নতুন বাকস্কিন কোট পরা লম্বা লোকটা।

'কার্সেন!' মুহূর্তের মধ্যে অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠল

সেলসম্যান। দাঁত বেরিয়ে গেল মেকি হাসিতে। মিস্টার থমসনকে আঙুল তুলে দেখাল। 'ভদ্রলোককে পরামর্শ দিচ্ছিলাম।'

'বদ মতলব নিয়ে। তোমরা ব্রিটিশরা...'

কোটের হাতায় টান দেয়ায় কথা শেষ না করেই ব্রায়ানের দিকে ফিরল স্কাউট। ধীরে ধীরে হাসি ছড়িয়ে পড়ল কঠোর চেহারায়। 'আরে, ইয়াঙ ফেলো!' ভ্রু নাচাল সে। 'কেমন আছ?'

'ভাল।' হাসল ব্রায়ান।

'তোমার বাবা-মা কেমন আছেন?'

আঁধার হয়ে গেল ব্রায়ানের চেহারা। 'তাঁরা আর নেই। মারা গেছেন।'

'ও,' গম্ভীর হয়ে গেল স্কাউট। ব্রায়ানের কাঁধে হাত রাখল। 'এখানে বড় বেশি শব্দ। আমার ক্যাম্পে চলো।'

স্কাউটের সঙ্গে পা বাড়াল ব্রায়ান। ফোর্টের একধারে নির্জন জায়গায় জ্বলছে একটা ছোট্ট আগুন। ওটাই কার্সেনের ক্যাম্প। একটা ব্ল্যাংকেট বিছানো আছে মাটিতে। আরেকটা ভাঁজ করে রাখা হয়েছে গায়ে দেয়ার জন্য। বালিশের কারবার নেই, একটা স্যাডল পড়ে আছে ব্ল্যাংকেটের ওপর।

'খিদে পেয়েছে?' আগুনটা উসকে দিয়ে জানতে চাইল স্কাউট।

'না, স্যার।'

'ভাল,' ব্রায়ানের পাশে ব্ল্যাংকেটে বসল কার্সেন, 'খাবারের অভাব তাহলে নেই তোমাদের।'

'চলে যাচ্ছে,' অজান্তেই স্কাউটের ফাঁদে পা দিল ব্রায়ান, 'অবশ্য অনেকেই হতাশ হয়ে ক্যারাভান ছেড়ে সরে গেছে। ওদের ধারণা এই অবস্থা চললে স্নেক রিভার ট্রেইল পেরোতে পারবে না কেউ।'

'তোমাদের দায়িত্ব কারা নিয়েছে?'

'ক্যাপটেন শেফার্ড আর অন্যরা। আমাদেরটা ছাড়াও দশ-

বারোটা ওয়্যাগন এখনও আছে তাঁর সঙ্গে।'

'আমাকে সবকিছু খুলে বলো, ব্রায়ান,' গরুর দুটো পাঁজর আগুনে শেঁকতে দিয়ে বলল স্কাউট। বুঝতে তার অসুবিধে হয়নি, লজ্জায় অনেক কথা মুখ ফুটে বলতে পারছে না ছেলেটা।

আগুনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ব্রায়ান। একটাও বাড়তি শব্দ ব্যবহার করল না। সহজ ভঙ্গিতে বলতে চেষ্টা করল। মাঝে মাঝে ধরে এল ওর গলা। একসময় কথা শেষ হয়ে গেল, কিন্তু বুকের ভেতর ব্যথাগুলো নিঃশেষ হলো না। ব্রায়ানের মনে হলো আরও অনেক কিছু বলার ছিল ওর।

গরুর পাঁজর আগুন থেকে নামিয়ে চট করে রুমাল দিয়ে চোখ মুছল কঠোর স্কাউট। বাচ্চা ছেলেটার কথাগুলো এতটা নাড়া দেবে নিজেও জানত না সে। একটা প্লেটে কাবাব নিয়ে ব্রায়ানের দিকে এগিয়ে ধরল। 'খেতে খেতে বলো এখন কি করবে। বাচ্চাদের একজন অভিভাবক দরকার।'

'মা চেয়েছিলেন শীতটা এখানে কাটিয়ে সেন্ট লুইয়ে ফিরে যেতে। তিনি নেই, শেফার্ডরা এখন চাইছেন আমার ছোট বোনটাকে নিজেদের কাছে রাখতে। তাঁরা বোধহয় ট্র্যাপারদের সঙ্গে আমাদের ফেরত পাঠাবেন।'

'সেটা কি ঠিক হবে?' ভ্রূ কোঁচকাল স্কাউট। 'ক্যাপটেন গ্রান্ট ভাল লোক, তবে ফোর্ট হল বাচ্চাদের থাকার মত জায়গা না। তিনি যদি তোমাদের থাকতে দিতে রাজিও হন, তবুও সমস্যা আছে। ট্র্যাপারদের সঙ্গে সেন্ট লুইয়ে যেতে হলে এখানে শীত পার করতে হবে। তোমাদের কাছে টাকা-পয়সা কিরকম আছে?'

'নেই বললেই চলে।'

'আচ্ছা, খরচাপাতির ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'আপনি এখানেই থাকবেন?'

'জানি না,' বলল স্কাউট, 'একজনকে খুঁজছি আমি।'

'কেমন লোক সে?'

'খাচ্ছ না তুমি,' জবাব এড়িয়ে গেল স্কাউট। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি আসলেই ওহাইয়োতে ফিরে যেতে চাও, ব্রায়ান?'

'না। বাবার ইচ্ছে ছিল উইলামেট উপত্যকায় ফার্ম করবেন। আমরা ওখানেই যেতে চাই। জেড আর আমি বাবার সমান পরিশ্রম করতে পারব। এখনও করছি। ফার্ম করতে অসুবিধা হবে না।'

'তুমি আর জেড হয়তো পথের ধকল সহ্য করতে পারবে, তবে মেয়েরা অরিগন পর্যন্ত টিকবে না। তুমি কি চাও তোমার বোনগুলো মরে যাক—একটু আগে ইংরেজ সেলসম্যান কি বলল শোনোনি?'

'শুনেছি, স্যার। আগেও অনেকে বলেছে ওয়্যাগন নিয়ে অরিগনে যাওয়া পাগলামি।'

'কথাটা মিথ্যে নয়, ব্রায়ান।'

'সেজন্যেই আমরা ওয়্যাগন সঙ্গে নেব না।'

'আমার মনে হয় তোমার মা'র বুদ্ধিটাই ভাল। বসন্ত পর্যন্ত তোমাদের এখানেই থেকে যাওয়া উচিত।'

'আমি ভেবেছিলাম অন্তত আপনি বুঝতে পারবেন! বাবার স্বপ্ন ছিল আমরা সবাই অরিগনে ফার্ম করব।' হতাশায় চেহারা কালো করে বলল ব্রায়ান, 'আমি ভেবেছিলাম অন্যরা যা বলে বলুক, আপনি আমাদের উৎসাহ দেবেন। কিন্তু আপনিও অন্যদেরই মত!'

'আমি বুঝেছি, ইয়াঙ ফেলো। উপায় থাকলে নিজে যেতাম তোমাদের সঙ্গে। কিন্তু যে লোকটাকে আমি খুঁজছি তাকে না পাওয়া পর্যন্ত...' একমুহূর্ত ব্রায়ানের বিষণ্ণ চেহারা দেখে কার্সেন ঠিক করল গোপন কথাটা বলবে। অনেক সময় বড়দের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে নিজের দুঃখ-কষ্ট মনে থাকে না ছোটদের। দেখা

যাক বুদ্ধিটা কাজে লাগে কিনা। 'যদি তোমাকে একটা কথা বলি তাহলে আর কাউকে বলবে না তো, ব্রায়ান?'

'আপনি মানা করলে কখনও বলব না, স্যার।'

'কথা দিচ্ছ? তোমার কথা রাখার ওপর কিন্তু পুরো আমেরিকার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে!'

রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল ব্রায়ান। কিট কার্সেনের মত একজন বিখ্যাত স্কাউট গোপন কথা বলতে ওকে বেছে নেয়ায় অবাকও লাগছে। 'কথা দিচ্ছি, স্যার,' শেষ পর্যন্ত বলতে পারল সে।

'তুমি নিশ্চয় জানো স্পেনের কাছ থেকে ক্যালিফোর্নিয়া নিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে ইংল্যান্ড আর আমেরিকা?'

'বাবার মুখে অরিগন আর ক্যালিফোর্নিয়ার কথা অনেক শুনেছি।'

'স্পেনের হয়ে ক্যালিফোর্নিয়া শাসন করছে একজন স্প্যানিয়ার্ড। লেফটেন্যান্ট ফ্রিমন্ট নামের একজন অফিসারকে গত বছর আমি নিয়ে গিয়েছিলাম তার ওখানে। ফ্রিমন্ট খাতির জমাতে অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু স্প্যানিশ ব্যাটা দু'চোখে "আমেরিকানোদের" দেখতে পারে না!

'শেষে এই বসন্তে গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য জানতে পেরেছে ফ্রিমন্ট। স্প্যানিশটার একমাত্র মেয়ে ভেগেছে এক ইংরেজ-ইন্ডিয়ান হাফ-ব্রীডের সঙ্গে। খবর নিয়ে জানা গেছে লোকটা ইংরেজদের ট্র্যাপার হিসেবে কাজ করত, প্রায়ই আসত ফোর্ট হলে। লোকটাকে খুঁজছি আমি। পেলে ওর কাছ থেকে মেয়েটাকে উদ্ধার করে পৌঁছে দেব ফ্রিমন্টের কাছে। ফ্রিমন্ট ওই মেয়েকে স্প্যানিশ ডনের হাতে তুলে দেবে। এতে করে আমাদের প্রতি দুর্বল হয়ে যাবে ওই লোক, মহাখাপ্পা হয়ে উঠবে ইংরেজদের ওপর। আমরা না পেলে ক্যালিফোর্নিয়া ইংরেজরাও পাবে না।'

'বুঝেছি! আচ্ছা! আহা, আমি যদি যেতে পারতাম আপনার সঙ্গে!' একই সঙ্গে গোপন কথা জানার আনন্দ আর না যেতে পারার দুঃখ দোলা দিল ব্রায়ানের মনকে। 'আপনি নেবেন আমাকে?'

'নিতাম, কিন্তু এখন পরিবারের কর্তা হিসেবে তোমার ওপর অনেক দায়িত্ব। আমার মনে হয় কোনকিছুতে জড়ানোর আগে তোমার উচিত বোনদের ওহাইয়োতে আত্মীয়দের কাছে পৌঁছে দেয়া।'

বিদায়ের সময় হয়েছে অনুভব করে মাংসের প্লেট হাতে উঠে দাঁড়াল ব্রায়ান। 'ধন্যবাদ, স্যার,' বলল সে, 'বাচ্চারা খুব খুশি হবে মাংস পেলে। পরে আমি প্লেট দিয়ে যাব।'

বিস্ময় মাখা দৃষ্টিতে ব্রায়ানকে কিছুক্ষণ দেখে নড করল স্কাউট। ব্রায়ান চলে যাওয়ার পর মনে মনে বলল, 'খুব দ্রুত বড় হয়ে গেল! দেখে যেতে পারলে খুশি হত ওর বাবা-মা।'

পরদিন এগোল না ক্যারাভান। সকালেই এসে হাজির হলেন ফোর্ট হলের ক্যাপটেন গ্রান্ট। ইমিগ্র্যান্টদের ডেকে নিয়ে বোঝাতে লাগলেন অরিগনে পৌঁছনো কত কষ্টকর। একবারও উল্লেখ করলেন না আমেরিকানরা অরিগনে না গেলে জায়গাটা ব্রিটিশদের হাতে চলে যাবে। পথের ভয়াবহ বর্ণনা দিয়েই সবার মন দুর্বল করে দিলেন তিনি। তারপর বলতে শুরু করলেন সেইসব বুদ্ধিমান লোকদের নাম যারা এখান থেকেই মত পাল্টে ক্যালিফোর্নিয়া চলে গেছে। বললেন অরিগনে যাওয়া বোকা লোকগুলোর নাম। অভিযাত্রীরা এই প্রথম জানল ম্যাট নেভিলের কতজন সঙ্গী স্নেক রিভারে ডুবে মরেছে। ব্লু মাউন্টিনে বা কলাম্বিয়ায় যারা মৃত তারাও ক্যাপটেনের লিস্টে আছে। লাঙ ফিভারে মৃতরাও বাদ যায়নি। ট্রেইল থেকে সরে গিয়ে ছ'জনের একটা পরিবার না খেতে পেয়ে

মরেছে, পথের বর্ণনা দেয়ার সময় আগেই বলেছেন ক্যাপটেন। বক্তব্য শেষ হওয়ার আগে কথাটা আরেকবার মনে করিয়ে দিলেন তিনি।

ক্যাপটেন চুপ করে যাওয়ায় উত্তপ্ত বিতর্ক চলল ইমিগ্র্যান্টদের মাঝে। বউয়ের সঙ্গে আলোচনা শেষে বেশ কয়েকজন বলল অরিগনের বদলে তারা ক্যালিফোর্নিয়াতেই যাবে। ক্যারাভানের সঙ্গে রয়ে গেল মাত্র তিন-চারটে পরিবার।

'দেখো, তোমরা ঠকবে না!' চোখের পানি মুছে থমসন, অ্যাডাম আর অ্যালবার্টের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন শেফার্ড। আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছেন। অরিগনে যাওয়াটা যে আমেরিকার জয় তা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন। 'দু'একদিন বিশ্রাম নিয়ে আমরা রওয়ানা হব,' সামলে নিয়ে বললেন তিনি।

বেশ ক'জনকে ক্যারাভান থেকে খসাতে পেরে মনে মনে খুশি হলেও ভ্রূ কুঁচকে দৃশ্যটা দেখলেন ক্যাপটেন গ্রান্ট। তারপর হাঁটতে লাগলেন ফোর্টের দিকে। ব্রায়ান ভাবল ওদের কথা ভুলে গেছেন আঙ্কল বিল। সবার সঙ্গে ওরাও যেতে পারবে অরিগনে। কিন্তু একমুহূর্ত পরেই দপ করে নিভে গেল ওর আশার দীপ।

'একটা কথা, ক্যাপটেন গ্রান্ট!' পেছন থেকে ডাক দিয়ে ইংরেজ ভদ্রলোককে থামালেন ক্যাপটেন শেফার্ড। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে ব্রায়ানকে দেখালেন। 'এই তেরো বছরের ব্রায়ানই ভাই-বোনদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। খরচা নিয়ে ভাববেন না, পুরো শীত ফোর্টে কাটানোর মত টাকা ওদের মা রেখে গেছেন আমার কাছে।'

গ্রান্টের কুঁচকে যাওয়া ভ্রূ দুটো প্রায় জোড়া লেগে গেল। চিবুক ডললেন তিনি। 'জায়গাটা শ্বেতাঙ্গ বাচ্চাদের থাকার উপযোগী নয়। ওদের এখানে রয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে? তাছাড়া, আগামী বসন্তে ওদের ফেরত পাঠাতে পারব এমন নিশ্চয়তা নেই। আমাদের দৌড়

সাধারণত রঁদেভু পর্যন্ত।

'আমরা এখানে থাকতে চাই না!' চোখে অভিযোগ নিয়ে আঙ্কল বিলকে দেখল ব্রায়ান।

'আমেরিকান অবাধ্য ছোকরাদের জন্য ফোর্ট হল নয়। যদি থাকতে হয়, মিলিটারিদের নিয়ম অনুযায়ী সবাইকে চলবে হবে।'

ক্যাপটেন গ্রান্টের কথা শুনে রেগে গেল ব্রায়ান, তবে রাগটা প্রকাশ করল না। আঙ্কল বিলের দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বলল, 'আমরা ফোর্ট হলে ব্রিটিশদের অসুবিধা করে থাকব না, তার চেয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন।'

'যা বলছি তাই করবে তোমরা!' ধমক দিলেন শেফার্ড।

'অফিসে চলুন, দেখি ওদের জন্য কি ব্যবস্থা করতে পারি।' শেফার্ডকে হাতের ইশারায় সঙ্গে আসতে বলে পা বাড়ালেন ক্যাপটেন গ্রান্ট।

নিজেদের ওয়্যাগনে ফিরে এল ব্রায়ান। কেলি, ক্যাথি আর জেডকে আঙ্কল বিলের সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলল, 'তোরা কি চাস বাবার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হোক; অ্যানিকে নিয়ে চলে যাক আন্ট শেফার্ড?' ওরা মাথায় নাড়ায় কিছুক্ষণ গম্ভীর চেহারায় চিন্তা করল ব্রায়ান। তারপর বলল, 'তাহলে শোন্, অনেক ভেবে দেখেছি আমি—তোরা কথা শুনলে ঠিকই আমরা যেতে পারব অরিগনে।'

জেডের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'কি করে?' জানতে চাইল সে অবিশ্বাস ভরা চেহারায়।

'আজ রাতেই পালাব আমরা। পরে স্নেক রিভার ট্রেইলে ক্যারাভানের সঙ্গে দেখা হলেও আমাদের আর ফেরৎ পাঠাতে পারবে না কেউ। ষাঁড়গুলোর পিঠে মালপত্র আর ক্যাথিকে চাপিয়ে দেয়া হবে। হীদার আর মেরিও থাকবে ওর সঙ্গে। আমরা এগোব পায়ে হেঁটে। তেরোশো মাইলের মধ্যে সাতশো মাইল হেঁটেই

এসেছি আমরা। আরও সাত-আটশো মাইল নিশ্চয়ই হাঁটতে পারব।'

'বাচ্চাদের জানাবে না?' বড়দের ভঙ্গিতে জানতে চাইল দশ বছরের কেলি। অ্যানিকে হারাতে হবে না এতেই ও খুশি।

'জানাব, তবে রওয়ানা হওয়ার আগে।'

বেলা একটু বাড়তেই ব্রায়ানদের ক্যাম্পে এল কিট কার্সেন। একঘণ্টা বাচ্চাদের সঙ্গে খেলল সে। তারপর ব্রায়ানকে ডেকে নিয়ে দশ ডলারের একটা গোল্ড কয়েন ওর পকেটে গুঁজে দিল। ব্রায়ান প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে দেখে বলল, 'রেখে দাও, কাজে লাগবে। আর হয়তো দেখা নাও হতে পারে, কাল ভোরে উঠেই চলে যাব আমি।'

'মিস্টার কার্সেন!' ওর পরিকল্পনা ভেস্তে যাচ্ছে দেখে স্কাউটের কনুই আঁকড়ে ধরল ব্রায়ান। অনেক কষ্টে গলার কাঁপুনি লুকিয়ে বলল, 'গ্রান্ট লোকটা ভাল না, স্যার! আমরা এখানে থাকলে মরেই যাব। আমাদের একটু ফোর্ট ব্রিজারে পৌঁছে দেবেন? মিসেস ব্রিজার চেয়েছিলেন আমরা ওখানেই থেকে যাই। শীতের পরে তাঁর স্বামীর সঙ্গে ওহাইয়োতে চলে যেতে পারব আমরা। ভদ্রলোক মা'কে বলেছিলেন তিনি আমাদের পৌঁছে দেবেন।'

সময় নষ্ট হবে জেনেও না করতে পারল না স্কাউট। ফোর্ট হল বাচ্চাদের থাকার মত জায়গা নয়। তাছাড়া ব্রিজারদের ওখানে বাচ্চারা অনেক সুযোগ-সুবিধা পাবে। স্নেক ট্রেইল পেরুতে হবে ক্যারাভানকে। মিসেস শেফার্ড অ্যানিকে যতই আদরে রাখুন বাঁচাতে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে। কিন্তু প্রায় নিশ্চিত ভাবেই ধরে নেয়া যায় ব্রিজারদের ট্রেডিঙ স্টেশনে ভাল থাকবে বাচ্চা মেয়েটা।

ব্রায়ানকে নিয়ে ক্যাপটেন শেফার্ডের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করতে গেল স্কাউট। দীর্ঘক্ষণ তর্কের পর ওদের যেতে দিতে রাজি হলেন মিস্টার শেফার্ড। মিসেস শেফার্ড অ্যানিকে হারাতে হবে জেনে কেঁদে চোখ-মুখ লাল করে ফেললেন, কিন্তু স্বামীকে সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারলেন না।

কয়েক ঘণ্টা বাড়তি সময় পেয়ে মনে মনে হাসল ব্রায়ান। ঠিক করল সবার চোখ এড়িয়ে ফোর্ট থেকে বুলেট, গানপাউডার, বড়শি আর কিছু পেমিকান কিনবে স্কাউটের দেয়া দশ ডলার ভাঙিয়ে। ও জানে, খাবার হিসাবে সুস্বাদু না হলেও অত্যন্ত পুষ্টিকর জিনিস এই পেমিকান। রঁদেভুতে একবার খেয়েছিল।

শুনেছে পেমিকান বানায় ইন্ডিয়ানদের বউরা। প্রথমে বাফেলোর মাংস শুকানো হয়, তারপর পিষে গুঁড়ো করে ফেলে। বাফেলোর চামড়ার তৈরি ব্যাগে সেই আঁশ ভরা পাউডার ঢুকিয়ে রাখে চর্বির সঙ্গে মিশিয়ে। জিনিসটা শক্ত একটা মণ্ডের মত হয়ে যায়, নষ্ট হয় না সহজে।

ছয়

বিকেলে ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করেও স্টোরে ঢুকতে পারল না ব্রায়ান। ক্যাপটেন শেফার্ড আছে ভিতরে। ওকে রসদপত্র কিনতে দেখলেই সন্দেহ করে বসবে।

কোনও ঝুঁকি নিল না ব্রায়ান, আলাপ জমাল ছেঁড়া ব্ল্যাংকেট কোট পরা এক ইন্ডিয়ানের সঙ্গে। খেজুরে আলাপ শেষে লোকটাকে একধারে নিয়ে এসে পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করল। লিস্ট। অনেক মাথা ঘামিয়ে কেলিকে দিয়ে লিখিয়েছে কি কি কিনতে হবে।

ইন্ডিয়ানের হাতে কাগজটা দিল ব্রায়ান। 'দেখো, জো,' বলল সে। 'দশ ডলারে এক ব্যাগ পেমিকান, পাঁচ ব্যাগ গানপাউডার আর দুশো বুলেট এনে দিতে পারবে? স্টোরে ক্যারাভানের লোকজন আছে, আমি চাই না ওরা টের পাক এসব কিনছি।'

'দশ ডলার কই?' লোভে চকচক করে উঠল ইন্ডিয়ানের চোখ জোড়া।

'সেটা তোমাকে এখনই বলছি না, শুধু মনে রেখো টাকাটা কিট কার্সেনের। কার্সেন স্টোরের ভেতরেই আছে। তুমি আমার সঙ্গে চালাকি করলে ওকে বলে দেব।'

ইন্ডিয়ানের চেহারায় ক্ষণিকের জন্য হতাশার ছাপ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। 'আমার কি লাভ হবে?' ঘড়ঘড়ে গলায় জানতে চাইল সে।

'দারুণ একটা নতুন কালো স্যুট পাবে। স্যুটটা আমার বাবার। শুধু খুব ঠেকায় পড়েছি, নাহলে তাঁর স্মৃতি কক্ষনো হাত ছাড়া করতাম না।'

'স্যুট কই?'

'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও; এত তাড়া কিসের?' ইন্ডিয়ানের ব্যগ্রতা দেখে শান্ত করার ভঙ্গিতে বলল ব্রায়ান। মনে মনে প্রার্থনা করল লোকটা যাতে না বোঝে ও কতটুকু অনিশ্চয়তায় ভুগছে। বড় করে শ্বাস ছেড়ে ইন্ডিয়ানের চোখে চোখ রাখল। 'তুমি কি ভেবেছ তিন মিনিটের একটা কাজের বদলে অতদামী স্যুট দিয়ে দেব?' প্রশ্নটা

করেই মাথা নেড়ে ব্রায়ান বুঝিয়ে দিল অত বড় ভুল সে করতেই পারে না।

'একটু আগে বলেছিলে তোমার কাছে দশ পাউন্ড জার্কড ভেনিসন আছে। স্যুট পেতে হলে পুরোটা দিতে হবে আমাকে।'

'পাঁচ পাউন্ড!' প্রতিবাদের সুরে বলল ইন্ডিয়ান।

'দশ পাউন্ড! না দিলে কোনও কথাই নেই। তুমি রাজি না থাকলে বলো, অন্য কারও সঙ্গে কথা বলে দেখি।' চলে যাবে কিনা ভাবছে এমন একটা ভঙ্গি করে শরীরে ঝাঁকি দিল ব্রায়ান। 'অনেকেই ওই কালো স্যুটের জন্য খুশি হয়ে সবকিছু দিয়ে দেবে।'

'ঠিক আছে, আগে স্যুট দেখাও,' শিকার হাতছাড়া হয়ে যায় দেখে হাল ছেড়ে বলল জো। একটা স্যুটের শখ তার অনেকদিনের।

'আমার সঙ্গে এসো।' ওয়্যাগনের দিকে পা বাড়াল ব্রায়ান।

ক্যাম্পের অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে সবাইকে নিয়ে খেলতে গেছে জেড। ওয়্যাগনের ধারে কাছে কেউ নেই, ব্রায়ানকে কোনও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো না। এমনিতেই চিন্তার শেষ নেই ওর। বাবা পনেরো বছর ব্যবহার করেছেন, স্যুটের অবস্থা দফারফা।

দম আটকে স্যুট দেখল জো। এমন স্যুট শুধু ফোর্টের ক্যাপটেনকেই পরতে দেখেছে সে। খুশিতে নাচতে ইচ্ছে হলেও পাকা ব্যবসায়ীর মত চেহারা নির্বিকার করে রাখল। 'চলবে,' বলল সে, 'তুমি থাকো। আমি আসছি।'

'চলো, আমিও যাচ্ছি। স্টোরে ঢোকার আগে টাকা পাবে।'

'কি দরকার! আমাকে ওরা বাকি দেয়। এখানেই থাকো, আমি যাব আর আসব। স্যুট লুকিয়ে রেখো, আর কাউকে যেন দেখিয়ো না, কেমন?'

মাথা ঝাঁকাল ব্রায়ান। ইন্ডিয়ান প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে ফোর্টের দিকে চলে যাওয়ায় আনন্দের হাসিতে ওর ঠোঁট দুটো প্রায়

কানের কাছে গিয়ে ঠেকল। স্যুট জো'র পছন্দ হয়েছে, একটা মস্ত ফাঁড়া কাটল।

খানিক পরে বোঝার ভারে কুঁজো হয়ে ফিরে এল জো। ব্যাগগুলোর মুখ খুলে ব্রায়ান পরীক্ষা করে দেখল লোকটা সবকিছু ঠিকঠাক এনেছে কিনা। তারপর ভাঁজ করা কালো স্যুট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা কোত্থেকে পেয়েছ কাউকে বোলো না। বললেই বিপদ হবে, সবাই মিলে কেড়ে নেবে তোমার স্যুট।'

'কক্ষনো বলব না।' বগলে স্যুট চেপে ধরে হাসল ইন্ডিয়ান। 'আমাকে বোকা মনে করেছ?'

'শুনেছি স্নেক রিভারে বড়শি আর তামাকের বদলে ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে স্যামন কেনা যায়। তোমার কাছে বড়শি বা তামাক আছে?'

'আছে।'

'টাকা নেই, অন্যকিছুর বদলে আমাকে ওগুলো দেবে?'

ব্রায়ান একটা মোম জ্বালানোয় ওয়্যাগন মৃদু আলোকিত হয়েছে। চোখ বড় বড় করে ভেতরটা দেখল ইন্ডিয়ান। ব্যুরো, চেয়ার, ট্রাঙ্ক, ব্ল্যাংকেট আর বাফেলোর চামড়ায় ওয়্যাগন প্রায় ঠাসাঠাসি। মেঝেতে বাচ্চাদের অগোছালো ছাড়া-কাপড়ের পাশে পড়ে আছে দুটো রাইফেল আর একটা শটগান। ট্রাঙ্কের ওপর বাসন-পত্র।

সবকিছু ছাড়িয়ে ব্যুরোর ওপর চোখ আটকে গেল জো'র, আঙুল তুলে ছোট্ট আয়নাটা দেখাল। 'ওইটা দিলে অনেক বড়শি আর তামাক এনে দেব।'

ও ভেবেছিল কি না জানি চেয়ে বসবে ইন্ডিয়ান: 'আগে নিয়ে এসো,' মনের খুশি চেপে বলল ব্রায়ান।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল জো কয়েক ফুট তামাক আর একগাদা বড়শি নিয়ে। আয়নার দাম কত তা না জানলেও বড়শি-

তামাকের দাম স্টোরে কত সেটা ব্রায়ান জানে। আয়নাটা ইন্ডিয়ানকে ধরিয়ে দিল সে।

'গুড বাই!' হাতের জিনিস ওয়্যাগনের মেঝেতে নামিয়ে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখল জো। হাঁটার সময়ও আয়না ধরে রাখল মুখের সামনে। ভাবছে, আমি দেখতে এত সুন্দর; কই, মেয়েরা তাহলে পাত্তা দেয় না কেন? নাকি আমাকে শুধু এখানে দেখতেই এমন লাগছে?

ভাই-বোন খেলা শেষে ফেরার পর সবাইকে নিয়ে ওয়্যাগনে গোল হয়ে বসল ব্রায়ান। কিভাবে রসদ জোগাড় করেছে জানিয়ে বলল আজ রাতেই পালাতে হবে। খেয়াল করে দেখেছে ফোর্টের এত কাছে বলে ক্যারাভানের পাহারায় কেউ নেই।

জেডের চেহারায় দ্বিধার ছাপ পড়ল। 'আন্ট শেফার্ডকে বলে তারপর গেলে হয় না?'

'পাগল নাকি!' জেডকে চোখ রাঙিয়ে বড় ভাইয়ের দিকে তাকাল কেলি। 'আমরা সঙ্গে কি কি নেব?'

'তাঁবু, রান্নার সরঞ্জাম, বিছানার জন্য বাফেলোর চামড়া, খাবার, অস্ত্র, বুলেট, গানপাউডার…'

'আরে থামো, থামো!' কেলি বাধা দিল দু'হাত তুলে। 'একটা একটা করে বলো, আমি সব গুছিয়ে নিচ্ছি।'

এক ঘণ্টা পর বাঁধাছাঁদা শেষ করল কেলি। ব্রায়ান সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বিদায় নিতে। ক্যারাভানের সবাই জানে ফোর্ট হলেই রয়ে যাচ্ছে ওরা। ফোর্ট ব্রিজারে ওদের পৌঁছে দেবে স্কাউট। ব্যস্ততার মাঝেও সাধ্যমত সময় দিল সবাই। সবশেষে ওরা এল শেফার্ডদের ওয়্যাগনে।

কান্নায় ভেঙে পড়লেন আন্ট শেফার্ড। মহিলার দুঃখে কাতর হয়ে কেলি ওদের পরিকল্পনা ফাঁস করে দেবে, ভয়ই লাগল

ব্রায়ানের। তবে ওই ব্যাপারে একটা কথাও বলল না কেলি। বয়স মাত্র দশবছর হলেও মেয়েটা বুঝে গেছে বাবা যা করতেন ব্রায়ানও তাই করছে।

রাতে শেফার্ডদের ওখানে খেয়ে নিজেদের ওয়্যাগনে ফিরল ওরা। একটু পরেই ব্রায়ান ছাড়া বাকি সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। রাত দশটার দিকে ওয়্যাগন থেকে বেরিয়ে এল ব্রায়ান। নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। উত্তেজনায় ভেতরে ভেতরে টগবগ করে ফুটছে ও। সোজা গিয়ে হাজির হলো স্কাউটের ক্যাম্পে।

আগুনের ধারে বসে রাইফেল পরিষ্কার করছিল কার্সেন, অসময়ে ব্রায়ানকে দেখে একটু অবাক হলো। 'কি ব্যাপার, ইয়াঙ ফেলো?'

বড় করে দম নিল ব্রায়ান। 'আন্টি শেফার্ড তাঁর সঙ্গে আমাদের নিয়ে যাবেন ঠিক করেছেন। কিছুতেই ছাড়ছেন না দেখে রাজি হয়ে গেলাম আমি। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, স্যার!'

আগুন অনুজ্জ্বল বলে ব্রায়ান ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। ওর চেহারা স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে না স্কাউট।

'তাহলে তো ভালই হলো, আজ রাতেই রওয়ানা হতে পারব আমি।' রাইফেলের বাঁটে খুশির চাপড় দিল কার্সেন। অস্ত্রটা পাশে নামিয়ে রেখে বলল, 'ভাল থেকো, ইয়াঙ ফেলো! তোমার সঙ্গে কখনও হয়তো আবার দেখা হয়ে যাবে আমার।'

'হয়তো হবে, স্যার! গুড বাই।' শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিল ব্রায়ান। হাঁটতে শুরু করল। মিথ্যে বলে নিজেকে ছোট লাগছে ওর। মনে হচ্ছে এভাবে লোকটাকে ঠকানো উচিত হলো না।

ওয়্যাগনে ফিরে ঘুমাল না ব্রায়ান। ওদের জন্তু আর মালপত্র রেখে এল অনেকটা দূরে সেজব্রাশের আড়ালে। রাত একটার দিকে

স্কাউটের ক্যাম্পের আগুন নিভে গেল। তারও পাঁচ মিনিট পরে ঘোড়ায় চড়ে লোকটাকে চলে যেতে দেখল সে। সময় হয়েছে বুঝে ঘুম থেকে ডাক দিয়ে তুলল সবাইকে। জেডের কোলে ঘুমন্ত অ্যানিকে দিয়ে, মেরি আর হীদারকে বলল, 'শব্দ কোরো না, ক্যাম্পে ইনজুন এসেছে! চলো, পালাই!'

সিউ ইন্ডিয়ানদের হামলার কথাটা বাচ্চারা ভোলেনি। কেউ টুঁ শব্দ করল না। ব্রায়ানের নির্দেশ মত কেলি, ক্যাথি আর জেড ওদের নিয়ে চলে গেল সেজব্রাশের কাছে। বাবার স্যাডল হর্সে মালপত্র বাঁধল ব্রায়ান। কেলি, হীদার আর মেরিকে একটা ষাঁড়ের পিঠে তুলে দিল। অন্যটায় চড়ে বসল জেড আর ক্যাথি। সব ঠিক আছে কিনা শেষবারের মত পরীক্ষা করে দেখল ব্রায়ান। তারপর পিচ্চি অ্যানিকে একহাতে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে পা বাড়াল। জন্তুগুলোর দড়ি ধরে আছে অন্য হাতে।

অত্যন্ত কাঁচা পরিকল্পনা। পরদিনই ধরা পড়ে যেত ওরা। কিন্তু বাদ সাধল ধূলিঝড়। ওদের সমস্ত ট্র্যাক মুছে গেল। সবাই ধরেই নিল বাচ্চাগুলো ফোর্ট ব্রিজারে রওয়ানা হয়ে গেছে স্কাউটের সঙ্গে। ওয়্যাগনটা দুর্গে রাখার বন্দোবস্ত করে এগিয়ে চললেন ক্যাপটেন শেফার্ড। জানতেও পারলেন না ভয়ানক বিপদসংকুল পথে ছুটছে ব্রায়ান তার ভাইবোনদের নিয়ে।

অবশ্য জানার সময়ও নেই তার, ওয়্যাগন ট্রেইনের মূল অংশটা শ'খানেক মাইল সামনে চলে গেছে। বিপদের ঝুঁকি বাড়ছে তাঁর ছোট্ট দলটার।

দুপুরে ট্রেইল থেকে সিকি মাইল দূরে উইলোর বনে ক্যাম্প করল ব্রায়ানরা। জেড আর ব্রায়ান তাঁবু ফেলার একটু পরই তুষারপাত শুরু হলো। চারপাশ ঝাপসা হয়ে যাওয়ায় আগুন জ্বালতে সাহস

পেল ওরা। পেমিকান স্ট্যু রাঁধল কেলি। নিজেরা খাওয়ার আগে দুধ গরম করে বাচ্চাকে খাওয়াল ব্রায়ান। বাচ্চা দ্বিতীয় বোতল না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ায় স্ট্যুর বাটি নিয়ে তাঁবুর ভেতর গোল হয়ে বসল ওরা। সবাই পরিশ্রান্ত। পেট ভরায় ঘুম নেমে এল ওদের চোখে। একটু উষ্ণতার আশায় গায়ে গা ঠেকিয়ে ঘুমাল ওরা। পরদিন ভোরের আগে ঘুম ভাঙল না কারও।

তুষারপাত থেমে সারারাত বৃষ্টি ঝরেছে। সকালের পরিষ্কার আকাশে উজ্জ্বল আলো ছড়াল লাল টুকটুকে সূর্য। উপত্যকার মাটি হলুদ বালু আর ধূসর-সবুজ সেজব্রাশে ঢেকে আছে, কিন্তু দু'পাশের পাহাড় বরফ মুড়ে নতুন সাজে সেজেছে। উইলো বনের কাছেই নিচু জমিতে জন্মেছে প্রচুর ঘাস। নিরীহ চেহারায় গুচ্ছ গুচ্ছ ঘাস ছিঁড়ে পেটে পুরছে ক্যাটলগুলো। বিশ্রাম পেয়ে বাচ্চাদের পথ চলার ক্লান্তি দূর হয়েছে। চারপাশ দেখে ব্রায়ানের বুক গর্বে ভরে উঠল। ভাল জায়গা বেছেছে সে ক্যাম্পের জন্যে।

'আঙ্কল বিল আর আন্টি এখন কি করছেন?' ব্রেকফাস্টে বসে জানতে চাইল কেলি।

'জানি না।' ধোঁয়া ওঠা সুপের বাটির দিকে হাত বাড়াল ব্রায়ান। 'খেয়ে নে। ট্রেইল ধরে কেউ না কেউ আসবে আজকে। তাড়াতাড়ি আগুন নেভাতে হবে।' চামচ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল ব্রায়ান। বাটি খালি করে বলল, 'আঙ্কল বিল এগিয়ে যাওয়া পর্যন্ত এখানেই লুকিয়ে থাকব আমরা। তারপর পিছু নেব। এক সপ্তাহ পর ওদের ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হলে আর ফেরত পাঠাতে পারবে না আমাদের।'

ব্রায়ানের ওপর পুরো আস্থা না রাখলে মার খাওয়ার ভয় আছে। আপত্তি করল না কেউ।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মুখ শুকিয়ে গেল ক্যাথির। এদিক ওদিক তাকাল বাচ্চা মেয়েটা। ফিসফিস করে বলল, 'ইনজুন! আসছে

ওরা, আওয়াজ পাচ্ছ না?'

চুপ করে গেল সবাই। ব্রায়ানের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। পানি ঢেলে আগুন নিভিয়ে দিল ব্রায়ান। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আওয়াজ করতে নিষেধ করল।

উত্তর-পূর্ব দিক থেকে ওয়্যাগনের ক্যাঁচকোঁচ আর খুরের শব্দ ধীরে ধীরে জোরাল হয়ে উঠল। উইলোর আড়াল থেকে ব্রায়ানরা দেখল ট্রেইল ধরে সারিবদ্ধভাবে চলেছে বিশটা ষাঁড়। পাঁচটা দু'চাকার ঠেলাগাড়ি টানছে ওগুলো। ঠেলাগাড়িতে মহা আরামে বসেছে মহিলারা। পুরুষরা ভারবাহী জন্তুগুলোকে তাড়া দিয়ে পাশে পাশে হাঁটছে।

'সামনের এক পা খোঁড়া ষাঁড়টা আঙ্কল বিলের,' বলল জেড।

'ওদের কল্পনাতেও আসবে না আমরা এত কাছেই আছি,' মেরি চেঁচিয়ে উঠলে যাতে মুখ চেপে ধরতে পারে সেজন্যে একহাত তৈরি রেখে বলল ব্রায়ান।

সামনের ট্রেইল ফাঁকা হয়ে যাবার পর উইলো বন থেকে বেরিয়ে এল ওরা সবাই। ব্রায়ান গিয়ে তাঁবু থেকে বাইবেল নিয়ে এল। সবাইকে অবাক চোখে তাকাতে দেখে বাইবেলে চুমু দিয়ে ভাবগম্ভীর স্বরে বলল, 'আজ রোববার। তোমরা গোল হয়ে বসো, আমি বাইবেল পড়ব।'

'তুমি এমন কে যে বাইবেল শোনাবে?' ফুঁসে উঠল জেড। 'আমি তোমার কাছে বাইবেল শুনতে চাই না।'

'কথা না শুনলে তোর কপালে মার আছে কিন্তু,' শান্ত স্বরে বলল ব্রায়ান।

আধহাত জিভ বের করে ভেঙচি কাটল জেড। 'শুনলাম না তোমার কথা। কি করবে তুমি?'

'দেখ্ কি করি!' বাইবেল ফেলে ছোট ভাইয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়ল ব্রায়ান। একমিনিট পর লড়াইয়ের ফলাফল স্থির হয়ে গেল। বরাবরের মতই মাটিতে বসে দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল জেড। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বাইবেল তুলে নিল ব্রায়ান। জেনেসিসের প্রথম চ্যাপটার থেকে পড়তে শুরু করল। চেষ্টা করছে গলার স্বর যাতে মোটা শোনায়।

সকালের পর থেকে বাকি দিন খুব ভাল কাটল। সবাইকে খেলায় মাতিয়ে তুলল ব্রায়ান। জেডও অভিমান ভুলে খেলায় যোগ দিল। ভেবে দেখেছে, বড়ভাইয়ের হাতে মার খাওয়ায় খারাপ কিছু নেই। তাছাড়া বাবার সমস্ত কাজ ব্রায়ানকে একা করতে হচ্ছে, ওর মাথা ঠিক থাকবে কেন!

পরদিন বিকেলে আঙ্কল বিলদের ক্যাম্পফায়ার ছাড়িয়ে আরেকটু সামনে ক্যাম্প করল ওরা। এবারও চমৎকার জায়গায় থেমেছে ব্রায়ান। জমি ঘাসে ভরা। ট্রেইল থেকে একটু দূরে বইছে স্নেক রিভার। দু'ধারে জঙ্গল। শুকনো কাঠের অভাব হবে না। কপাল গুণে দু'চাকার একটা পরিত্যক্ত ঠেলাগাড়ি পেয়ে গেল ওরা। ব্রায়ান ছাড়া আর সবার মধ্যে গুপ্তধন খুঁজে পাবার আনন্দ উথলে উঠল।

পানি আনতে নদীর তীরে গিয়ে কার্ট পাওয়ার কারণ বুঝতে পারল ব্রায়ান। নদীর ধারে পাথুরে চড়ায় পড়ে আছে একটা ষাঁড়ের অবশিষ্টাংশ। সামনের দু'পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। গুলি করে মারা হয়েছে আহত ষাঁড়টাকে। চাহিদা মিটিয়ে নিয়েছে ক্যারাভানের লোকরা। ব্রায়ান হতাশ হয়ে দেখল একটুকরো মাংসও লেগে নেই কঙ্কালের গায়ে।

সাত

স্নেক রিভার উপত্যকা। নামটা যেমন, তারচেয়েও ভয়ানক রকমের দুর্গম এলাকা। উত্তর-দক্ষিণে দেয়ালের মত মাথা তুলেছে বরফ মোড়া উঁচু পাহাড়। প্রচুর চড়াই উতরাই আছে জমিতে। উপত্যকার মাঝে একটা গভীর খাদ ধরে বয়ে যাচ্ছে স্নেক রিভার। ক্যানিয়ন তৈরি করেছে নদীটা। পুবদিকে ক্যানিয়নের দেয়াল উচ্চতায় কম, তবে ক্রমেই উঁচু হয়ে নদী থেকে একমাইল ওপরে উঠে গেছে।

ক্যানিয়নের ধার ঘেঁষে এগিয়েছে ট্রেইল। কোথাও কোথাও ঝর্না আর পাহাড় বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় নদীর ধার থেকে সরে এসেছে। এ-পথের বর্ণনা দিতে গিয়ে মিশনারী নেভিলের একজন সহযাত্রী লিখেছেন: 'সামনের পথ এতই খারাপ এটা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। কোনও কোনও দিন আমরা তিনবার পার হয়েছি স্নেক রিভার! পর পর তিনদিন ঘাস পায়নি আমাদের ক্যাটলগুলো! খিদেয় কাঁদছে বাচ্চারা। আমরা জানি না এই ভয়াবহ এলাকা পেরোতে পারব কিনা।'

এই আঁকাবাঁকা পথ ধরেই এগিয়ে চলল ব্রায়ানরা।

চতুর্থ রাতে ওরা ক্যাম্প করল ফাঁকা একটা জায়গায়। সবাই মাত্রাতিরিক্ত পথশ্রমে ক্লান্ত। পিচ্চি অ্যানির এমনকি কাঁদার শক্তিও নেই। মাঝরাতে বাচ্চাটাকে আরেকবার দুধ খাইয়ে তারপর ঘুমাল

ব্রায়ান।

পরদিন সকালে বৃষ্টির শীতল ঝাপটায় ঘুম ভাঙল ওদের। কার্টটা পেয়ে যাওয়ায় ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল ব্রায়ান। ওটার ওপর ছোটদের তুলে ব্ল্যাংকেট আর তাঁবুর ক্যানভাস দিয়ে ঢাকল যাতে ভিজে কেউ সর্দি না লাগায়। তারপর জন্তুগুলোর পাশে পাশে এগোল সে আর জেড।

উপত্যকার বালুময় সমতলভূমি দিয়ে ট্রেইল গেছে বেশির ভাগ সময়। বেশি খাটতে হলো না ব্রায়ান আর জেডকে। শুধু জমি যেখানে ঢালু হয়ে উপরে উঠেছে সেখানে পেছন থেকে কার্ট ঠেলল ওরা। আগের রাতে আঙ্কল বিলরা ক্যাম্প করেছিল এমন একটা জায়গায় সন্ধ্যায় থামল ব্রায়ান। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে বড়রা ভুলে কিছু ফেলে গেছে কিনা খুঁজল ওরা। হতাশ হতে হলো। খাওয়া শেষে ছুঁড়ে দেয়া গরুর হাড় ছাড়া আর কিছুই মিলল না।

ঘুম থেকে উঠে ব্রায়ান দেখল মাত্র সূর্য উঠেছে। আকাশ পরিষ্কার, একফোঁটা মেঘও নেই। একঘণ্টা পর রওয়ানা হলো ওরা। দুপুর পর্যন্ত এগোনোর গতি হলো দ্রুত। তারপর থামতে হলো ওদের। সামনে নিচু হয়ে নদীর তীরে মিশেছে ক্যানিয়নের দেয়াল। ট্রেইল এখানেই শেষ। চওড়া নদীটার মাঝখানে ছোট ছোট কয়েকটা দ্বীপ। মিসৌরি থেকে আসার পথে অনেক ঝর্না ওরা পার হয়েছে, তবে সেগুলো এধরনের কিছু ছিল না। নদীর পানি স্রোতে পাক খেয়ে ফেনা তুলে নেচে নেচে ছুটছে। ভয় মেশানো বিস্ময় নিয়ে স্নেক রিভারের দিকে চেয়ে রইল সবাই।

'কি করে পার হব?' হতাশ চেহারায় নদীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ব্রায়ানকে দেখল জেড।

'দাঁড়া, দেখি!'

পিঠে উঠে গরুটাকে নদীর দিকে তাড়িয়ে নিল ব্রায়ান। স্রোতে

ভেসে যেতে পারে। ভয়টাকে মন থেকে জোর খাটিয়ে দূর করল ও।

নদীতে নেমে দশফুট যাওয়ার আগেই গরুর পায়ের তলা থেকে মাটি গায়েব হয়ে গেল। ঢুলঢুলু চোখ দুটো বিস্ফারিত করে ব্রায়ানকে পিঠে নিয়ে তাড়াতাড়ি তীরের দিকে মুখ ফেরাল বেচারি। অনেক কষ্টে পাড়ে উঠে গায়ের পানি ঝেড়ে ফেলার জন্য লেজ আছড়াল। দু'চার ঘা খেয়ে নেমে পড়ল ব্রায়ান। পিঠের জ্বলুনি পাত্তা না দিয়ে বলল, 'অ্যানির গায়ে পানি লাগলে সর্বনাশ, এমন ঠাণ্ডার ঠাণ্ডা যে আমার হাড্ডি পর্যন্ত জমে গেছে!'

বাচ্চা কোলে নিয়ে শিউরে উঠল কেলি। 'তুমি আমাদের বলোনি এত বড় নদী পার হতে হবে!'

'ওই দ্বীপগুলোর একটাতে ক্যাম্প করব আমরা।' দৃঢ় শোনাল ব্রায়ানের গলা। মনে মনে আরেকবার প্রতিজ্ঞা করল, বাবার ইচ্ছে বিফল হতে দেবে না। 'জেড, আয় উইলোর শুকনো ডাল কাটতে হবে,' বলল সে। 'চাকা দুটো বেশি ভারী। ওগুলো খুলে কার্টের তলায় উইলোর ডাল বাঁধলে ভাসবে জিনিসটা।'

'চাকা খুলে ফেললে বাক্সটা নদী পর্যন্ত নিতে পারব না আমরা,' প্রতিবাদ করল জেড।

গম্ভীর হয়ে গেল ব্রায়ানের চেহারা। 'যা বলেছি তাই করো! নদীর ধারে নিয়ে কার্টের চাকা খুলব আমি।'

উইলোর ডাল আর ঝোপ কেটে নদীর তীরে জমা করল ওরা দু'ভাই। দড়ি দিয়ে বেঁধে ভেলা তৈরি করতে ঘণ্টা দুয়েক লাগল। ভেলার গায়ে কার্ট ঠেকিয়ে চাকা দুটোর বল্টু খুলে ফেলল ব্রায়ান। ষাঁড় দুটোকে কার্টের টেইলবোর্ডে বেঁধে বলল, 'ওগুলোকে তাড়া দে। আগে কার্ট ভেলায় উঠুক, তারপর ভেলাসহ নদীতে নামাব!'

জেডের হাতে চাবুক হিসিয়ে উঠল। আগে বাড়ল ষাঁড় দুটো।

ভেলার গায়ে ঠেকতেই কার্টের চাকা খুলে গেল। টানের চোটে ওগুলো ছাড়াই ভেলার ওপর চড়ে বসল কার্ট। ষাঁড়গুলোকে থামিয়ে ভেলার সঙ্গে দ্রুত কার্ট বেঁধে ফেলল ব্রায়ান।

ওর কাজ শেষ হওয়ার পর হাসি হাসি চেহারায় বিদঘুটে ভেলাটা দেখল জেড। তারপর প্রশংসার সুরে বলল, 'তোমার বুদ্ধি নেই সেটা বোধহয় ঠিক নয়।'

'এই তো সত্যি কথাটা বোঝার মত বুদ্ধি হচ্ছে তোর,' মুচকি হেসে শান্তস্বরে কথাটা বলল ব্রায়ান। 'যা, সবাইকে বল দুইবার আসা যাওয়া করতে হতে পারে। প্রথমবারে যাবে মেয়েরা। মালপত্র পরে।'

একটা পাথরের সঙ্গে ভেলার দড়ি বাঁধার পর ষাঁড়গুলোকে নদীতে নামতে তাগাদা দিল জেড। মিনিট পনেরো পরে ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে তীরে উঠে এল ষাঁড় দুটো। ভেলা নদীর পানিতে ভাসছে। গর্বে ব্রায়ানের বুক ফুলে উঠল। দারুণ ভেলা বানিয়েছে ওরা।

বাচ্চাদের ওঠানোর পরেও কার্ট বক্স পানি থেকে অনেক ওপরে রইল। সাহস করে মালপত্র চাপাতে শুরু করল ব্রায়ান। কার্ট হুইল ছাড়া সমস্ত মালপত্র উঠিয়ে দিল। ডুবল না ভেলা। হুইলগুলো নেয়া বিপজ্জনক বুঝে ক্ষান্ত দিল সিম্পসন পরিবারের কর্তা। টো রোপে ষাঁড় বেঁধে তাড়া দিল। বিজয়ী আলেকজান্ডারের ভঙ্গিতে চেপে বসেছে একটার পিঠে। চাবুকের ভয়ে তীব্র স্রোত আর ঠাণ্ডা পানির কথা ভুলে নদীতে ঝাঁপ দিল জন্তুগুলো।

বেকায়দা ভঙ্গিতে ভাটির দিকে যেতে চাইছে ভেলা। ষাঁড়গুলোর মাথা দ্বীপের দিকে। প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ছে ওরা। এগোতে পারছে না। ইঞ্চি ইঞ্চি করে পিছিয়ে আসছে। স্রোতের কাছে একবার হার মানলে আর ফেরানো যাবে না ওদের। বাড়ি

দিচ্ছে ঢেউ। দোলাচ্ছে। তীব্র টানে উল্টাবে ভেলা। পেছনদিকে বসে আতঙ্কিত চেহারায় তাঁবুর খুঁটি দিয়ে বৈঠা বাইছে জেড। কোনও কাজ হচ্ছে না। ক্যাথি, হীদার আর মেরি ভয়ে কাঁদতে লাগল। ধমক দিল জেড।

মুহূর্তের জন্য ব্রায়ানের মনে হলো হেরে গেছে। তারপর বনিকে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখল সে। ওকে ফেলেই চলে যাওয়া হচ্ছে ভেবে হাঁসফাঁস করতে করতে ছুটে আসছে গরুটা। 'তাড়াতাড়ি! বনি, তাড়াতাড়ি!' চেঁচাল ব্রায়ান। একহাতে ধরে ফেলল গরুর দড়ি। বাতাসে সশব্দে চাবুক ফোটাল।

গরুটাকে সামনেই সাঁতরাতে দেখে সাহস ফিরে পেল ষাঁড়গুলো। চাবুকের শব্দ স্রোতে ভেসে যাওয়ার ভয় ছাপিয়ে উঠল। মনিব এগোতে বলছে, কোনও চিন্তা নেই! খুব ধীরে ধীরে সিধে হলো ভেলা; বনির জোরটুকু কাজে লাগছে। দ্বীপের দিকে এগোল ওরা স্রোতের টান অগ্রাহ্য করে। একটু একটু করে কাছে চলে আসছে নিরাপদ আশ্রয়।

সন্ধেয় নদীর মাঝখানের দ্বীপে পৌঁছাল ওরা। পানির ওপর ঝুঁকে থাকা সিডারের একটা মোটা ডালে ভেলা বাঁধল ব্রায়ান। বাচ্চাদের মাটিতে নামতে সাহায্য করল। জেড শুকনো কাঠ কেটে এনে আগুন ধরাল। পিচ্চি অ্যানিকে ঘুম পাড়িয়ে পেমিকান স্ট্যু রাঁধল কেলি। আজকের এই বিশেষ উপলক্ষে সবাইকে একটুকরো করে রুটি দেয়ার নির্দেশ দিল ব্রায়ান।

'কার্ট হুইল আনবে কি করে?' খাওয়া শেষ করে জানতে চাইল কেলি।

'আনব না। পচুক ওগুলো!' গরুগুলোর ঘাস খাওয়া দেখছে ব্রায়ান। আগুনের ধারে ব্ল্যাংকেট মুড়ি দিয়ে বসে আছে সে। গরম পাথরের ওপর শার্ট চেপে ধরে শুকিয়ে নিচ্ছে। আড়চোখে দেখল

জেড আর কেলির গম্ভীর চেহারা, তারপর বলল, 'কিছুতেই আরেকবার নদী পেরব না আমি। তোদের ইচ্ছে হলে চাক্কা নিয়ে আয় না, আমি বারণ করেছি নাকি!'

'কার্ট ছাড়া বাচ্চাদের কষ্ট হবে।'

'তাছাড়া ঝড়-বাদলের মধ্যে...'

'যা-যা, অত চিন্তা করতে হবে না!' পাথরের ওপর উল্টো করে শার্টের হাতা চেপে ধরল গম্ভীর ব্রায়ান।

কেলি আর জেড ঘুমাতে যাওয়ার পরও থম মেরে বসে থাকল ব্রায়ান। আজকে ওর ভুল ধারণা ভেঙে গেছে। এতদিন মনে করত বাবা মরার পর দায়িত্ব নেয়া শিখে গেছে, কিন্তু কথাটা একদম ঠিক নয়। 'কি করব আমি?' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিজেকে প্রশ্ন করল ব্রায়ান। 'এতদিন বড়রা ছিল, ভুল ধরিয়ে দিত। কিন্তু এখন?'

বাবা-মার কথা মনে পড়ল ওর। একটু দেখতে ইচ্ছে হলো। মনে হলো কি করতে হবে তা যদি বলে দিতেন তাঁরা! 'বাবা পেটালেও আমি আর পালাতাম না।' হাঁটুতে মাথা গুঁজে কেঁদে ফেলল ব্রায়ান। কাউকে বলেনি আঙ্কল বিলের ট্র্যাক হারিয়ে ফেলেছে ও। একশো মাইলের মধ্যে তাঁরা আছেন কিনা কে জানে। নিশ্চয় আছেন। কিন্তু খুঁজে বের করা কি সম্ভব? দেখা হলে তাঁরা ফেরত পাঠাবেন, উইলামেট উপত্যকায় ফার্ম করা হবে না ওদের। স্বর্গেও শান্তি পাবেন না বাবা। 'না, আমি কাঁদব না!' ব্রায়ানের চিবুক থেকে মাটিতে ঝরে পড়ল দু'ফোঁটা অশ্রু বিন্দু। একসময় কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

সকালে সূর্যের উজ্জ্বল আলো চোখে পড়ায় ঘুম ভাঙল ব্রায়ানের। দেখল সবাই তখনও ঘুমাচ্ছে। 'অরিগনে চলো! অরিগনে!' কাপড় গায়ে চড়িয়ে আঙ্কল বিলের অনুকরণে চেঁচিয়ে উঠল সে। ফুরফুরে লাগছে ওর মনটা। অরিগনে যাওয়া কোনও

ব্যাপারই নয়, মনের ভেতর থেকে সাহস যোগাচ্ছে কে যেন।

'রাতে বাচ্চাকে খাইয়েছিস?' কেলিকে তাঁবু থেকে চোখ ডলতে ডলতে বেরতে দেখে জিজ্ঞেস করল সে।

'সবসময় তুমিই তো খাওয়াও! কাল খাওয়াওনি?' বড় বড় চোখ করে তাকাল কেলি। ভাবতেও পারছে না ব্রায়ান কাজটা ভুলে যেতে পারে।

'তুই আগুন ধরা, জেডকে বল্ দুধ যাতে দুইয়ে ফেলে!' দৌড়ে গিয়ে তাঁবু থেকে অ্যানিকে নিয়ে এল ব্রায়ান। দু'হাতে দোলাচ্ছে। 'আহারে আমার ছোট্ট লক্ষ্মী বোন! তোমার স্বার্থপর এই ভাইটা তোমাকে দুদু খাওয়াতে ভুলে গিয়েছিল। রাতে খুব কষ্ট হয়েছে বুঝি?'

পরিচিত চেহারা আর গলার আওয়াজে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল অ্যানি, চোখ পিট পিট করে বড়ভাইকে দেখছে। বোনের কপালে চুমু খেল ব্রায়ান। তার অন্য হাত ব্যস্ত দুধের শিশি নিয়ে।

বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে কেলির কাছে দিল ব্রায়ান। আড়ালে এসে মনের আমোদে প্যান্ট খুলতে খুলতে বলল, 'আজকে বনির পালা।' গরুটাকে ঠেলা ধাক্কা দিয়ে নদীতে নামিয়ে পাশে পাশে সাঁতরে চলল সে। কার্ট হুইল আনতে চলেছে।

একঘণ্টা পর কোনও বিপদ ছাড়াই ফিরতে পারল ব্রায়ান। চাকাগুলো বনি অবলীলায় নিয়ে এসেছে। মাঝপথ পেরিয়ে যখনই দেখেছে ষাঁড়গুলো দ্বীপের ঘাস শেষ করে ফেলছে, হাম্বা-বাঁ-বাঁ করে ডেকে উঠেছে, বাড়িয়ে দিয়েছে সাঁতারের গতি। প্রাণপণ সাঁতরেও বনির আধ মিনিট পর দ্বীপে পৌঁছেছে ব্রায়ান।

ময়লা তোয়ালেটা হাতে তীরে দাঁড়িয়ে ছিল জেড, দিগম্বর ব্রায়ান পানি ছেড়ে উঠতেই গা মুছে দিয়ে বীরের সংবর্ধনা দিল। সর্বক্ষণ মুখ চলছে ওর: 'কি খেল্‌টাই না দেখালে! ওহ্ দারুণ!

কেলি, কই গেলি, গরম সুপ নিয়ে আয়! সুপ খেয়ে গায়ে জোর আনো, বুড়ো কয়োট। আমি যাই, গরুটাকে চুমু খেয়ে আসি। তোমার বদলে ওকে চুমু খেলে ঠোঁটে ময়লা কম লাগবে বলেই…ভেব না তোমাকে ঘৃণা করি।'

'বোকারা শুরুতে মহাপুরুষদের একটু ঘৃণা করেই।' গর্বের হাসিতে দাঁত বেরিয়ে গেল ব্রায়ানের। ঝটপট প্যান্ট পরল।

'দাও, আমি ব্রায়ানকে সুপ দিই,' আবদার ধরল হীদার।

'না-না, আমাকে দাও, প্লীইইজ!' চেঁচাল মেরি।

'আঁহিঁহিঁ খুব প্রিয়,' কেলির কাছ থেকে সুপের বাটি নিয়ে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বলল ব্রায়ান।

'ওপারে যেতে আর কষ্ট হবে না,' জানাল কেলি। 'জেড দেখে এসেছে। দ্বীপের এপাশে দু'ফুট পানিও নেই নদীতে।'

দুপুরে নদী পেরল ওরা। উত্তর তীর ধরে পশ্চিমে এগোল। মাত্র তিনমাইল যেতেই সন্ধে নেমে এল। জমি পাথুরে। উঁচু-নিচু ঢালে ভরা। ওই সব জায়গায় ব্রায়ানের নির্দেশে কার্ট থেকে নেমে হেঁটেছে বাচ্চারা। ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল সবাই, কোনমতে তাঁবু টাঙাল। রাতে পেঁজা তুলোর মত নামল তুষার। একটু উষ্ণতার আশায় কাছাকাছি হয়ে শুলো ওরা। বারবার ছোট ভাই-বোনদের গায়ে ব্ল্যাংকেট টেনে দিল ব্রায়ান। গুনে দেখল তাঁবুর ভেতরে সবাই আছে কিনা। তারপর একসময় ঘুমাল ও। মাঝে মাঝে ঘুম পাতলা হয়ে এলে শুনতে পেল তাঁবুর ক্যানভাসে তুষার পড়ার কোমল শব্দ।

ট্রেইল বরফে ঢেকে গেছে। চারপাশে যতদূর চোখ যায় সাদা রঙ সবুজকে মুছে দিয়েছে। ঘুম থেকে উঠে অবস্থা দেখে ভয় পেল না ব্রায়ান। ও জানে, স্নেক রিভারের তীর ধরে গেলে হারাবার সম্ভাবনা নেই। সেদিন সকালে একটু দেরি করে রওয়ানা হলো ওরা।

আট

ক্যানিয়নের দেয়াল হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। বিপজ্জনক খাড়া ট্রেইল। শত শত ফুট নিচে বইছে স্নেক রিভার। নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে ওঠে। ধীরে ধীরে খুব সাবধানে নামল ব্রায়ানরা। নদীর পাড়ে চলে এল। জায়গাটা ছায়া ছায়া আর অন্ধকার, তবে হিমশীতল বাতাসের উৎপাত নেই। জলপ্রপাতের জোরাল শব্দ ভেসে আসছে।

এক ঝাড় উইলো গাছের ভেতর দিয়ে ট্রেইল গেছে। ওখানে পৌঁছে ষাঁড় থামাল হতভম্ব ব্রায়ান। বাফেলোর চামড়া দিয়ে তৈরি তিনটা ইন্ডিয়ান লজ চোখে পড়েছে ওর। তাঁবুগুলো দেখতে একদম উল্টানো কোন আইসক্রীমের মত।

ওদের দেখে চেঁচিয়ে উঠল একটা ছেলে। জলপ্রপাতের আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেল তার তীক্ষ্ণ গলার স্বর। তাঁবুগুলো থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল ইন্ডিয়ান মহিলা আর বাচ্চার দল। সবার পরনে নোংরা পোশাক। ওরা এতই ময়লা যে নিজেকে ব্রায়ানের খুব পরিষ্কার মনে হলো। নদীর দিক থেকে দৌড়ে এল বাদামী চেহারার ছ'সাত জন ব্রেভ।

'তোমরা সবাই কার্টের পেছনে থাকো,' নির্দেশ দেয়ার সময় গলা কেঁপে গেল ব্রায়ানের। জেডও রোনদের সঙ্গে রয়েছে দেখে বলল, 'তুমি না, জেড! অস্ত্র নিয়ে আমার পাশে দাঁড়াও। আমারটাও

এনো!' জেড নির্দেশ পালন করায় স্বস্তির শ্বাস ফেলল সে। সবচেয়ে বড়সড় ব্রেভের দিকে তাকিয়ে দেখিয়ে দিল ওর দু'পাটিতে কতগুলো দাঁত আছে।

বিরাট এক স্যামন লোকটার হাতে। হ্যাট থেকে দুটো বড়শি খুলে ইঙ্গিতে মাছটা দেখাল ব্রায়ান। মাথা নাড়ল ইন্ডিয়ান। এত কমে পুষবে না, আঙুল তুলে জেডের রাইফেলটা চাইল লোকটা। জেডকে সাবধান করল ব্রায়ান। লোকগুলোর হাতে কিছুতেই আগ্নেয়াস্ত্র দেয়া যাবে না।

গপ্প শুরু হয়ে গেল ইন্ডিয়ান মহিলাদের মাঝে। পিচ্চি অ্যানির দিকে বারবার তাকাচ্ছে ওরা। ভালমত দেখার সুযোগ করে দিতে অ্যানিকে নিয়ে এসে গা থেকে ব্ল্যাংকেট সরাল ব্রায়ান। ভয়ে ওর বুক কাঁপছে, কিন্তু চেহারা দেখে তা বোঝার উপায় নেই। বুঝতে পারছে উৎকণ্ঠিত চোখে ওর কীর্তিকলাপ লক্ষ করছে কেলি।

মহিলাদের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষরাও এগিয়ে এল অ্যানিকে দেখার জন্য। লোকগুলোকে উচ্ছ্বসিত চেহারায় বকবক করতে শুনে একটু স্বস্তি পেল ব্রায়ান। চেহারা দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না, অ্যানির প্রশংসা করছে ইন্ডিয়ানরা। তবে ওর মনের শান্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না।

হাত নেড়ে ব্রায়ানের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ইন্ডিয়ানদের নেতা। তিনটা বাচ্চার মাথায় হালকা চাঁটি বসিয়ে নিজের বুকে টোকা দিল। তারপর দাঁত বের করে ব্রায়ানদের দিকে তাকিয়ে হাসল। মানে সে ওই বাচ্চাগুলোর বাপ। এবার একে একে সিম্পসন পরিবারের সবাইকে আঙুল তুলে দেখাল। ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে হাত নাড়ছে।

'তুমি জানতে চাও আমার বাবা কোথায়,' বলল ব্রায়ান। 'কিন্তু সেটা তো বলা যাবে না তোমাকে!' ইন্ডিয়ানকে ড্যাবড্যাব করে

তাকিয়ে থাকতে দেখে পুবদিকে হাত নাড়ল সে। একবার দু'চোখ বন্ধ করে তারপর আবার খুলল। আকাশে ডানহাতের তর্জনী তাক করে জোরাল ঝাঁকি দিল হাতে।

স্বস্তির ছাপ পড়ল ইন্ডিয়ান চীফের চেহারায়। তাহলে পুবদিকে একরাতের পথ পেছনে আছে ছেলেটার বাবা। সঙ্গী সাথীদের উদ্দেশে বক্তৃতা ঝাড়তে লাগল সে। বাচ্চারা পর্যন্ত গোগ্রাসে গিলছে তার কথা।

'বুঝলি,' পেছনে দাঁড়ানো জেডের উদ্দেশে জ্ঞান ঝাড়ল ব্রায়ান, 'ওই হোঁতকা লোকটাই ওদের নেতা। আমি বলেছি কালকে সকালে বড়রা এখানে পৌঁছাবে। ব্যাটা মনে হয় আমাদের কোনও ক্ষতি করার সাহস পাবে না।'

জেড ভয়ের চোটে দাঁত দিয়ে জিভ কামড়ে রেখেছে বলে জবাব দিতে পারল না।

কথা শেষে ব্রায়ানের দিকে ফিরল ইন্ডিয়ান চীফ। আকার ইঙ্গিতে দরদাম শেষে তিনটা ফিশ হুকের বদলে স্যামনের দখল পেল ব্রায়ান। দামটা অনেক চড়া, কিন্তু কিছু করার নেই ওর। মাছটা না কিনলে হয়তো এমনি এমনি ফিশ হুক কেড়ে নেবে, কে জানে!

কার্টে স্যামন রেখে ব্রায়ান বলল, 'কেলি, বাচ্চাদের নিয়ে ট্রেইল ধরে পিছিয়ে যা। জেড, ষাঁড়গুলোকে নিয়ে ওদের পেছন পেছন যাবি। আমি পাহারায় থাকছি।'

কিন্তু জেডকে ষাঁড়ের দড়ি ছুঁতেই দিল না ইন্ডিয়ানরা। একটু দূরে ঘাসজমিতে নিয়ে ছেড়ে দেয়া হলো ওগুলোকে। নেতার নির্দেশে ছুটে গিয়ে ট্রেইল থেকে মেয়েদের খেদিয়ে আনল এক ইন্ডিয়ান ছোকরা। কেলি আপত্তি করায় মারতে হাত উঠিয়েছিল, এমন সময় রাইফেল নেড়ে চেঁচিয়ে সাবধান করল ব্রায়ান। গম্ভীর ওর চেহারা। বোনদের অপমান করলে ছাড়বে না ও।

ব্রায়ানকে রাইফেল তুলতে দেখে কি যেন বলল চীফ। মাথা ঝাঁকিয়ে হাত নামিয়ে কেলিকে এগোতে ইশারা করল ছেলেটা। ষাঁড়গুলোর কাছাকাছি কার্ট নিয়ে রাখল কয়েকজন।

'ওরা চাইছে আমরা এখানেই ক্যাম্প করি, ব্রায়ান।' ভয়ে জেডের গলার স্বর বুজে এল। 'এখন?'

'যা বলছে করো। গুলি করলে পাহাড়কেও লাগাতে পারব না। আমার হাত কাঁপছে!'

'আমারও একই অবস্থা,' ফিসফিস করে বলল জেড।

সবাইকে নিয়ে কার্টের তলায় আশ্রয় নিয়েছে কেলি। জেড আর ব্রায়ানও রাইফেল হাতে কার্টের দু'পাশে দাঁড়াল। ইন্ডিয়ানরা একটু দূরে বসে আছে, কৌতূহল নিয়ে দেখছে ওদের কাণ্ড-কারখানা। তারপর একসময় উৎসাহ হারিয়ে যার যার কাজে চলে গেল ওরা। শুধু একজন পাহারায় রইল।

উপর থেকে দেখতে যতই আঁধার দেখাক, নদীর পাড়ে আসলে যথেষ্ট আলো আছে। অনেক উপরের আকাশে কুয়াশা সরে যেতেই শেষ বিকেলের রঙ মাখা মেঘ ভেসে যেতে দেখা গেল। ভয় একটু কমলে কোথায় আছে খেয়াল করে দেখল বাচ্চারা।

নদীর ধার দিয়ে ট্রেইল গেছে। জমিতে ঘাসের অভাব নেই। উইলো গাছের জঙ্গল ট্রেইলের দু'পাশে। নদীতে দু'ফুট উঁচু একটা ছোট্ট জলপ্রপাত, ইন্ডিয়ানরা মাছ ধরছে ওখানে। ব্রায়ানের মনে হলো নদীর ওই জায়গাটা হেঁটে পার হওয়া যাবে। নদীর ওপারে ক্যানিয়নের দেয়াল বেয়ে এঁকেবেঁকে ট্রেইল উঠে গেছে, দেখেছে সে।

তাঁবু খাটানোর পর আজ আর হৈ-চৈ করল না বাচ্চারা। বড় চারজন গম্ভীর চেহারায় চুপচাপ কাজ সারতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বাচ্চা রাখল ক্যাথি। দুধ দোয়াল জেড। ব্রায়ান আগুন জ্বেলে অ্যানির

দুধের বোতল ধুতে বসল। রাঁধছে কেলি।

খাওয়া শেষ হলো নীরবে। বাচ্চারা কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর কেলি ওদের নিয়ে তাঁবুর ভেতর ঢুকল। আগুনের ধারে অস্ত্র হাতে শুধু বসে রইল ব্রায়ান আর জেড। ঘুম নেই ওদের চোখে। বোনদের পাহারা দিয়ে রাখতে হবে।

'বড়রা পেছন পেছন আসছে না বুঝলে কি করবে ওরা?' একসময় আগুনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে জানতে চাইল জেড।

'ওরা বোঝার আগেই পালাব আমরা।'

'কি করে? ওহ, ব্রায়ান, কেন যে আমরা এমন বোকামি করলাম।' কান্না চাপতে গিয়ে বিকৃত হয়ে গেল জেডের চেহারা। মুখ ঘুরিয়ে নিল। অরিগনে যাওয়া হবে না আর। ইন্ডিয়ানরা কি ওদের বাঁচিয়ে রাখবে? মা থাকলে এখন দৌড়ে গিয়ে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া যেত। বাবা-মা নিশ্চয়ই বাঁচাতেন ওদের। বাবা রাইফেল হাতে দাঁড়ালে...

'অ্যানি আর মেরিকে আন্ট শেফার্ড নিয়ে গেলে তোর ভাল লাগত? আর বাবার ফার্ম—সেটার কি হবে? ফোর্ট ব্রিজারে থাকলে বুড়ো ব্রিজার সুযোগ পেলেই মেরে পিঠের ছাল ছাড়াত, সেটা তোর পছন্দ?' ছোট ভাইয়ের কাঁধে কাঁপা কাঁপা হাত রেখে মৃদু চাপ দিল ব্রায়ান। 'ভয় পেয়ে প্যান্ট নষ্ট করিস না, জেড! আমি ফোর্ট হলে এইসব ইন্ডিয়ানদের কথা শুনেছি। এরা ব্রিটিশদের সঙ্গে ব্যবসা করে, আমাদের ক্ষতি করবে না।'

'একবার জান নিয়ে বেরতে পারলে সোজা ফোর্ট হলে ফিরে যাব।' দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল জেড।

'যা, তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়। হাতের কাছে রাইফেল রাখবি।'

'তুমি?'

'আমি পাহারা দিতে দিতে ভেবে দেখি কি করা যায়। একটা না

একটা উপায় বেরোবেই।'

ইন্ডিয়ানরা বিরক্ত করতে এল না, জেড চলে যাওয়ার পর একা বসে কয়েক ঘণ্টা চিন্তা করল ব্রায়ান। উদ্ধার পেতে হবে এখান থেকে। একের পর এক বুদ্ধি এল ওর মাথায়। পরিকল্পনা আঁটল, তারপর বাতিল করে দিল। উঁহুঁ, কাজ হচ্ছে না। পায়চারি শুরু করল সে। চিন্তাটা হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মত ঝিলিক দিল। লোভ দেখালে কেমন হয়? ফিশ হুক আর তামাকের লোভ দেখিয়ে যদি আঙ্কল বিলদের কাছে পৌঁছে দিতে বলে, তাহলে ইন্ডিয়ান চীফ রাজি হবে? যতই ভাবল পরিকল্পনাটা চমৎকার বলে মনে হলো ব্রায়ানের। অ্যানিকে রাতের দুধ খাইয়ে এসে আবার আগুনের ধারে বসল ও। ভীষণ পরিশ্রান্ত লাগছে, একটু বিশ্রাম দরকার চোখ দুটোর। পাঁচ মিনিটের জন্য একটু চোখ বন্ধ করলে কি এমন ক্ষতি হবে!

নদী পেরনোর দিনও এতটা ক্লান্ত হয়নি ব্রায়ান। কখন ঘুমিয়ে পড়ল টেরও পেল না। ঘুম ভাঙল দশ ঘণ্টা পর—বৃষ্টিতে। মুখের ওপর ঠাণ্ডা পানির বড় বড় ফোঁটাগুলো পড়তেই চোখ মেলল ও। চিত হয়ে শুয়ে আছে। পা দুটো গত রাতের ভেজা ছাইয়ের ভেতর। আড়ষ্ট শরীরে উঠে দাঁড়াল ব্রায়ান। ক্যানিয়নের ভেতরে ঢোকা আবছা আলোয় চোখ কচলে দেখল কয়েকবার। নাহ্, ভুল দেখেনি, ইন্ডিয়ানরা চলে গেছে। তাঁবুগুলো নেই।

চেঁচিয়ে সবাইকে ডাক দিয়ে উইলোর জঙ্গলের দিকে ছুটল ব্রায়ান। স্বস্তির শ্বাস ফেলল ওদের জন্তুগুলোকে চরতে দেখে। কিন্তু তাঁবুতে ঢুকে মন থেকে স্বস্তিটুকু উবে গেল ওর। বিকেলে কার্ট থেকে মালপত্র নামিয়ে তাঁবুতে রেখেছিল ওরা। বাচ্চার কার্পেট ব্যাগ, রান্নার সরঞ্জাম, সামান্য কিছু অ্যামুনিশন ও একটা রাইফেল আর কুড়ালটা ছাড়া কিছুই নেই এখন! খাবার, অস্ত্র, বাড়তি ব্ল্যাংকেট, তামাক, বেশিরভাগ ফিশ হুক—ইন্ডিয়ানরা সবকিছু নিয়ে গেছে।

তাঁবুতে বসে থাকল ওরা। এখন কি হবে ভেবে বড়রা সবাই হতাশ। কথা বলছে না কেউ। ব্রায়ান, জেড আর কেলিকে ভীত চেহারায় পালা করে দেখছে ক্যাথি, হীদার আর মেরি। কি ব্যাপার না বুঝলেও খারাপ কিছু যে ঘটেছে টের পাচ্ছে বড় ভাই-বোনের গম্ভীর চেহারা দেখে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বোঝার বয়স ওদের হয়নি এখনও।

খিদেয় কেঁদে ওঠায় কেলির কোল থেকে অ্যানিকে নিল ব্রায়ান। কেলিকে আগুন জ্বালতে বলে জেডের ওপর দুধ দোওয়ানোর দায়িত্ব দিল।

'যা নিয়েছে নিয়েছেই, ভাগ্যিস আমাদের মাথা কেটে নিয়ে যায়নি,' তাঁবু থেকে বেরনোর আগে বলল জেড।

'হ্যাঁ, ওরা আমাদের মাথাটাই শুধু কেটে নেয়নি,' ফুঁপিয়ে উঠল কেলি। 'কিছুই তো নেই, আমরা খাব কি, ব্রায়ান?'

মুখ কালো হয়ে গেল ব্রায়ানের, ঢোক গিলে চেহারা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল সে। 'আমি কী জানি, আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন?'

'তাহলে এতদিন নিজেকে পরিবারের কর্তা বলতে কেন?' কেলি রেগে গেল খামোকা বকা শুনে। 'সবসময় শুধু গর্ব—পুরুষমানুষ! যাও না, সত্যিকার ব্যাটাছেলের মত খাবার জোগাড় করে আনো না দেখি!'

ইন্ডিয়ানদের ওপর যত রাগ ছিল সব কেলির ওপর গিয়ে পড়ল, চোখ গরম করে তাকাল ব্রায়ান। 'দাঁড়া, আগে অ্যানিকে খাইয়ে নিই, তারপর পিটিয়ে তোকে লাশ বানাব।'

'খবরদার, কেলির গায়ে হাত দেবে না তুমি!' বড় বড় চোখে বড়ভাইকে দেখল সাত বছরের ক্যাথি। 'তুমি ওকে মারলে আমি তোমাকে কামড়ে দেব।'

নিজেকে সামলে নিল ব্রায়ান, কেলির হাতে অ্যানিকে দিয়ে ধুপধাপ পা ফেলে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। যদিও জানে আসলে বলার কিছুই নেই। দোষ হয়ে থাকলে সেটা ওর হয়েছে। ওর কথা শুনেই সবাই ঝুঁকি নিয়েছে, নেতৃত্ব আর দায়িত্ব নিয়ে তারপর এখন খামখেয়ালি করা মানায় না। মাছ পাওয়ার আশা আছে কিনা দেখতে ব্রায়ান চলে এল নদীর তীরে।

উইলোর ডালপালা আর ঝোপ দিয়ে তৈরি একটা জাল ইন্ডিয়ানরা ফেলে রেখে গেছে। জালটা পাতা হয়েছে দু'ফুটি জলপ্রপাতের ঠিক সামনে। জেডের সাহায্য নিয়ে ওটা তুলল ব্রায়ান। খুশিতে ওর নাচতে ইচ্ছে হলো। উন্মত্তের মত গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল জেড। জালে চার-পাঁচটা মাছ আটকেছে—সব মিলিয়ে পনেরো পাউন্ড তো হবেই। জাল আবার পেতে দু'হাতে মাছ ঝুলিয়ে বিজয়ী বীরের ভঙ্গিতে ক্যাম্পে ফিরল ওরা।

একটু পরই কেলির কেতলি থেকে স্যামনের সুগন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। যেমন দজ্জালই হোক বোনটার রান্নার হাত মায়ের মত, মন থেকে কেলিকে ক্ষমা করে দিল ব্রায়ান।

'জায়গাটা দারুণ, শীতও ওপরের চেয়ে কম,' সবাই পেট পুরে খাওয়ার পর আয়েশী ভঙ্গিতে বলল কেলি। 'কয়েকদিন থেমে বিশ্রাম নিলে হত।'

'তারপর ইন্ডিয়ানরা যদি তোকে এসে ধরে?' জানতে চাইল জেড।

'ভুলেই গিয়েছিলাম!' চোখ বড় বড় করল কেলি। ওর সুন্দর চেহারা ক্লান্ত আর মলিন হয়ে আছে। 'আসলে পা ঠিক হয়নি তো! তোমরা বুঝবে না হাঁটতে কত কষ্ট হয়।'

ওরা বোঝে। শুধু কেলি নয়, সবার কষ্ট হচ্ছে। শুকিয়ে গেছে সবাই। ওদের এই অবস্থার জন্য নিজেকে দায়ী ভেবে মনটা খারাপ

হয়ে গেল ব্রায়ানের। চুপ করে থাকল জেড আর ব্রায়ান।

'আমারও কষ্ট হয়, আমাকে আঙ্কল বিলের কাছে নিয়ে চলো,' আবদার জুড়ল তিনবছরের মেরি, 'আমি হাঁটব না, আঙ্কলের কোলে চড়ব!'

'নিশ্চয়ই চড়বি, কালকেই আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করব,' কিছুক্ষণ চিন্তা করে আপাতত মেরিকে শান্ত করার জন্য বলল ব্রায়ান। হাত চালিয়ে বোনের চুল এলোমেলো করে দিল। মেরি বিরক্ত হলেও বোঝা গেল না। বড়ভাইয়ের কথা বিশ্বাস করেছে, সন্দেহ নেই।

পরদিন ভোরে ব্রায়ানের ঘুম ভাঙল সবার আগে। 'অরিগনে চলো! অরিগনে!' গলা ফাটিয়ে চেঁচাল সে। কেলি তাঁবু থেকে বেরনোর পর নদীর ধারে গেল সে জালে মাছ পড়েছে কিনা দেখতে। জেডও এল ব্রায়ানের সঙ্গে। দু'জনে পানি থেকে জাল তুলে তাজ্জব হয়ে চেয়ে রইল। অসংখ্য বড় বড় স্যামন দাপাচ্ছে!

'খাওয়ার অভাব মিটল,' সব কয়টা দাঁত বের করে হাসছে ব্রায়ান। 'ডাঙায় তুলে ফেল, জেড। আজকের দিনটা আমরা এখানেই থেকে যাব, মাছগুলো কেটে কুটে শুকিয়ে নিতে হবে।'

'ঠিক বলেছ, বিশ্রামটাও পুরো হবে।' কাজে লেগে গেল জেড।

সারাদিন খেলে কাটাল বাচ্চারা। ওদের নতুন নতুন খেলা শেখাল ব্রায়ান। কেলি আর জেডও হাতের কাজ সেরে যোগ দিল। সাতটা বাচ্চা ছেলে-মেয়ে নিজেদের নিয়ে আনন্দে মেতে উঠল। ভুলেই গেল সভ্য দুনিয়া থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন।

নয়

সকালের আকাশে প্রথম সূর্যের লাল ছোপ লাগতেই স্বাভাবিক বিশৃঙ্খলায় তাঁবু গোটাল ওরা। কার্ট সঙ্গে নেয়া হবে না শুনে ঘুম থেকে উঠেই মেজাজ খিঁচড়ে গেল কেলির। কিন্তু অনুনয়-বিনয়ে ব্রায়ান টলল না। অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। ট্রেইলের যে অবস্থা তাতে কার্ট টানিয়ে ষাঁড়গুলোকে মেরে ফেলার কোনও মানেই হয় না। এমনিতেই ওর প্রিয় ষাঁড়টা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, হাঁটছে কেলির মতই খুঁড়িয়ে। বোধহয় বাঁচবে না। জেড ছাড়া বাকি সবাইকে সুস্থ ষাঁড় আর ঘোড়াটার পিঠে চাপিয়ে দিল সে।

পরবর্তী পাঁচটা দিন দ্রুত এগোল ওরা। খাবারের অভাব হলো না, দ্বিতীয়দিন সকালে শেষবারের মত ব্রায়ানের হাত চেটে দিয়েই মারা গেছে অসুস্থ ষাঁড়টা। বাচ্চাদের মত কেঁদেছে ব্রায়ান ছেলেবেলার বন্ধুকে হারিয়ে। ও ট্রেইলে একা থাকলে বুড়ো ব্র্যাডের দেহ ছুঁয়েও দেখত না, কিন্তু ভাই-বোনের কথা ভাবতে হয়েছে ওকে।

গত কদিনে সভ্যতা থেকে দূরে থাকায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে ওরা। নিস্তব্ধতায় মানিয়ে নিয়েছে। মাঝে মধ্যে প্রকৃতি ওদের সঙ্গী জুটিয়ে দিয়েছে। মাথার উপর দিয়ে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেছে পাখির দল। কখনও কখনও দূর থেকে ওরা শুনেছে নেকড়ের করুণ

বিলাপ। অনেকটা কুকুরের কান্নার মত, তবে আরও লম্বা।

ব্রায়ান হিসেব করে দেখেছে এত দ্রুত চলতে পারলে ফোর্ট বইসে, ফোর্ট হলের পরবর্তী ট্রেডিঙ পোস্টে পৌঁছাতে আর বড়জোর দু'তিন দিন লাগবে। মনে মনে খুব খুশি ব্রায়ান। বড়রা যা করতে দশবার ভাবে তা-ই করে দেখাবে সে। কিন্তু বেচারা জানল না অলক্ষে হাসছেন ভাগ্যবিধাতা।

ছ'দিনের দিন প্রবল বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভাঙল ওদের। বড় বড় ফোঁটাগুলো তাঁবুর ক্যানভাসের গায়ে তবলা বাজাচ্ছে। ঝড়ের তাণ্ডবে বইছে বাতাস। মাঝে মাঝে তাঁবুটাকে আগা গোড়া ঝাঁকি দিয়ে উড়িয়ে নিতে চাইছে। ভয় পেয়ে গেল ব্রায়ান, কাউকে তাঁবু থেকে বের হতে দিল না। খোলা প্রান্তরে ঝড়-বৃষ্টির ভয়াবহতায় হকচকিয়ে গেছে সবাই। কাল রাতে ড্রাই ক্যাম্প করেছে এখানে। জায়গাটা সেজব্রাশে ছাওয়া একটা বালুময় টিলার গোড়ায়। যতদূর চোখ যায় এরকম অসংখ্য টিলা চারদিকে ছড়িয়ে আছে। ব্রায়ান জানল না ভাগ্যের জোরে ফ্ল্যাশ ফ্লাড থেকে বেঁচে গেছে ওরা। আধমাইল দূরে পানির তোড়ে ধসে পড়েছে কয়েকটা টিলা।

আগুন জ্বালানোর কাঠ নেই বলে খিদের জ্বালায় ষাঁড়ের শুকনো মাংস খেল ওরা। শীতে পিচ্চি অ্যানির মুখ নীল হয়ে উঠতে দেখে আর বসে থাকতে পারল না, ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে ডালপালা খুঁজতে একসময় তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল ব্রায়ান। কেলি আর জেড নিজেদের ব্ল্যাংকেট দিয়ে অ্যানিকে মুড়ে দিল যাতে ঠাণ্ডা কম লাগে।

নদীর দু'তীরে কালো রঙের খাড়া দেয়াল। ফাঁকফোকর দিয়ে ঝর্নার মত নদীতে পড়ছে বৃষ্টির পানি। ভিজে আরও কালো দেখাচ্ছে পাথুরে দেয়ালগুলো। তুষার আর বৃষ্টিতে দৃষ্টিসীমা কমে গেলেও পশ্চিমে একটা শুকনো ক্রীক বেড ব্রায়ানের চোখে পড়ল। এরকম

ক্রীক বেড়ে সাধারণত উইলো গাছ জন্মায়। পানির ঝাপটা থেকে চোখ বাঁচাতে ছেঁড়া ফেল্ট হ্যাট মাথার ওপর আরও চেপে বসাল, তারপর উঁচুনিচু পাথুরে জমিতে লাফাতে লাফাতে ছুটল ব্রায়ান। পথে পাথরের গায়ে লালচে-সাদা চিহ্ন দেখে ওর মনে পড়ল বেয়ার স্প্রিংসেও দেখেছে এমন দাগ।

আধঘণ্টা এগোনোর পর ব্রায়ান অনুভব করল আগের মত শীত লাগছে না। ঠাণ্ডা বাতাস হঠাৎ তীব্রতা হারিয়ে ঈষৎ উষ্ণ হয়ে গেছে। তুষারপাত থেমেছে, বৃষ্টির পানিও আগের মত গায়ে হুল ফোটাচ্ছে না। চারপাশের জমি পাথুরে আর অনুর্বর হলেও এখানে উর্বর মাটি ঘাসে ঢেকে আছে। অসংখ্য ছোট ছোট উইলো গাছ জন্মেছে। বড় গাছেরও অভাব নেই। আকাশে মাথা তুলে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওগুলো।

উইলো গাছের মাঝ দিয়ে পথ করে এগোল ব্রায়ান। তারপর চারদিক ভাল করে দেখার জন্য অনেক কসরত করে দুই মানুষ সমান উঁচু একটা কালো পাথরের ওপর উঠল।

নিচের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল ওর মুখ।

মাটি ফেটে একটা ঝর্না বইছে। উষ্ণপ্রস্রবন! এতই গরম যে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো মাটিতে পড়ার আগেই ঝর্না থেকে মেঘের মত বাষ্প উঠে ওগুলোকে ঘিরে ধরছে। বাতাসে গ্রীষ্মের উষ্ণ আমেজ। ঝর্নার পেছনে পাথরের প্রাকৃতিক দেয়াল দিয়ে ঘেরা কয়েকশো ফুট ফাঁকা জায়গা। কয়েকটা বড় বড় উইলো গাছ শুধু ছায়া দিচ্ছে। তারই একটার নিচে তাঁবুটা গাড়া হয়েছে।

তাঁবুর ফ্ল্যাপ উঁচিয়ে দু'জনকে বেরিয়ে আসতে দেখল ব্রায়ান। ওকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল তারা। লোকটা বর্ণসংকর—অত্যন্ত সুদর্শন চেহারা। হরিণের চামড়ার টিউনিক আর ব্রিচেস পরনে। বৃষ্টিতে দেহ যাতে না ভেজে সেজন্যে

কাঁধে তারপুলিন জড়িয়েছে। স্প্যানিশ ট্র্যাপারদের মত চওড়া কানাওয়ালা হ্যাট তার মাথায়। ছেলেটাও দেখতে ভাল। শার্ট-প্যান্ট পরেছে। দাঁড়ানোর ভঙ্গি ঋজু। সম্ভবত স্প্যানিশ।

লোকটার চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠেছে পাথরের ওপর রুগ্ন ব্রায়ানকে ছেঁড়া তালিপট্টি মারা লাল শার্ট পরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। শ্বেতাঙ্গ, সন্দেহ নেই! দড়ি দিয়ে বেঁধে কোনমতে ঢোলা প্যান্ট খুলে পড়া ঠেকিয়েছে। শুকনো মুখে অস্বাভাবিক বড় দেখাচ্ছে উজ্জ্বল নীল চোখ দুটো।

'হ্যালো, স্ট্রেঞ্জার, ক্যাম্পটা তোমার?' হতচকিত অবস্থা কাটিয়ে উঠল ব্রায়ান।

'হ্যাঁ। তুমি কে—কোত্থেকে এলে?' কাঁধে রাইফেল তুলল লোকটা।

'ব্রায়ান সিম্পসন। গুলি কোরো না! বাবা-মা মারা যাওয়ায় আমরা অরিগনের ক্যারাভান থেকে আলাদা হয়ে গেছি।'

'আমরা মানে? আর কে আছে তোমার সঙ্গে?'

'পাঁচ বোন এক ভাই। ঠাণ্ডায় সবাই খুব কষ্ট পাচ্ছে। তুমি অনুমতি দিলে নিয়ে আসি ওদের।' লোকটা রাইফেল নামানোয় সাবধানে পাথর থেকে নামল ব্রায়ান। কাছ থেকে লোকটাকে ভাল করে দেখল।

তাঁবুর দিকে ফিরে স্প্যানিশ ভাষায় কি যেন বলল লোকটা। দুর্বল নারী কণ্ঠে জবাব এল ভেতর থেকে। 'তোমাকে দেখা করতে বলেছে,' ব্রায়ানকে হাতের ইশারা করল ছেলেটা।

তার পেছন পেছন তাঁবুতে ঢুকল ব্রায়ান। বেশ জায়গা আছে তাঁবুর ভেতর। মেঝে ঢাকা হয়েছে বাফেলোর চামড়া দিয়ে। সুন্দরী এক শ্বেতাঙ্গিনী একটা লাল ব্ল্যাংকেটের নিচে আধশোয়া হয়ে আছে। ব্রায়ানের দিকে তাকাল সে। কাজল কালো দু'চোখে স্পষ্ট

কৌতূহল।

'কোত্থেকে এসেছ, যাচ্ছ কোথায়?'

ধীরে ধীরে আবার সব ব্যাখ্যা করে বলল ব্রায়ান।

'সেকি!' ব্রায়ানের কথা শেষ হলে বর্ণসংকরের দিকে তাকাল মেয়েটা। 'ওদের এক্ষুণি নিয়ে এসো। ছেলেটার সঙ্গে যাও, পেদরো।'

'আমি একাই পারব,' পেদরোর চেহারায় অস্বস্তি দেখে বলল ব্রায়ান। বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে।

ঘণ্টা দু'য়েক পরে ভাই-বোন সবাইকে নিয়ে ফিরল সে। তাঁবু খাটানো হলো। ওদের সঙ্গে দেখা করতে এল না কেউ। সাহায্য করল না। সমস্ত কাজ শেষ হতে চড়া গলায় নির্দেশ দিতে শোনা গেল একটা মেয়েকে। ভ্রূ কুঁচকে অন্য তাঁবুটা থেকে দু'হাত বোঝাই শুকনো কাঠ নিয়ে বেরিয়ে এল পেদরো। ব্রায়ানের পায়ের কাছে কাঠগুলো রেখে গজগজ করতে করতে ফিরে গেল।

'ব্যাটা ভাল না!' অ্যানিকে দুধ খাওয়ানোর ফাঁকে বিদঘুটে মুখভঙ্গি করে বলল ব্রায়ান। জেড আগুন জ্বালানোর পর সবাইকে কাপড় শুকিয়ে নেয়ার জন্য এক ঘণ্টা সময় দিল। বলল, এরপর দুপুরের খাওয়া রাঁধতে হবে কেলিকে।

আগুন জ্বলার পর আরেকবার দুধ গরম করে অ্যানিকে খাওয়াল ব্রায়ান। এক সময় ওর কোলে ঘুমিয়ে পড়ল বাচ্চা মেয়েটা। ওকে নিয়ে স্প্যানিশদের তাঁবুতে গেল ব্রায়ান। আগের মতই শুয়ে ছিল, ওর কোলে বাচ্চাকে দেখে গায়ে ব্ল্যাংকেট মুড়িয়ে আচমকা উঠে বসল অসুস্থ মেয়েটা। দু'হাত বাড়িয়ে দিল।

'ওকে আমার কাছে দাও।'

তরুণীর হাতে অ্যানিকে তুলে দিল ব্রায়ান।

'মেয়েমানুষের যত্ন ছাড়া বাচ্চাটা বাঁচবে না,' অ্যানিকে

খানিকক্ষণ আদর করে মুখ তুলে তাকাল তরুণী। বিষাদ ভরা চেহারায় হতাশার ছাপ পড়েছে। 'কি জঘন্য দেশ,' বলল সে, 'এখানে এমনকি বাচ্চারাও খেতে পায় না!'

'আপনাদের খাবার লাগবে, ম্যাম? দরকার হলে নিতে পারেন, আমাদের কাছে মনখানেক শুকনো মাংস আছে।'

'তাই?' খুশি হয়ে উঠল তরুণী। মিষ্টি করে হাসল। বর্ণসংকরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওর সঙ্গে গিয়ে দেখো সত্যি ওদের বাড়তি খাবার আছে কি না। থাকলে নিয়ে এসো, আমি ততক্ষণ বাচ্চার দেখাশোনা করছি।'

খাবারের কথা শুনে পেদরোর চেহারা থেকে বিরক্তি দূর হয়ে গেল। গত কয়েকদিন আগে প্রায় সবকিছু ইন্ডিয়ানরা লুট করে নিয়েছে। সেই থেকে আধপেটা খাওয়া জুটছে। খাবারের অভাবে দুর্বল হয়েই বিছানায় পড়েছে সিনোরিটা। এখন খাওয়া নিয়ে এই ছেলেটার হঠাৎ হাজির হওয়া স্রষ্টার সাক্ষাত সাহায্য না হয়েই যায় না।

নিজেদের তাঁবুর বাইরে পেদরোকে থামাল ব্রায়ান। তাঁবুতে ঢুকে দেখল কেলির নেতৃত্বে জেড ছাড়া বাকি সবাই ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান খেলছে। জেড ব্যস্ত রাইফেলে তেল দেয়ায়। ব্রায়ানকে হন্তদন্ত ভঙ্গিতে হাঁটতে দেখে কাজ থামিয়ে তাকাল সে।

'ব্যাপার কি, ব্রায়ান?'

'লোকগুলো খিদেয় মরছে।'

'ভাল।' রাইফেল হাত থেকে নামিয়ে হাসল জেড। 'পারলে এই সুযোগে মাংসগুলো বিদায় করো। এত বেশি খেয়েছি যে অরুচি ধরে গেছে। আর ক দিন খেলে বুড়ো ব্যাডের ভূত ঘাড়ে চেপে বসবে। তখন পেছন থেকে হাট-হ্যাট না করলে নড়তেই পারব না।'

পেদরো আর ব্রায়ান পঁচিশ পাউন্ড শুকনো মাংস দু'হাত বোঝাই

করে সিনোরিটার তাঁবুতে নিয়ে গেল। ছেলেটা আগুন জ্বেলে স্ট্যু রাঁধতে বসল তাড়াহুড়ো করে। তার চেহারা দেখে মনে হলো হাঁড়িতে লালা ফেলেই একবাটি স্ট্যু বাড়িয়ে ফেলবে। আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে পেদরো, নাক দিয়ে বড় বড় শ্বাস টানছে।

'এবার বলো তোমার ঋণ কিভাবে শোধ করব,' বলল তরুণী।

'পরে অন্য কাউকে সাহায্য করবেন, তাহলেই শোধ হয়ে যাবে।' হাসল ব্রায়ান। 'আপনারা যাবেন কোথায়?'

'স্প্যানিশ রকিতে যাচ্ছিলাম। ওখানে একটা দুর্গে আছে ডন লুয়ি। সে আমার বন্ধু।'

বুঝতে ব্রায়ানের এক মুহূর্তও দেরি হলো না। এই মেয়েকেই হন্যে হয়ে খুঁজছে কিট কার্সেন। এই মেয়েকে বাপের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারলে আমেরিকানদের ক্যালিফোর্নিয়া পাবার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। কথাটা জানতে চাওয়া উচিত হবে কিনা ভেবে একটু দ্বিধা করল ব্রায়ান, তারপর মন থেকে দ্বিধা ঝেড়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। আমি ভেবেছিলাম পেদরো সঙ্গে থাকলে সেপ্টেম্বরে লুয়ির কাছে পৌঁছতে পারব। ভুল ভেবেছি। ওর মা ইন্ডিয়ান হলেও ইন্ডিয়ানরা ওকে নিজেদের লোক মনে করেনি। সব লুটে নিয়ে গেছে ওরা।'

'ফোর্ট বইস কাছেই। আমাদের সঙ্গে চলুন, ওখানে রসদপত্র কিনতে পারবেন।'

'ইংরেজদের দুর্গে যাওয়া অসম্ভব!' শিউরে উঠল তরুণী। 'আমার বাবা ইংরেজদের বন্ধু।'

'সেজন্যেই তো ওখানে আপনার যাওয়া উচিত!'

'তুমি বুঝতে পারছ না। বাবা আমাকে জোর করে একজন ইংরেজের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান। আমি রাজি না ওই বিয়েতে।

আমি ডন লুয়িকে ভালবাসি। গরীব বলে বাবা ওকে দেখতে পারেন না, কিন্তু আমি জানি একদিন ও অনেক বড়লোক হবে।'

'সেজন্যেই পালিয়েছেন?'

উপর নিচে মাথা দোলাল তরুণী। চেহারার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ওর বয়সকে লুকিয়ে ফেলেছে। দেখে বোঝার উপায় নেই ব্রায়ানের চেয়ে সে মাত্র তিন বছরের বড়।

অ্যানি কেঁদে ওঠায় ওকে সিনোরিটার কোল থেকে নিল ব্রায়ান। বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এল চিন্তিত চেহারায়। কি করা উচিত সেটা ভাবছে।

দশ

জায়গাটা সবারই পছন্দ হয়ে গেছে। ডিনারের পর আগুনের ধারে গোল হয়ে বসে ব্রায়ানের ওপর চাপ সৃষ্টি করল ওরা। অন্তত কয়েকদিন এখানে বিশ্রাম নিতেই হবে। শীত নেই, পানি আছে অফুরন্ত, তাছাড়া খাবারও কোনও সমস্যা নয়। কেন থাকা যাবে না তার ব্যাখ্যা দাবি করল ওরা।

কেলি বলল, 'মনে হচ্ছে জন্মের পর থেকে আমি হেঁটে চলেছি। পা ফুলে গেছে, অন্তত বাচ্চাদের কথাটাও একটু ভেব, ব্রায়ান!'

'বাবা কি চেয়েছিলেন সেটা তোর মনে নেই?' অনেক চেষ্টায় মনের দুঃখ লুকিয়ে নিজেকে শান্ত রাখল ব্রায়ান।

ঘাড় গোঁজ করে অন্যদিকে তাকাল কেলি। বাবা-মা বেঁচে থাকলে দুর্গম ট্রেইলের সমস্ত কষ্ট ওরা হাসি মুখে সহ্য করতে পারত। তাঁরা আগলে রাখতেন, বিপদ-আপদ থেকে ওদের রক্ষা করতেন। দায়িত্ব আর এত অনিশ্চয়তার মুখোমুখি কখনোই হতে হত না। বাচ্চারা এখন হতাশ হয়ে পড়েছে, ব্রায়ানের ওপর আস্থা না কমলেও মন ভেঙে যাচ্ছে, ভাবতে শুরু করেছে ওদের পক্ষে কখনও আর অরিগনে যাওয়া সম্ভব হবে না।

'হতাশ হোস না তোরা,' পরিস্থিতি বুঝে সুর আরও নরম করল ব্রায়ান। 'আর একটু ধৈর্য ধরে থাক্, দেখবি আমরা ঠিকই অরিগনে পৌঁছে গেছি।'

কেউ জবাব দিল না। হঠাৎ ব্রায়ান খুব অসহায় বোধ করল। রাগ লাগল ওর। সব দোষ স্রষ্টার, তিনি অসময়ে বাবা-মাকে তুলে না নিলেই পারতেন। একি খেলা খেলছেন তিনি ওদের নিয়ে, এত অন্যায়-অবিচার কেন তাঁর?

পনেরো মিনিট পর পাশের তাঁবুতে গেল ব্রায়ান। ওকে দেখে হাসল সিনোরিটা। 'তোমার মাংস খেয়ে গায়ে জোর ফি পেয়েছি। ধন্যবাদ, ব্রায়ান।'

'আমার না, ষাঁড়ের মাংস আপনার জোর ফিরিয়ে দিয়েছে, সিনোরিটা!' ব্রায়ানও হাসল।

মুহূর্তের জন্য অপ্রস্তুত হয়ে গেল তরুণী। তারপর সামলে নিয়ে বলল, 'তোমার কাছে যদি আরেকটা সাহায্য চাই তাহলে চাওয়াটা কি খুব বেশি হয়ে যাবে, ব্রায়ান?' ব্রায়ান চুপ করে আছে দেখে আবার মুখ খুলল সে, 'তুমি আমাদের হয়ে ফোর্ট বইস থেকে মালপত্র নিয়ে আসতে পারবে? কথা দিচ্ছি তোমার ফেরা পর্যন্ত এখানে সবাইকে আমরা দেখে রাখব। অনেক টাকা বেঁচে যাবে, ব্রায়ান, নিজের জন্য একটা ঘোড়া কিনতে পারবে তুমি। কি বলো,

যাবে?'

'আমি পথের বর্ণনা দিলে পেদরোই তো যেতে পারে।' লোভের ফাঁদে পা দিল না ব্রায়ান।

'পেদরো যেতে পারবে না, সবাই ওকে চেনে। দেখা গেলেই ওকে খুন করার আদেশ দিয়েছেন বাবা। সেজন্যেই তো লোকালয় এড়াতে গিয়ে আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

সব শুনে বিস্মিত দৃষ্টিতে মেয়েটাকে দেখল ব্রায়ান। 'উহ্, বিয়ে করতে গিয়ে এত ঝামেলা, তারপরও আপনি বিয়ে করার জন্য ছুটে যেতে চান, সিনোরিটা?'

'চাই না বলেই তো পালিয়েছি,' অধৈর্য বোধ করলেও শান্ত স্বরে বলল স্প্যানিশ মেয়েটা।

'তাহলে স্প্যানিশ ফোর্টের সেই লোকটা...'

'ওকে আমি ভালবাসি।'

মনে মনে খুবই বিরক্ত হলেও কিছু বলল না ব্রায়ান। কিট কার্সেনের কথা ওর চিন্তায় ঝাঁকি না দিলে হয়তো বলেই বসত যে সিনোরিটাও কেলির মতই—আস্ত একটা পাগল। কিন্তু স্কাউটের কথাগুলো ওর কানে এখনও বাজছে: 'মেয়েটাকে উদ্ধার করে পৌঁছে দেব ফ্রিমন্টের কাছে। ফ্রিমন্ট ওই মেয়েকে স্প্যানিশ ডনের হাতে তুলে দেবে। এতে করে আমাদের প্রতি দুর্বল হয়ে যাবে ওই লোক, মহা খাপ্পা হয়ে উঠবে ইংরেজদের ওপর। আমরা না পেলে ক্যালিফোর্নিয়া ইংরেজরাও পাবে না।'

অরিগনে যাওয়ায় বাধা সৃষ্টি না হলে আমেরিকার জন্য সবকিছুই করা সম্ভব, ভাবল ব্রায়ান। কিন্তু যাওয়া পিছিয়ে দেয়ার ঝুঁকি সে নেবে না আমেরিকা ডুবে গেলেও। এমনিতেই আপত্তি করছে, আরও দেরি করলে বেঁকে বসবে জেড আর কেলি।

'আমি পারব না, সিনোরিটা,' বলল ব্রায়ান। 'এক কাজ করুন,

পেদরো আমাদের সঙ্গে আসুক, আমি ফোর্ট থেকে মালপত্র কিনে এক মাইল দূরে পৌঁছে দেব।'

'না বাবা, একা থাকতে আমার ভয় করবে,' কেমন লাগবে কল্পনা করে শিউরে উঠল তরুণী। 'তোমাকে দুটো ঘোড়ার টাকা দেব, ব্রায়ান, রাজি হয়ে যাও।'

গম্ভীর হয়ে গেল ব্রায়ানের চেহারা। 'টাকা পাহাড়ী এলাকায় তুষার ঝড় থামাতে পারে না, সিনোরিটা! শীত আরও নামার আগেই বাচ্চাদের নিয়ে পাহাড় পেরোতে হবে আমাকে। তবু ভেবে দেখব কি করা যায়। চিন্তা ভাবনার জন্যে সময় দরকার।'

'আমরা ট্রেইলের কিছুটা দূর দিয়ে গেলে হয় না?' জানতে চাইল পেদরো।

'না, অমন ঝুঁকি নেব না। কেউ দেখে ফেললে সর্বনাশ। আমেরিকান ফোর্ট হলে চিন্তা করতাম না, আমেরিকানদের আমি পছন্দ করি।'

মেয়েটার দিকে খুশি হয়ে তাকাল ব্রায়ান। অন্যদেশের মেয়ে আমেরিকানদের পছন্দ করে শুনে গর্বে ওর অপ্রশস্ত বুকটা দু'ইঞ্চি ফুলে উঠল। 'আমি ছাড়া আর কোনও আমেরিকান "পুরুষকে" আপনি চেনেন?' জানতে চাইল সে।

'লেফটেন্যান্ট ফ্রিমন্ট আর মিস্টার কার্সেনকে চিনি।' স্কাউটের নাম উচ্চারণের সময় তরুণীর চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ওকে, মানে কার্সেনকে যদি বিয়ে করতে পারতাম!' উচ্ছ্বাস ভরা গলায় বলল সে।

'ওহ্, বিয়ে ছাড়া আর কিছু আপনার মাথায় ঢোকে না, সিনোরিটা,' চুপ থাকতে না পেরে বলল পেদরো। 'সেই রওয়ানা হবার সময় থেকে আপনার মুখে খালি "বিয়ে বিয়ে" শুনতে শুনতে আমার মাথাটাই খারাপ হওয়ার দশা হয়েছে!'

'কার্সেনের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ আগে ফোর্ট হলে দেখা হয়েছিল আমার,' বলল ব্রায়ান।

কড়া দৃষ্টি দিয়ে পেদরোকে ভস্ম করার চেষ্টা ছেড়ে ব্রায়ানের দিকে তাকাল মেয়েটা। কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভেবে তারপর বলল, 'কিট কার্সেনকে খুঁজে পেলে আর চিন্তা ছিল না, আমাকে সে সাহায্য করবেই।'

'আমি মনে করি আপনাদের উচিত আমাদের সঙ্গে যাওয়া,' বলল ব্রায়ান। 'এদিকের ট্রেইলে ইনজুন ছাড়া আর কেউ নেই যে পেদরোকে চিনে ফেলবে। আমি এখন চলে যাচ্ছি, পরে আসব। এরমধ্যেই ভেবে দেখুন কি করবেন।'

কাউকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল ব্রায়ান।

সন্ধের কিছুক্ষণ পর ওর হাতে অ্যানিকে গছিয়ে দিয়ে ঘুমাতে চলে গেল কেলি। আগুনের ধারে বসে বাচ্চার কান্না থামাবার চেষ্টা করছে এমন সময় ওর পাশে এসে দাঁড়াল পেদরো।

'সিনোরিটা যেতে ভয় পাচ্ছে,' বলল সে, 'আবার সিনোরিটা থাকতেও ভয় পাচ্ছে। মনে হয় আমাকেও এখানেই তার সঙ্গে থাকতে হবে। আমরা তোমার কাছ থেকে আরও মাংস কিনব। কিছু টাকাও দেব, ফোর্ট থেকে দরকারী জিনিস কিনে কোনও ইন্ডিয়ানকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো। লোকটাকে আমি আটকে রাখব যাতে খবর ছড়াতে না পারে। কি, রাজি আছ?'

ব্রায়ান রাজি হয়ে গেল। চিন্তা করে দেখেছে এ-ই ভাল হবে। খাবার কিনে পাঠালে মেয়েটা না খেয়ে মরবে না, কার্সেন এসে তারপর যা হয় করবে। অবশ্য লোকটাকে যদি খুঁজে পাওয়া যায় তবেই। না পেলেও ক্ষতি নেই, মনে একটা সান্ত্বনা থাকবে যে

যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে সে।

সকালে মালপত্র বাঁধাছাঁদায় ব্রায়ানদের অনেক সাহায্য করল পেদরো। ওই কাজ শেষে ক্যাথিকে ষাঁড়ের পিঠে উঠিয়ে ঘাড়ে মেরিকে বসিয়ে নিল সে। তারপর দৌড়ে গিয়ে তাঁবু থেকে উইলো গাছের দুটো প্যাকিঙ বাক্স নিয়ে এল। দড়ি দিয়ে কায়দা করে ষাঁড়ের পাঁজরের দু'পাশে বাঁধল ওগুলো। হীদার আর মেরিকে বসিয়ে দিল বাক্স দুটোর ভেতর। হঠাৎ পড়ে যাবার ঝুঁকি রইল না। একটা বাক্স অন্যটার ওজনে ষাঁড়ের পাঁজরের সঙ্গে চেপে আছে।

পেদরোর কাছ থেকে বিদায় নিল ব্রায়ান। আরেকবার কথা দিল টাকাগুলো বাজে খরচ না করে ফোর্ট থেকে দরকারী জিনিস কিনে পাঠাবে। তারপর ষাঁড়ের পিঠে ভাঁজ করা ব্ল্যাংকেট ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে হাঁক ছাড়ল, 'অরিগনে চলো! অরিগনে!'

ব্রায়ানের নির্দেশ মত আরেকবার নতুন উদ্যমে পথ চলতে লাগল খুদে অভিযাত্রী-দল।

বহুদূরে দেখা যায় পাহাড়ের বরফে ঢাকা চূড়া। কোথাও কোথাও ক্যানিয়নের কয়লা-কালো দেয়াল থেকে দুধ-সাদা জলপ্রপাত ঝরে পড়ছে শত শত ফুট নিচে, স্নেক রিভারের সবুজ পানিতে। বাতাসে ওড়া জলকণা রামধনুর রঙ ছড়াচ্ছে।

কোনও দৃশ্যই বাচ্চাদের মুগ্ধ করছে না। খুব ক্লান্ত ওরা। হতাশ! সবকিছুই ওরা দেখছে ভয় মেশানো অপছন্দের দৃষ্টিতে।

উষ্ণ ঝর্না ছাড়ার তৃতীয় দিন লাল টিলা ভরা একটা জায়গায় পৌঁছল ওরা। দুপুরে উত্তর দিক থেকে দু'জন ইন্ডিয়ানকে পনিতে চড়ে আসতে দেখল ব্রায়ান। সবাইকে নিয়ে ট্রেইল থেকে সরে দাঁড়াল সে। মনে মনে প্রার্থনা করল লোকগুলো যাতে না থামে। মা মেরি আর যীশুকে অনেক কিছু দেয়ার লোভ দেখাল। কিন্তু তাঁদের

লোভ হলো বলে মনে হয় না, কারণ ঠিক ব্রায়ানদের সামনে এসে ঘোড়া থামাল ইন্ডিয়ান দু'জন। কথা বলল না, চোখে কৌতূহল নিয়ে দেখল ওদের।

লোকগুলোর পরনে ব্ল্যাংকেট কোট। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চেহারা। মিল দেখে কানাও বলতে পারবে ওরা বাপ-ছেলে।

বনির দড়ি ধরে ব্রায়ানের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল জেড। 'বাবাটাকে দেখে বেশ দয়ালু মনে হচ্ছে। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখো ফোর্ট বইস কোথায়।'

উত্তর দিকে তর্জনী তাক করে 'ফোর্ট বইস' কথাটা কয়েকবার উচ্চারণ করল ব্রায়ান। তারপর দু'আঙুল উঁচু করে চোখের সামনে ধরল। 'কয়দিন?'

'পাঁচ,' ইংরেজীতে জবাব দিল বুড়ো। 'আমরা দু'দিনে যেতে পারব, কিন্তু তোমাদের জন্য পাঁচ দিন।'

একটু থমকে গিয়ে তাকাল ব্রায়ান। তারপর গতবারের মত এবারও যাতে ঠকা খেতে না হয় সে-কথা ভেবে জিজ্ঞেস করল, 'পথে সাদা মানুষ দেখেছ নিশ্চয়ই? ওরা আমাদের লোক।'

'আমরা শর্টকাট মেরেছি, সাদারা ওই পথ চেনে না।' ইন্ডিয়ান বুড়োর দাঁতগুলো একদম কুমড়োর বিচির মত, হাসতেই সবকটা বেরিয়ে এল। 'তোমরা যাচ্ছ কোথায়?' জানতে চাইল সে।

'অরিগনে।'

'অ্যাঁ! অরিগনে? সঙ্গে কোনও বড় সাদা মানুষ নেই?'

খারাপ লোক বলে মনে হচ্ছে না ইন্ডিয়ান বাপ-ছেলেকে, চেহারায় বেশ দয়া মায়া আছে। তাছাড়া খারাপ মানুষ হলে সঙ্গে বড় কেউ নেই দেখেই এরা লুটপাট করত। এদের সাত্যি কথাটা বলা যায়, সিদ্ধান্ত নিল ব্রায়ান।

'আপাতত বড় কেউ নেই,' বলল সে। হাতের ইশারায় চারপাশ

দেখাল। 'এখানে ক্যাম্প করার ভাল জায়গা আছে?'

'নদী পেরলে এক মাইল দূরে একটা ভাল জায়গা পাওয়া যাবে।'

'নদী পেরতে ঝামেলা হবে?' মনে মনে আঁতকে উঠল ব্রায়ান। গত তিনদিনে পাঁচবার খরস্রোতা নদীটা পেরিয়েছে ওরা।

'হবে মানে? আরে, এটাই তো নদীর সবচেয়ে খারাপ অংশ!' মাথা চুলকে ব্রায়ানের দিক থেকে চোখ সরিয়ে বাপকে দেখল ইন্ডিয়ান ব্রেভ।

'আমরা পার করে দিলে কি পাব?' জানতে চাইল বাপ।

'বড়শি। একদম সেরা। পুরো দশটা দেব!'

'অন্তত পনেরোটা না হলে···' কথা শেষ না করে ব্রায়ানের মনোভাব যাচাইয়ের জন্য চোখ পিট পিট করে তাকাল বাপ।

'আমি রাজি,' বুড়ো মত বদলে ফেলবে এই ভয়ে তড়িঘড়ি রাজি হয়ে গেল ব্রায়ান। বাচ্চার কার্পেট ব্যাগে এদের দেয়ার পরও প্রায় বিশটা ফিশ হুক থাকবে। তাছাড়া স্নেক রিভার পেরনোর পর···। দশরকম অগোছাল, অসম্পূর্ণ চিন্তার মাঝখানে সে জিজ্ঞেস করল, 'ব্লু মাউন্টিন পর্যন্ত আর কতবার নদী পেরতে হবে?'

'ফোর্ট বইসের পরে আরেকবার,' বলল বুড়ো।

'আগে অর্ধেক বড়শি,' বলল ব্রেভ।

'ঠিক আছে,' কার্পেট ব্যাগ খুলে সাতটা ফিশ হুক বুড়োর হাতে দিল ব্রায়ান। 'বাকিটা নদী পার হলে তখন দেব। আর মনে রেখো, আমাকে ঠকালে তোমরাই বোকামি করবে; অনেক টাকা পাবে তেমন একটা খবর জানি, নদী পেরিয়ে তারপর বলব।'

'আচ্ছা!' হেসে উঠল বাপ-ছেলে। বুড়ো বলল, 'চালাক সাদা-ছেলে!'

ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে নদীর পাড়ে এল ওরা।

তীব্র স্রোত, তবে এখানে স্নেক রিভার মাত্র চারশো গজ চওড়া।

অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ওদের নদী পার করে দিল ইন্ডিয়ান বাপ-ছেলে। এর আগে নদী পার হওয়ার সময় বাচ্চারা ভয়ে কাঁদত, কিন্তু এবার ভয় প্লাবার আগেই পৌঁছে গেল অন্য পাড়ে। ব্যাপারটা এত সহজ ভেবে বাকি আটটা ফিশ হুক দেয়ার সময় খারাপই লাগল ব্রায়ানের।

'ক্যাম্পের জায়গাটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সে।

'চলো, দেখাচ্ছি,' ঘোড়ায় চড়ে জবাব দিল ব্রেভ।

গা বাড়িয়ে থাকা পাথরগুলো এড়িয়ে ক্যানিয়নের দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠল ওরা। তারপর একটা ফাটল ধরে এগোল। ফাটল যেখানে শেষ হয়েছে জমি সেখানে পাথুরে নয়, বড় বড় সব গাছ জন্মেছে মাটিতে। একটা ছোট্ট ঝর্না বইছে। দু'তীর ঘাসে ছাওয়া। শেষ বিকেলের সূর্যালোকে ঝর্নার ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথা লালচে আভায় ঝলসে উঠছে।

'এবার বলো কিভাবে অনেক টাকা হবে,' ঘোড়া থেকে নেমে বলল ব্রেভ।

'তোমাদের না বললে কাকে বলব!' গদ গদ ভঙ্গিতে বলল ব্রায়ান। লোকগুলোর প্রতি ওর শ্রদ্ধা আকাশ ছুঁয়েছে নদী পেরনোর সময়।

'যাবে কোথায়, রাতটা আমাদের সঙ্গে থাকবে না?' জানতে চাইল সে।

'ম্যাট নেভিলের মিশনে বড্ড ঠাণ্ডা, আমরা শীত কাটাতে বিগ সল্ট কান্ট্রিতে যাচ্ছি,' বলল বুড়ো। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। দাঁত কেলিয়ে হাসছে। 'তাড়া নেই আমাদের। টাকার কথা বলো।'

'আছ যখন, নিশ্চয়ই বলব!'

সাপার খাওয়া শেষে আগুনের ধারে ইন্ডিয়ানদের ঘিরে বসল সবাই। ব্রায়ান চিন্তিত। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসে আছে। পিচ্চি

অ্যানি আজকে সারাদিন দুধ ছোঁয়নি। আরেকবার ঠোঁটে বোতল ধরে চেষ্টা করল সে। মুখ সরিয়ে নিল অ্যানি, বড় ভাইয়ের চোখে চোখ রেখে হাসল।

'মায়ের দুধ নাহলে খাবে না,' বলল বুড়ো ইন্ডিয়ান, 'ওকে মা জোগাড় করে দাও।'

'মা কোথায় পাব?' মুখ কালো হয়ে গেল ব্রায়ানের। আড় চোখে ভাই-বোনদের কান্না ভরা চেহারা দেখল।

'টাকার ব্যাপারে বললে না?' বাপ হাঁ করেছে দেখে তাড়াহুড়ো করে জানতে চাইল ব্রেভ।

'এত কথা বলিস কেন?' ধমক দিল বুড়ো। চোখ গরম করে ছেলের দিকে তাকাল।

'না, না, আমরা কিছু মনে করিনি।' কথাটা বলেই অন্যমনস্ক হয়ে গেল ব্রায়ান। আনমনেই সারা গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল অ্যানিকে। খেয়াল করল না ইন্ডিয়ানরা অবাক হয়ে দেখছে ওকে। কোনও ইন্ডিয়ান ছেলে এই ভাবে ছোট বোনের সেবা করে নিজেকে ছোট করত না।

'তিনরাত দূরে একটা গরম ঝর্না আছে, তোমরা ওটা চেনো?' কিছুক্ষণ পর সংবিৎ ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করল ব্রায়ান।

মাথা চুলকে বাপকে দেখল ব্রেভ। বুড়ো কিছুক্ষণ মাথা চুলকে উপর নিচে মাথা দোলাল। 'চিনি। গতবার ঝর্নাটা শুকনো দেখেছি। কখনও শুকনো, কখনও ভিজে—আমরা ওখানে আর যাই না।'

'কাজটা ওখানেই,' বলল ব্রায়ান। 'ফোর্ট বইস থেকে রসদ নিয়ে ওখানে যেতে হবে। একটা মেয়ে আর দু'জন লোক তোমাদের অনেক টাকা দেবে। আরও টাকা পাবে যদি ট্রেইল এড়িয়ে ওদের স্প্যানিশ রকিতে পৌঁছে দিতে পারো।'

'হুম!' চিন্তিত চেহারায় ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল বাপ-ছেলে।

'কেলি, মেরি আগুনের ভেতর ঘুমিয়ে পড়ার আগেই ওকে সরিয়ে নে। ঘুমাতে যা তোরা!' হঠাৎ দায়িত্ব-সচেতন হয়ে উঠল ব্রায়ান। রাত অনেক হয়েছে, এখনই না ঘুমালে বাচ্চারা সকালে উঠতে পারবে না। বাবা কিভাবে বলতেন মনে পড়তেই সে গলা মোটা করে বলল, 'ক্যাথি, হীদার, এখনও শুয়ে পড়ছ না কেন; কালকে অনেক দূরে যাব আমরা।'

'ঘুমাব না…ঘুম লাগেনি,' ভারী হয়ে আসা চোখের পাতা জোর করে খুলে সোজা হয়ে বসল ক্যাথি।

'আমিও ঘুমাও…ও না,' মস্ত হাই তুলে বড় বোনের দেখাদেখি মাথা নাড়ল হীদার।

'জেড, অ্যানিকে ধর!' হুঙ্কার ছাড়ল ব্রায়ান। 'আমি দেখছি কে না ঘুমায়।'

আগুনের ধারে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, বাচ্চারা সবাই চাইছে ব্রায়ান ওঠার আগেই দৌড়ে গিয়ে তাঁবুতে ঢুকে পড়তে। সবার শেষে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গেল কেলি। রেগে আছে, ব্রায়ান ওর কথা শোনেনি, বিশ্রাম নেয়ার জন্য এখানেও থামবে না।

ব্যাপার দেখে চেহারায় প্রশংসা নিয়ে মাথা ঝাঁকাল ব্রেভ। 'সত্যিকার চীফ এমনই করে!'

অস্বস্তি বোধ করল ব্রায়ান। বাধ্য না হলে কাউকে শাসন করে না সেটা বোঝানোর জন্য বলল, 'কালকে ভোরে রওয়ানা হতে হলে ওদের ঘুম দরকার।'

'তোমার দরকার নেই?' নিরীহ চেহারায় জানতে চাইল জেড।

'তুই এখনও এখানে কি করছিস!' ওর দু'চোখে ঠাট্টা দেখে তেড়ে উঠল ব্রায়ান।

এক দৌড়ে তাঁবুতে গিয়ে ঢুকল জেড। ব্রায়ান সত্যি সত্যি রেগে গেলে বিপদ আছে, ঘুমের মধ্যে মেরেছে এমন একটা ভঙ্গি করে

সারা রাত লাথি মারত আগে। ঝুঁকি নেয়া যায় না।

সে চলে যাওয়ার পর আয়েস করে নড়েচড়ে বসল ব্রায়ান। নখ খুঁটতে খুঁটতে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কিট কার্সেনকে চেনো?'

বাপ-ছেলে জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল। কার্সেনকে না চেনার প্রশ্নই ওঠে না। খারাপ ইন্ডিয়ানদের যম ওই লোক।

'সে আমাদের বন্ধু,' বলল ব্রায়ান। 'সে ওই গরম ঝর্নার মেয়েটাকে খুঁজছে, বুঝেছ? তোমরা ওদের কথা মত না চলে কার্সেনকে খুঁজে বের করে তাকে আমার কথা বলবে, ঠিক আছে? কার্সেন ওই মেয়েকে পেলে তোমাদের অনেক টাকা দেবে। মেয়েটা আর তার সঙ্গীরা মনে করবে তোমরা ওদের বন্দী। সাবধান! ওরা যাতে না বোঝে আমি এসব কথা শিখিয়ে দিয়েছি। তাহলে কিন্তু এক পয়সাও পাবে না।'

'তুমি মেয়েটাকে চিঠি লিখে টাকার কথা বলো,' বলল বুড়ো।

বাপ কত চালাক অনুভব করে খুশিতে হেসে উঠল ব্রেভ। 'কার্সেনকেও একটা চিঠি দিয়ো,' বলল সে।

তাঁবু থেকে বাচ্চার কার্পেট ব্যাগ হাতড়ে দু'টুকরো ছেঁড়া কাগজ নিয়ে এল ব্রায়ান। কেলির দাঁতে-কামড়ানো, ভাঙা পেন্সিল দিয়ে খুব সংক্ষিপ্ত দুটো চিঠি লিখল:

'রসদ পেয়ে স্প্যানিশ মেয়ে এদের টাকা দেবে।'

ব্রায়ান সিম্পসন।

'স্প্যানিশ মেয়েকে বুঝে পেলে কার্সেন ইনজুনদের টাকা দেবে।'

ব্রায়ান সিম্পসন।

ব্রায়ানের মুখে চিঠির বক্তব্য শুনে কাগজ দুটো সযত্নে ভাঁজ করে

পকেটে রাখল ব্রেভ। উঠে দাঁড়াল বুড়ো। আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'তাহলে গেলাম। টাকা আর টাকা!'

অবাক হয়ে তাকাল ব্রায়ান। 'তোমরা রাতে থাকবে না?'

'আর কোনও ইনজুন যদি মেয়েটাকে খুঁজে পেয়ে যায়?' প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে ব্রায়ানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল বুড়ো।

ব্রায়ান হ্যান্ডশেক করার পর একমুহূর্তও দেরি করল না বাপ-ছেলে, হাসতে হাসতে ঘোড়া দাবড়ে অন্ধকারে ছুটল। অবিশ্বাস্য তাদের গতি, দুই মিনিটও লাগল না ঘোড়ার শব্দ মিলিয়ে যেতে।

টাকা মানুষের খুবই দরকার, তাঁবুতে ঢুকে ঘুমানোর আগে ভাবল ব্রায়ান।

এগারো

পরদিন গ্রীসউডে ভরা দুর্গম ট্রেইল পেরোল ওরা। ঘাস নেই এবড়োখেবড়ো জমিতে। পানিও নেই। মেরি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। জনমানুষের কোনও চিহ্ন নেই। ফোর্ট বইস কোথায়? ব্রায়ানের সন্দেহ হলো ভুল পথে যাচ্ছে। কোনও জনবসতির রাস্তা এত খারাপ হতে পারে না।

সন্ধের পর হাড় কাঁপানো শীত নামল। বড় আগুন জ্বালানোর মত জ্বালানী কাঠ নেই। তাঁবুতে ঢুকে ব্ল্যাংকেটের তলায় শুয়ে আছে বাচ্চারা। অনেক কষ্টে রাতের স্ট্যু রাঁধল কেলি। খাওয়া শেষে ব্রায়ান ছাড়া বাকি সবাই জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে পড়ল। একা জেগে

রইল ব্রায়ান। ওকে সঙ্গ দেয়ার জন্যেই হয়তো ডাকতে ডাকতে এগিয়ে এল কয়েকটা কয়োটি।

ব্রায়ান জানে না কখন চোখ লেগে এসেছিল। সূর্য ওঠার অনেক পরে ঘুম ভাঙল ওর। আগুন জ্বালতে হবে, নাহলে নাস্তা জুটবে না। বাচ্চাদের ঘুম থেকে তুলে জেডকে নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল সে। ওরা গ্রীসউডের শেকড় ওপড়াচ্ছে এমন সময় চেঁচিয়ে উঠল কেলি। দৌড়ে গিয়ে ওরা দেখল যেই ব্ল্যাংকেটে মাংস মুড়িয়ে রাখা হত সেটা হাতে নিয়ে বোকা বোকা চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে ক্যাথি।

'তোমরা গতরাতে তাঁবুতে মাংস এনে রাখোনি,' অভিযোগের সুরে বলল কেলি, 'সব কয়োটের পেটে গেছে, একটুকরোও নেই!'

'আমরা কি ইচ্ছে করে করেছি নাকি! কেন, তোর মনে ছিল না? রাঁধিস তুই আর মাংসের খোঁজ আমাদের রাখতে হবে?'

'আহ্, জেড!' নিজের দোষ ঢাকা পড়ছে বুঝে খুশি হলেও নিরপেক্ষ একটা ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্য নরম গলায় ধমক দিল ব্রায়ান।

'ঠিকই বলেছি। কেলি সবসময় মানুষের দোষ খুঁজে বেড়ায়।'

'ছিহ্, ছিহ্, জেড!' আরও নরম হয়ে গেল ব্রায়ানের গলা। 'রাইফেলটা নে। চল্ দেখি কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

দু'দিন পর ফোর্ট বইসে পৌঁছল ওরা। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের অমিল হতাশ করল ওদের। নিচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটা কেবিন! এটাই ট্রেডিঙ-পোস্ট। গালভরা নামটাই শুধু আছে।

দুপুরের খাওয়া শেষে দরজায় ঠেস দিয়ে পাইপ ধরাল আইরিশ স্টোরকীপার ম্যাকার্থি। আরাম করে কষে টান দিয়ে চোখ বুজল। নিকোটিন কাজ শুরু করেছে, ঝিম ধরার সুখানুভূতি ছড়িয়ে পড়ল তার দেহে। ফুসফুসে কিছুক্ষণ আটকে রেখে ধোঁয়া ছাড়ল নাক-মুখ

দিয়ে। তারপর চোখ খুলে চেহারা বোকা বোকা হয়ে গেল তার।

সামনেই বাচ্চা কোলে দাঁড়িয়ে আছে ছেঁড়া জামাকাপড় পরা একটা রুগ্ন ছেলে। কোঁকড়ানো সোনালী চুলগুলো কাঁধে লুটাচ্ছে। ক্লান্ত শীর্ণ চেহারায় খাড়া নাকের পাশে নীল চোখজোড়া অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।

খোলা গেট দিয়ে প্যাক ট্রেইনকে পথ দেখিয়ে ঢুকছে আরেকটা বাচ্চা ছেলে। তার শরীর-স্বাস্থ্যও সুবিধের নয়। ছেঁড়া শার্টের ফাঁক দিয়ে পাঁজরের সব ক'টা হাড় গোনা যায়। তবে ম্যাকার্থির সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল ষাঁড়ের পিঠে বসা আধ উলঙ্গ বাচ্চা মেয়েগুলোকে দেখে। ওদের চেঁচামেচিতে নীরবতা এক দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ায় সরগরম হয়ে উঠেছে জায়গাটা।

'কি হচ্ছে এসব···ব্যাপার কি!' সংবিৎ ফিরে পেয়ে মুখ থেকে পাইপ নামাল ম্যাকার্থি।

'আমরা সিম্পসন পরিবার,' বলল ব্রায়ান।

দ্বিধা জড়ানো পায়ে এগিয়ে এল কেলি। 'দু'দিন আগে কয়োটের দল আমাদের খাবার লুঠ করেছে। সেই থেকে না খেয়ে আছি। আমার ভাই,' ব্রায়ানকে দেখাল সে, 'ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছে।'

'এসো, এসো, ভেতরে এসো!'

ম্যাকার্থির সঙ্গে বড় ঘরটায় এসে বসল ওরা। রুটি আর দুধের ব্যবস্থা করল ম্যাকার্থি। ব্রায়ানের খাওয়া দেখতে দেখতে জানতে চাইল, 'বাচ্চাটাকে খাওয়াবে না?'

'দু'দিন হলো প্রায় কিচ্ছু খায় না,' দুধে ভেজানো রুটি চিবানোর ফাঁকে বলল ব্রায়ান। 'এক ইন্ডিয়ান বলেছে ওকে মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে।'

'আর ওই মেয়েটা খাচ্ছে না কেন?' আঙুল তুলে মেরিকে দেখাল ম্যাকার্থি।

ক্যাথি বলল, 'ও অসুস্থ। বলছে খাওয়ার মত শক্তি নেই।'

'কথাটা সত্যি হলে মোটেই অবাক হব না।' দু'হাত বাড়িয়ে বেঞ্চ থেকে মেরিকে তুলে এনে কোলে বসাল ম্যাকার্থি। গাল টিপে দিয়ে বলল, 'তুমি যদি আমার হাতে এক কাপ দুধ খাও তাহলে নরম বিছানায় তোমাকে একা ঘুমাতে দেব। কি, খাবে না?'

'খাব।' অনেক কষ্টে চোখ খুলে আশ্রয়দাতা লোকটাকে দেখল মেরি। এক কাপ দুধ শেষ হওয়ার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল ম্যাকার্থির কোলে।

ওকে বাংকে শুইয়ে দিয়ে গায়ের ওপর ব্ল্যাংকেট টেনে দিল ম্যাকার্থি, ফিরে এসে দেখল বাচ্চাদের খাওয়া শেষ হয়েছে। হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে সবাই। ছেলে দুটো মহা আরামে পেটে হাত বুলাচ্ছে। ছোটটা বসে আছে বাফেলোর চামড়া মোড়া চেয়ারে। তার পাশে উঁচু চেয়ারটায় রাজকীয় ভাবভঙ্গি নিয়ে বসেছে বড়টা।

'এবার কি করে কি ঘটল বলো,' ইজিচেয়ার টেনে ছেলে দুটোর সামনে বসল ম্যাকার্থি।

খুব দুর্বল লাগছে, তবুও ধীরে ধীরে ওদের রওয়ানা হওয়া থেকে এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সব খুলে বলল ব্রায়ান। ওকে ঘুমাতে বলে ম্যাকার্থি চলে যাবার পর বাচ্চাকে আরেকবার দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করে দেখল। এবার দু'তিন চামচ খেলো অ্যানি। ঘুমন্ত মেরির পাশে ওকে শুইয়ে দিল ব্রায়ান। কিছুক্ষণ আদর করতেই চোখ বুজল মেয়েটা। ধপ করে মেঝেতে বসে পড়ল ক্লান্ত ব্রায়ান, একটু পরে গা এলিয়ে দিল, তারও খানিক পরে 'ফরত ফোঁ' 'ফরত ফোঁ' নাক ডাকতে লাগল ওর। মাথার নিচে কিছু নেই বলে ঘাড়টা বেকায়দা ভঙ্গিতে বেঁকে আছে।

'ওঠো, ব্রায়ান, আরেকবার পেটে কিছু দিয়ে তারপর ঘুমাও,' দু'ঘণ্টা পর ওর ঘুম ভাঙাল ম্যাকার্থি।

'অ্যানি ঠিক আছে?' ঘুম জড়ানো দু'চোখ ডলল ব্রায়ান।

'সবাই ভাল আছে। অ্যানি ঘুমাচ্ছে। এসো, টেবিলে এসে বসো।'

'আর সবাই কোথায়?'

ঘরে সূর্যের আলো ঝলমল করছে। ঘুমন্ত মেরি আর অ্যানি ছাড়া আর কেউ নেই।

'ওরা বাইরেটা ঘুরে ফিরে দেখছে,' বলল ম্যাকার্থি।

নিঃশব্দে কয়েক বাটি স্ট্যু পেটে চালান দিল ব্রায়ান। যাদুর মত কাজ করল পুষ্টিকর খাবার। গত দু'দিন ধরে মাথার মধ্যে যে ধোঁয়াটে একটা ভাব ছিল সেটা কেটে যাচ্ছে, টের পেল ব্রায়ান। চিন্তার স্বচ্ছতা ফিরে আসছে। এই প্রথম ম্যাকার্থির চেহারার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করল ও। দেখতে ভাল, সন্দেহ নেই। মাথা ভর্তি অগোছালো এক বোঝা কালো চুল। ধূসর দু'চোখে মায়া আছে। দাড়ি-গোঁফ অবিকল সজারুর দু'ইঞ্চি লম্বা কাঁটার মত। শক্তিশালী গড়ন, উচ্চতায় ছ'ফুটের বেশিই হবে। সব মিলিয়ে রীতিমত সুপুরুষ।

'আপনার সমস্ত খরচ আমি শোধ করে দেব, স্যার,' ব্রায়ান খাওয়া শেষে বলল।

'আমি অবিবাহিত হতে পারি, ছোকরা, কিন্তু আমি অমানুষ নই,' মৃদু হেসে ধমকের সুরে বলল ম্যাকার্থি। 'যতদিন ইচ্ছে এখানে থাকতে পারো, পয়সা লাগবে না। আর যদি ক্যাপটেন শেফার্ডের সঙ্গে দেখা করতে চাও তাহলে ম্যাট নেভিলের মিশনে যেতে হবে। তাঁরা এক সপ্তাহ আগে এখান দিয়ে গেছেন, উঠবেন ম্যাট নেভিলের ওখানে। আবার ডিসেন্ট্রি ধরেছে সবকজনকে। আমার মনে হয় মিশনে যাওয়াই তোমাদের জন্য ভাল হবে। মিসেস নেভিল বাচ্চার যত্ন নিতে জানেন। তাছাড়া ওখানে অনেক ইন্ডিয়ান মেয়েমানুষ আছে, টাকার বিনিময়ে অ্যানিকে দুধ দেবে তারা।'

বিছানার ওপর ঝুঁকে অ্যানিকে দেখল ব্রায়ান। হাসছে মেয়েটা। অদ্ভুত সুন্দর। ফুলের মত নিষ্পাপ। অ্যানি খাবারের অভাবে মারা যাচ্ছে, ভাবতেই বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল ওর। 'তুই মরতে পারবি না!' ভাঙা গলায় ফিসফিস করল সে। 'মাকে আমি কি জবাব দেব তোর কিছু হলে? বল্, কি জবাব দেব!'

সিগারেট ধরিয়ে ব্রায়ানকে দেখল ম্যাকার্থি, তারপর তার দৃষ্টি স্থির হলো ঘুমন্ত মেরির ওপর। 'ব্রায়ান, তোমার বয়স কত?' কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল সে।

'তেরো, স্যার।'

এত কম বয়সে এমন দায়িত্ব সচেতন! অবাক হয়ে প্রশংসা ভরা দৃষ্টিতে ব্রায়ানকে দেখল ম্যাকার্থি। কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'তোমার মত ছেলেকে জন্ম দিতে পেরে মিস্টার ও মিসেস সিম্পসন নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করতেন।'

'আমি খুব খারাপ ছেলে ছিলাম, স্যার।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্রায়ান। দু'চোখ জলে ভরে উঠল। মেঝেতে চোখ রেখে বলল, 'বাবা-মা নেই, তাঁরা দেখে যেতে পারলেন না ক্ষতিটা এখন পুষিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি।'

'তাঁরা নিশ্চয়ই এখন গর্ব বোধ করছেন।' ব্রায়ানের কাঁধ চাপড়ে দিল ম্যাকার্থি। 'তোমার উচিত সবাইকে নিয়ে মিসেস নেভিলের কাছে যাওয়া। রাস্তা খারাপ, কিন্তু একবার পৌঁছতে পারলে আর কোনও চিন্তা নেই। গতবছর এক ইন্ডিয়ান মহিলা মারা যাওয়ায় তার বাচ্চাটাকে আমি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলাম। অ্যানির মতই খারাপ ছিল বাচ্চাটার অবস্থা। মিসেস নেভিল দিনরাত সেবা করে ওকে সুস্থ করে তুলেছিলেন। আগেও খুব যত্ন নিতেন, তবে শুনেছি নিজের বাচ্চাটা মরার পর থেকে শুধু শিশুদের জন্যই মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন তিনি।'

'আমাকে যদি বিশ পাউন্ড মাংস আর পাউন্ড পাঁচেক ময়দা ধার দেন তাহলে...'

'চিন্তা কোরো না।' ব্রায়ানের সংকোচ দেখে হাসল ম্যাকার্থি। ছেলেটাকে যতই দেখছে তত ভাল লাগছে। প্রার্থনা করল বিয়ের পর যাতে তার এমন একটা ছেলে হয়।

'দেখি, তোমাদের এগিয়ে দেয়ার জন্য বিশ্বস্ত কয়েকজন ইন্ডিয়ান পাওয়া যায় কিনা,' আরেকবার ব্রায়ানের কাঁধে আদরের মৃদু চাপড় বসিয়ে বলল সে।

'আমি ক্যাপটেন শেফার্ডের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ইন্ডিয়ান-দের মজুরি শোধ করে দেব।'

'তার দরকার হবে না, ব্রায়ান। সবাইকে ডেকে নিয়ে এসে আরেকটা ঘুম দাও। কালকে ভোরে রওয়ানা হতে গেলে বিশ্রাম নেয়া উচিত।'

ম্যাকার্থির আশ্বাস ভরা কথাগুলো ব্রায়ানের মনের জোর ফিরিয়ে দিল। ওর মনে হলো বাধা যতই আসুক অরিগনে ঠিকই যেতে পারবে, দুনিয়ার কোনও শক্তি ঠেকাতে পারবে না ওদের। সামনের পথ টানছে ওদের। ভয় কী, স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করছেন বাবা-মা।

ও জানল না, একই কথা ভাবছে ম্যাকার্থি। সেজন্যেই বাচ্চাদের পরিকল্পনায় বাধা দেয়নি সে। অনুভব করেছে, মানুষের চেয়ে অনেক বড় কোনও শক্তি পরিচালিত করছে ওদের। সঙ্গে কোনও বড় মানুষ নেই, উপযুক্ত রসদ নেই, ট্রেইলে চলার অভিজ্ঞতা নেই, তবু এতটা দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছে ওরা। অবিশ্বাস্য! সব থাকার পরও বহু জোয়ান লোককে ট্রেইলে মরে পড়ে থাকতে দেখেছে ম্যাকার্থি। বাঁচেনি ওরা। বাঁচতে পারেনি।

বারো

মধ্য অক্টোবরের হাড় কাঁপানো শীতের এক দুপুরে আঙ্কল বিলের ক্যাম্পে পৌঁছল ব্রায়ানরা। সঙ্গে দু'জন ইন্ডিয়ান থাকায় পথে ওদের কষ্ট অনেক কমেছে। মিশনে যেতে পারেননি ক্যাপটেন শেফার্ড, ডিসেন্ট্রিতে দুর্বল হয়ে পথেই থামতে বাধ্য হয়েছেন। খোলা জায়গা, ক্যাম্প করার জন্য ভাল না। তাঁবু দুটোর পাশে তেরপলে ঢাকা দুটো কার্ট দাঁড়িয়ে আছে। কাউকে দেখতে না পেয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিল ব্রায়ান।

'সবাই অসুস্থ!' বড় তাঁবু থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব এল।

বাচ্চাদের দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়ে ফ্ল্যাপ উঠিয়ে তাঁবুর ভেতরে ঢুকল ব্রায়ান। বিস্ফারিত চোখে ওখানেই থমকে গেল, এক পা নড়বে সেই শক্তি পেল না। মাটিতে ব্ল্যাংকেট মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে তিনটে জীবন্ত কঙ্কাল। আঙ্কল বিল, সারাহ্ আন্টি বা ডাক্তার এডমন্ড—কাউকে চেনার উপায় নেই। শরীরে হাড় আর কোঁচকানো চামড়া আছে শুধু। তুবড়ে গেছে গাল, চোখগুলো কোটরে ঢোকানো। কপালের শিরা ভেসে উঠেছে। বেঁচে আছে ভাবলে বিস্ময় লাগে।

'ব্রায়ান সিম্পসন!' উঠে বসার চেষ্টা করে আবার শুয়ে পড়লেন ক্যাপটেন শেফার্ড। 'কিট কার্সেন কোথায়? তোমরা কোথায় চলে গিয়েছিলে?'

কিভাবে বুদ্ধি করে পালিয়েছিল খুলে বলল ব্রায়ান।

'অ্যানি কই?' দুর্বল স্বরে জানতে চাইলেন সারাহ্। 'তোমাদের সঙ্গে আছে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওর শরীর খুব খারাপ।'

'তুমিই বাচ্চাটাকে শেষ পর্যন্ত খুন করলে।' উঠে বসতে না পারলেও কড়া চোখে তাকানোর জোর ডাক্তারের এখনও যায়নি। 'ওকে নিয়ে এসো, আমি দেখব,' বললেন তিনি।

'না, আমি জানি ডিসেন্ট্রি ছোঁয়াচে।'

ব্রায়ানের চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখে জোরাজুরি করলেন না ডাক্তার। ক্যাপটেন শেফার্ড বললেন, 'ঠিকই বলেছ তুমি, একজনের কাছ থেকে আরেকজনের হয়ে যায় রোগটা। আমার সেকশনের অনেকে মরেছে। আর সবাই পালিয়েছে। তোমাকে এখানে থাকতে পরামর্শ দেব না আমি। যত তাড়াতাড়ি পারো অ্যানিকে মিশনে নিয়ে যাও, মিসেস নেভিল ওর উপযুক্ত যত্ন নিতে পারবেন।'

'সেখানেই যাচ্ছি।' বড়দের করুণ অবস্থা দেখে চোখে পানি চলে এল ব্রায়ানের। কেউ দেখুক তা চায় না বলে মুখ ফিরিয়ে নিল সে। ঢোক গিলে কান্না চেপে ধরা গলায় বলল, 'আপনাদের জন্য যদি কিছু করার থাকে...'

'বলেছ সেজন্যে ধন্যবাদ।' চোখ বন্ধ করলেন ক্যাপটেন। তিনজনই মরার মত পড়ে আছেন। শ্বাস নিচ্ছেন অনিয়মিত— বহুকষ্টে।

নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ব্রায়ান।

রোগের ভয়ে শ'খানেক গজ দূরে তাঁবু ফেলল সে। বড়দের বিরক্ত করতে সবাইকে মানা করল।

'কিন্তু ওঁদের সঙ্গে থেকে গেলে খুশি হবেন ওঁরা,' প্রতিবাদের

সুরে বলল কেলি।

'মোটেও খুশি হবেন না,' মাথা নাড়ল ব্রায়ান, স্ট্যুর চামচ ঠোঁটে তুলেও আবার বাটিতে নামিয়ে রাখল। 'আগেও তাঁরা আমাদের বোঝা মনে করেছেন, আর এখন তো কথাই নেই। আমি তোদের নিয়ে অরিগনে যাচ্ছি শুনে রেগে গেছেন তাঁরা, সুস্থ থাকলে নির্ঘাত আমাকে পেটাতেন।'

'তাঁরা অসুস্থ হওয়ায় তাহলে বেঁচে গেলে তুমি,' বলল জেড।

আলোচনার ইতি টানল ব্রায়ান কড়া চোখে কেলি আর জেডকে নীরবে শাসিয়ে। ঘোড়া থেকে মালপত্র নামাতে ব্যস্ত ইন্ডিয়ান দু'জন। তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। কাজ শেষ হওয়ার পর বলল, 'তোমরা এক সপ্তাহ চলার মত শুকনো কাঠ জোগাড় করে দিলে ক্যাপটেন শেফার্ড দু'ডলার দেবেন বলেছেন।'

টাকার কথা শুনে মুহূর্তে অলসতা ঝেড়ে চঞ্চল হয়ে উঠল ইন্ডিয়ানরা। ওরা পা বাড়াতেই পেছন থেকে ডাক দিল ব্রায়ান। 'আরে শুনে যাও, আমার কথা শেষ হয়নি!'

ভ্রূ কুঁচকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওরা।

'আরও টাকা পাবে গাইড হয়ে মিস্টার নেভিলের মিশনে আমাদের নিয়ে গেলে।'

'ব্লু মাউন্টিনের ওপারে যাব না, কেয়ুস ইন্ডিয়ানরা মেরে ফেলবে।'

ব্রায়ান অনেক রকম লোভ দেখাল, কিন্তু কাজ হলো না কোনও। ইন্ডিয়ানদের কিছুতেই রাজি করানো গেল না। ব্লু মাউন্টিনের ওধারে যেতে ওদের ভীষণ ভয়। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে জেডের পাশে, আগুনের ধারে এসে বসল চিন্তিত ব্রায়ান। খেয়াল করে দেখল চোখাচোখি হলেই মিষ্টি করে হাসছে কেলি। নিশ্চয়ই কোনও মতলব আছে।

ওর ধারণা মিথ্যে নয়, কিছুক্ষণ উসখুস করে কেলি বলল,

'জায়গাটা কী সুন্দর, তাই না? কয়েকদিন...'

'আবার শুরু করেছিস!' শান্ত স্বরে ওকে থামিয়ে দিল ব্রায়ান। 'যখনই কোথাও থামি তখনই একই কথা বলিস। উইলামেট উপত্যকায় পৌঁছনোর আগে থামব না আমরা। আমি জানি তোর কষ্ট হচ্ছে, কেলি। কিন্তু বল্ কি করব? কষ্ট সহ্য করে হলেও যেতে যে আমাদের হবেই।'

মুখ ভেঙচে তাঁবুতে ঢুকে পড়ল কেলি। দু'চোখ ফেটে ওর কান্না আসছে। মিথ্যেটা কী বলেছে, আসলেই এত সুন্দর জায়গা আর হয় নাকি! কি চমৎকার ঘাসে ভরা জমি। ঝর্না আছে। কাছেই পাইনের জঙ্গল, শুকনো কাঠের অভাব নেই। এখানেই ফার্ম করলে কি হত?

কথাটা ব্রায়ানও ভেবেছে। চিন্তা-ভাবনা করেই এখানে না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জায়গাটা ভাল বটে, তবে পুব বা পশ্চিম থেকে পাহাড়গুলোর কারণে সভ্যতা থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। তাছাড়া বাবা চেয়েছিলেন উইলামেট উপত্যকায় ফার্ম করতে।

'এত চিন্তা কিসের, বুড়ো ট্র্যাপার?' ব্রায়ানকে সর্বক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে রাখতে দেখে জিজ্ঞেস করল জেড।

ধীরে ধীরে ইন্ডিয়ানরা কি বলেছে জানাল ব্রায়ান। যত ভাবছে ততই হতাশ লাগছে ওর। না জানি কি বিপদ আছে সামনে, নাহলে এমনি এমনি ভয় পাওয়ার মানুষ না ইন্ডিয়ান দু'জন।

'তারপরও যাবে ভাবছ?'

'হ্যাঁ।'

'বড়রা আমাদের জন্য অনেক করেছেন। ওঁদের ফেলে চলে যাওয়া কি ঠিক হবে? মারা গেলে কবর দেয়ারও কেউ থাকবে না, নেকড়ে-কয়োটে লাশ ছিঁড়ে খাবে।'

জেডের কোলে অ্যানিকে না দেখলে সিদ্ধান্ত নিতে পারত না ব্রায়ান। হাসছে অ্যানি। ছোট্ট ছোট্ট হাত মুঠি করে অল্প অল্প নাড়ছে।

শরীরে রক্ত নেই, কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে চামড়া।

'তুই কি বলিস, থেকে যাব আমরা?' জেডের মনোভাব বোঝার জন্যে জানতে চাইল সে। 'মিসেস নেভিল অ্যানির দেখাশোনা করতে পারতেন আমরা মিশনে গেলে। অবশ্য এখানে যথেষ্ট ঘাস আছে, বনির দুধ খাইয়েও আমরা অ্যানিকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারি। তাছাড়া এখানে ডাক্তার এডমন্ড আছেন, তিনি...'

'তাঁর কথা শুনো না, বাবা-মা তাঁর কথা শুনেই মারা গেছেন!'

'তাহলে তোর কি মত, এগিয়ে যাব আমরা?'

'হ্যাঁ।'

সাপার শেষ করে ক্যাপটেনের তাঁবুতে গেল ব্রায়ান। মস্ত একটা আগুন জ্বালল তাঁবুর সামনে। তারপর ফ্ল্যাপ গুটিয়ে গরম সুপের কেতলি হাতে ভেতরে ঢুকল। ডাক্তার এখনও শুয়ে আছেন, নিজের তাঁবুতে ফেরেননি। আর সবাই কিভাবে একে একে সরে গেছে আলাপ করছিলেন তাঁরা, ব্রায়ানকে দেখে কথা থেমে গেল।

'আঙ্কল বিল, এক সপ্তাহের শুকনো কাঠ জড় করে দেয়া বাবদ আপনার কাছে ইন্ডিয়ানরা দু'ডলার পায়। আমি ওদের বলেছি টাকাটা আপনি দেবেন।' তিনটা টিনের কাপে সুপ ঢেলে এগিয়ে দিল ব্রায়ান। ফ্ল্যাপ ওঠানো থাকায় আগুনের আঁচে ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠছে তাঁবুর ভেতরটা।

'মাঝে মাঝে মনে হয় তোমার মাথায় ঘিলু আছে!' সুপে চুমুক দিলেন শেফার্ড। 'দারুণ! বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারি না বলে আমার সুপে শুধু পানি থাকে।'

'রেঁধেছে কে, ব্রায়ান? সত্যি ভাল,' দ্বিতীয় কাপ খালি করলেন ডাক্তার।

'কেলি। রাঁধুনি হয়ে উঠেছে ও। এরপরের বার দশ গ্যালনের

কেতলিটা ভরে নিয়ে আসব।'

'আমাদের পেছনে এত মাংস খরচ করা ঠিক হচ্ছে না,' মৃদু স্বরে প্রতিবাদ করলেন সারাহ্।

'কোনও অসুবিধা নেই।' তাঁর কাপ আবার ভরে দিল ব্রায়ান। 'গত দু'দিনে একটা হরিণ আর তিনটে জ্যাক র‍্যাবিট মেরেছি আমরা। আপনাদের দেয়ার পরও অনেক থাকবে।'

'খুব খারাপ কাজ করেছিলে, ব্রায়ান। সুস্থ হয়ে বেতিয়ে তোমার প্যান্টের ধুলো ওড়াতে খারাপই লাগবে আমাদের, কি বলেন, ডাক্তার এডমন্ড?' সুপ দিয়ে পেট ভর্তি করে ব্ল্যাংকেট মুড়ি দিলেন ক্যাপটেন।

'এই মুহূর্তে আমার ভাবনার জন্য আমি দায়ী নই,' গম্ভীর চেহারায় বললেন ডাক্তার, 'সুপটা বেশি ভাল। আমার মন নরম হয়ে গেছে।'

'কেলি সুপের প্রশংসা শুনলে আর ক্যাম্পে থাকা যাবে না,' বিড় বিড় করল ব্রায়ান।

'তুমি খুব চিকন হয়ে গেছ, ব্রায়ান,' বললেন সারাহ্, 'বাচ্চাদের কি অবস্থা?'

'ওরা ভাল আছে।'

'সেটা আমরা বিচার করে দেখব। অ্যানিকে...'

'ওকে মিস্টার নেভিলের ওখানে নিয়ে যাব, আন্ট সারাহ্।'

'ব্রায়ান ঠিকই বলেছে।' মুখের ওপর থেকে ব্ল্যাংকেট সরিয়ে অনেক কষ্টে উঠে বসলেন শেফার্ড। 'ওখানে ভাল থাকবে মেয়েটা।'

'বিল শেফার্ড! তোমার কি মনে হয় আমি মিসেস নেভিলের চেয়ে অযোগ্য? আমি বাচ্চার যত্ন নিতে জানি না?'

'আমি তা বলিনি। তুমি ভুলে যাচ্ছ আমরা পথের মধ্যে পড়ে আছি। সবাই অসুস্থ। নিজেরাই ঠিকমত চলাফেরা করতে পারি না।

তাছাড়া বাচ্চাদের খাওয়াবে কি? ট্রেইলেই সব খুইয়েছি আমরা। তুমি হাওয়ায় ভাসছ, সারাহ্! বুঝে দেখো, আসবাবপত্র গেছে, দশটা গরুর একটাও বেঁচে নেই, টাকা-পয়সা চুরি করেছে কে যেন—এখন পথের ফকির আমরা। অরিগনে পৌঁছে ফার্ম করার স্বপ্ন গেছে, আমাকে চাকরি করে প্রথম থেকে আবার সব শুরু করতে হবে। বলো, নিজেদেরই যেখানে দু'বেলা খাবারের নিশ্চয়তা নেই সেখানে সাতটা বাচ্চাকে তুমি কিভাবে মানুষ করবে? মিস্টার নেভিলের বিরাট ফার্ম আছে, তাঁরা হয়তো ওদের আশ্রয় দেবেন।'

মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন আন্ট সারাহ্। তাঁর চোখ থেকে টপটপ করে অশ্রু ঝরছে।

বউয়ের কাঁধে আলতো করে হাত রাখলেন শেফার্ড। 'আমি বুঝি, সারাহ্। আমিও তো চেয়েছিলাম...বাবা হতে আমারও তো ইচ্ছে হয়।'

অস্বস্তিকর নীরবতা নামল তাঁবুতে। নিঃশব্দে কাঁদছেন শেফার্ড দম্পতি। ডাক্তার মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চেয়ে আছেন, অসহায়তা নির্বাক করে দিয়েছে তাঁকে।

তাঁবুর ফ্ল্যাপ নামিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ব্রায়ান।

তেরো

ব্লু মাউন্টিন ট্রেইল। বিশাল সব গাছের অরণ্য। আকাশ ছোঁয়া এত উঁচু গাছ গোটা আমেরিকায় আর নেই। মাথার উপরে সবুজ চাদর

বিছিয়ে রেখেছে পাতাগুলো। মাইলের পর মাইল ভালমত দেখা যায় না খোলা আকাশ। পথ চলা খুব কষ্টকর। মাটিতে পাতার কার্পেট, উঁচু-নিচু বা গর্ত আছে কিনা বোঝা যায় না।

প্রথম তিনদিন বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ভালই এগোল বাচ্চারা। চতুর্থ রাতে নেকড়ের বিলাপে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ব্রায়ানের। নড়ে উঠেই টের পেল ব্ল্যাংকেটের তলায় ওর বুকের কাছেই অ্যানি আছে। চোখ খুলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সে। ব্ল্যাংকেট তুলে দেখতে সাহস পাচ্ছে না, অ্যানি যদি মরে গিয়ে থাকে? না, তা হতে পারে না, মাকে কথা দিয়েছে ওকে সে দেখে রাখবে। অ্যানির কোনও বিপদ হতে পারে না। নাহ্, অসম্ভব! ব্ল্যাংকেট এক ঝটকায় তুলে ফেলল সে। মেয়েটাকে নিয়মিত শ্বাস নিতে দেখে আনন্দে ফুঁপিয়ে উঠল।

বাইরে আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে। ঘুমিয়ে পড়ার আগে অনেকগুলো চেলা কাঠ আগুনে দিয়েছিল ব্রায়ান, এখনও সেগুলো পুড়ে শেষ হয়নি। একটা ফ্ল্যাপ ওঠানো থাকায় মৃদু কাঁপা কাঁপা আলো আসছে তাঁবুর ভেতর। সেই আলোয় ব্রায়ান দেখল সবাই ঘুমাচ্ছে—শুধু মেরি নেই!

কেলি আর জেডকে জাগাল ব্রায়ান। আওয়াজ না করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ব্রায়ানের মতই ওরাও দেখেছে, মেরি নেই তাঁবুতে।

'ইনজুন?' কেঁদে ফেলল কেলি।

'অ্যাই, চুপ, বাচ্চারা জেগে যাবে!' ধমক দিয়ে তাকে থামাল ব্রায়ান। একটা লম্বা ডাল হাতে নিয়ে বলল, 'খুঁজে দেখ্, বেশি দূরে ভুলেও যাবি না!'

পাইনের জঙ্গলে পাগলের মত ছুটোছুটি করল তিনজন। বারবার ডাকল মেরির নাম ধরে।

ওদের চিৎকার শব্দহীনতায় মিলিয়ে গেল, জবাব দিল না কেউ। নিষ্ঠুর পৃথিবী নীরব—যেন ওরা ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। আকাশ থেকে তুলোর মত তুষার পড়ছে, গলেও যাচ্ছে মাটিতে পড়ে। টিপটিপ করে বৃষ্টি নামল। মাথার ওপরে মেঘগুলো ছুটোছুটি করছে বাতাসের ঝাপটায়। কাঁদছে পৃথিবী অঝোর ধারায়। বেড়ে গেছে বৃষ্টির বেগ। জোরাল বাতাস ধেয়ে এল পশ্চিম থেকে। বারবার আগুনের শিখাগুলোকে পুবদিকে ঝুঁকিয়ে মাটি স্পর্শ করিয়ে ছাড়ল।

আধঘন্টা পর আগুনের ধারে এসে দাঁড়াল ওরা তিনজন। কাঁদছে কেলি। জেডের চোখও শুকনো নেই।

'মেরি বোধহয় ঘুমের মধ্যে হাঁটে,' বলল ব্রায়ান। 'আগে জানলে তাঁবুর ফ্ল্যাপ বেঁধে রাখতাম। কাঁদিস না তোরা, দূরে নিশ্চয়ই যেতে পারেনি ও।'

জেড আর কেলিকে তাঁবুতে ফিরতে বলে দুরুদুরু বুকে পা বাড়াল ব্রায়ান। গরুগুলো যেখানে আছে সেদিকে চলেছে। আগুনের আলো ছেড়ে অন্ধকারে ঢোকার সময় একটু ইতস্তত করল সে। ঘুমাতে যাবার আগে নেকড়ের ডাক শুনেছে, আধোঘুমে ওর কানে এসেছে জন্তুগুলোর গর্জন। শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহূর্তে ওরকম গর্জায় নেকড়ে। শিকারটা কি ছিল, মেরি নয় তো? দ্বিধা ঝেড়ে দ্রুত পা চালাল ব্রায়ান। ভয়ে আশঙ্কায় কাঁপছে ওর অন্তরাত্মা।

দশগজও যায়নি, নরম কি একটায় পা বেধে যেন হুড়মুড় করে পড়ে গেল ব্রায়ান। খালি পায়ে আঠাল ভেজা ভেজা একটা স্পর্শ। মেঘের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল পূর্ণিমার চাঁদ। উজ্জ্বল রূপোলী আলোয় অলৌকিক মনে হলো বনভূমি। ভূতুড়ে জঙ্গলে আলো-ছায়ার খেলা। শিউরে উঠে তাকাল ব্রায়ান। নেকড়ের হতভাগ্য শিকার শ্বাস নিচ্ছে না। মৃত।

ঘোড়াটা ঘাস খেতে খেতে সরে এসেছিল, ক্যাটলগুলোর কাছে

আর ফিরতে পারেনি। একা পেয়ে হামলা করেছে নেকড়ের দল। পেটের কাছ থেকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়েছে। বিশ-পঁচিশ হাত দূরে, ঝোপের ফাঁকফোকরে কয়েক জোড়া সবুজ চোখ দেখল ব্রায়ান। ওদের চিৎকারে খাওয়া শেষ না করেই সরে গেছে শ্বাপদের দল। ও চলে গেলেই আবার আসবে চিরজনমের খিদে নিয়ে।

উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় দিল ব্রায়ান। এক দৌড়ে চলে এল ফাঁকা জায়গাটায়। ষাঁড় আর বনি পাশাপাশি শুয়ে আছে। জাবর কাটছে। বোঝা যায় একটু আগেও ঘাসের বারোটা বাজিয়ে পেটপূজা করছিল। ওদের ঠিক মাঝখানে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে মেরি। একহাত রেখেছে বনির মস্ত পেটের ওপর।

'মেরি!' ওকে কোলে নিয়ে ডাক দিল ব্রায়ান। আনন্দে কাঁদছে। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল মেরির কপাল।

'আমি আম্মুর কাছে গিয়েছিলাম,' আবার ঘুমিয়ে পড়ার আগে বিড়বিড় করে বলল মেরি।

সকালে নাস্তা খেতে বসেছে এমন সময় ঘোড়ার শব্দ পেল ওরা। দ্রুত কাছে চলে আসছে। তারপর গাছের আড়াল থেকে ছুটে এসে ওদের সামনে থামল ভয়াল চেহারার এক ইন্ডিয়ান ব্রেভ। সারামুখে নানা রকমের রঙ মেখেছে। হাতে একটা বর্শা। শরীর মুড়িয়েছে লাল একটা ব্ল্যাংকেটে। লোকটাকে চোখ গরম করে তাকাতে দেখে ভয়ে কেঁদে ফেলল বাচ্চারা। নিজেরা আতঙ্কে কুঁকড়ে গেলেও ধমক দিয়ে ওদের থামাল ব্রায়ান আর জেড। লোকটাকে বুঝতে দেয়া চলবে না ওরা অসহায়।

'হ্যালো, স্ট্রেঞ্জার!' সরাসরি চোখের দিকে তাকিয়ে বলল ব্রায়ান।

ঘোড়া থেকে নামল ইন্ডিয়ান। 'তুমিই এদের নেতা?'

আপাদমস্তক ব্রায়ানকে কয়েকবার দেখে জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ।'

'তুমি ভাল ট্রেইল চীফ !' বড় বড় দাঁত বের করে হাসল ব্রেভ। 'দু'রাত আগে সাদা মানুষের ট্রেইল দূরে সরে গেছে। এটা ইন্ডিয়ান ট্রেইল। ইন্ডিয়ান ট্রেইল ভাল ট্রেইল।'

খুশি হয়ে উঠল ব্রায়ান। সাহস ফিরে পেল। বিপদের ভয় নেই, বদমতলব থাকলে এত কথা বলত না ব্রেভ। তাছাড়া ওর প্রশংসা করছে! অজান্তেই ট্রেইল বদলের ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু মরে গেলেও কথাটা কাউকে বলবে না সে। কেলি আর জেড শ্রদ্ধা নিয়ে তাকিয়ে আছে। ব্রায়ানের এত গুণ সেটা ওদের জানা ছিল না।

'খাবে?' জানতে চাইল সে।

ঘনঘন মাথা ঝাঁকিয়ে ওদের পাশে বসল ব্রেভ। 'এই যে তোমার কাগুজে কথা,' ব্ল্যাংকেটের তলা থেকে একটা চিঠি বের করে বিস্মিত ব্রায়ানের হাতে দিল সে। 'তুমি আরেকটা কাগুজে কথা দিলে চলে যাব।'

চিঠিটা খুলে অবাক হয়ে গেল ব্রায়ান। কিট কার্সেন লিখেছে :

ব্রায়ান,

তুমি দক্ষ স্কাউট। সিনোরিটা সুস্থ আছে। আমরা দু'জন বিয়ে করতে সান্তা ফে যাচ্ছি। পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। গ্রীষ্মে ওদিকে যাব আমি।

তোমার বন্ধু,
কিট কার্সেন।

চিঠিটা জোরে জোরে পড়ল ব্রায়ান। তারপর হাসিমুখে সবাইকে দেখে নিয়ে ইন্ডিয়ানের দিকে তাকাল। 'কোথায় পেলে?' কাগজটা

বাতাসে নেড়ে জানতে চাইল সে।

'তোমার কথা লেখো।' জ্যাক র‍্যাবিটের মাংস খাচ্ছে গোগ্রাসে, চেহারা দেখে বোঝা যায় কথা বলে সময় নষ্ট করতে রাজি নয় ইন্ডিয়ান।

দৌড়ে গিয়ে বার্চ গাছের ছাল নিয়ে এসে ব্রায়ানকে দিল জেড। ওর কাজ করতে পেরে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছে। ঝুঁকে দেখল ব্রায়ান কি লেখে।

ছুরির ডগা দিয়ে ব্রায়ান লিখল :

মিস্টার কার্সেন,

আমরা ভাল আছি।

ব্রায়ান সিম্পসন।

বাকলটা ইন্ডিয়ানের হাতে দিয়ে ঘোড়া দেখাল সে। 'ভাল ঘোড়া। আমাদের মিস্টার নেভিলের মিশনে পৌঁছে দেবে?'

মাথা নাড়ল ব্রেভ। 'আমি উতে। কেয়ুসদের ক্যাম্পে গেলে মেরে ফেলবে।'

'রাতে যাবে। মিস্টার নেভিলকে বলবে আমরা এখানে আছি। তিনি এলে পথেই আমাদের দেখা হবে। বাচ্চাটা অসুস্থ, ওর চিকিৎসা দরকার।' অ্যানিকে দেখাল ব্রায়ান। 'তুমি যদি কাজটা করে দাও তাহলে ফোর্ট হলের ক্যাপটেন গ্রান্টকে চিঠি লিখব আমি। ওখানে আমাদের ওয়্যাগন আছে, তিনি ওয়্যাগনের সবগুলো বাসন-পেয়ালা তোমাকে দিয়ে দেবেন।'

'কয়টা বাসন?'

'আটটা বাসন, ছয়-সাতটা কাপ-পিরিচ।'

'আমি নেভিলের মিশনে যাব,' খাওয়া শেষ করেই উঠে দাঁড়াল

ইন্ডিয়ান। একটু ঝুঁকি না নিলে কি আর দামী জিনিস পাওয়া যায়? ওগুলোর বদলে অনেক তামাক দেবে ফোর্ট হলের স্টোরকীপার।

ব্রায়ানের চিঠি লেখা শেষ হতেই ছোঁ মেরে নিয়ে নিল সে। বাকলটা ব্ল্যাংকেটের কোনায় মুড়িয়ে লাফ দিয়ে পনিতে চেপে বসল। তারপর যেভাবে এসেছিল সেভাবেই চলে গেল ঘোড়া ছুটিয়ে। একবারও পেছন ফিরে তাকাল না।

চোদ্দ

পরবর্তী দুটো দিন ভালই এগোল ওরা। কিন্তু তৃতীয় দিন সকালে আবারও বেঁকে বসল কেলি। বিশ্রাম না নিয়ে কিছুতেই এক পা এগোবে না সে। এবার তার সঙ্গে জেডও আছে। বাচ্চারা কেলির কথায় ওঠবস করে। ব্রায়ান একা হয়ে গেল। নাস্তার সময় চুপচাপ ভাবল সে কি করবে। গতকাল একটা ঘটনায় সাহস লোপ পেয়েছে ওর। বেড়েছে অসহায়তা। বাচ্চারা ভয় পাবে তাই কথাটা কাউকে জানায়নি ও। কিন্তু এখন জানাতেই হবে। উপায় নেই। ম্যাট নেভিল আসবেন সেই আশায় বসে থাকলে চলবে না এটা সবাইকে বোঝানো দরকার।

'তোদের একটা কথা বলিনি আমি,' জেড আর কেলিকে বলল গম্ভীর ব্রায়ান। 'ম্যাট নেভিল আমাদের খবর পাননি। তাঁর কাছে যেতে পারেনি উতে ব্রেভ। গতকাল জঙ্গলে লোকটার লাশ দেখেছি আমি। পিঠে তীর গেঁথে ছিল। যদি তাড়াতাড়ি মিশনে না পৌঁছতে

পারি তাহলে আমরাও বাঁচব না।'

কথা ফুটল না কারও মুখে। ছোট্ট মেরিও বুঝতে পেরেছে ওদের মাথার উপরে ভয়ানক বিপদ। মরে যেতে হবে ভাবতেই ভয় লাগল ওর। কেলির গা ঘেঁসে বসল।

'অরিগনে চলো! অরিগনে!' ফিসফিস করে বলল জেড।

পরদিন ব্লু মাউন্টিনের পশ্চিম প্রান্তে পৌছল খুদে অভিযাত্রী দল। সামনে বিস্তীর্ণ উপত্যকা। খালি পা ওদের। হাঁটার সময় তীক্ষ্ণ বরফের খোঁচা খেয়ে খোঁড়াচ্ছে। মেরিকে পিঠে নিয়ে হাঁটছে ব্রায়ান। ওর কোলে চোখ বুজে আছে অ্যানি। গত আধঘণ্টায় একবারও নড়েনি মেয়েটা। কেলি, ক্যাথি আর হীদার বসেছে ষাঁড়ের পিঠে। শীতে দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে সবক'জনের।

হোঁচট খেতে খেতে টলমল পায়ে পাহাড়ের শেষ সারি অতিক্রম করল ওরা। সমতলে নেমে এল। উপত্যকা ধুলোয় ভরা। পাহাড়ের মত শীত নেই, বাতাসে বসন্তের আমেজ। বাচ্চাদের হাঁটার গতি বাড়ল। ওরা জানে, আর বেশি দূরে নেই ম্যাট নেভিলের মিশন। ওখানে আশ্রয় মিলবে।

সন্ধ্যায় ক্যাম্প করল ওরা। সারাদিন মৃতপ্রায় অ্যানির দেখাশোনা করেছে ব্রায়ান। এবার ওর কাছ থেকে দায়িত্ব নিল কেলি। দুধ গরম করে অল্প একটু খাওয়াতে পারল মেয়েটাকে। মেরিও অসুস্থ, পরদিন রওয়ানা হবার আগে পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে থাকতে ওকে বাধ্য করা হলো।

'ওই যে, দেখো!' পরদিন বিকেলে ব্রায়ানের পাশে হাঁটতে হাঁটতে চেঁচাল জেড। আঙুল তুলে সামনে দেখাল। হেসে উঠল পাগলের মত। এক সারিতে অনেকগুলো ঘর দেখতে পেয়েছে সে। ঘরগুলোকে ঘিরে তারের বেড়া আছে। সূর্যের আলো পড়ে ঝিলিক

মারছে তার।

একজন মহিলাও দেখতে পেয়েছেন ওদের। গেট খুলে দৌড়ে বেরিয়ে এলেন তিনি। বাচ্চাদের সঙ্গে বড় কেউ নেই বুঝে চোখ কপালে উঠেছে তাঁর, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করলেন না। ব্রায়ানের কোল থেকে অ্যানিকে নিয়ে ফ্যাকাসে রক্তশূন্য মুখটা দেখলেন একবার। চেহারায় সহানুভূতির ছায়া পড়ল।

'বেচারী প্রায় মরেই গেছে!' বললেন তিনি।

'আন্ট ডায়ানা!' ক্লান্ত ব্রায়ান হাসার চেষ্টা করল। 'আমি টম সিম্পসন আর নিনা সিম্পসনের ছেলে—ব্রায়ান!'

'তোমার বাবা-মা কোথায়?' ওদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ির দিকে এগোলেন মিসেস নেভিল।

'ট্রেইলে মারা গেছেন।'

'ম্যাট, তাড়াতাড়ি এসো!' উঠানে পৌঁছে গলা উঁচিয়ে ডাক দিলেন মহিলা।

বউয়ের ডাকে বাড়ি থেকে ছিটকে বেরলেন মিশনারি নেভিল। এক পলক দেখেই পরিস্থিতি বুঝে গেলেন তিনি। অ্যানিকে কোলে নিয়ে ব্রায়ানদের দিকে তাকালেন। 'ভয় পেয়ো না, মরেনি বাচ্চাটা।'

'ওকে আমার কাছে দাও,' হাত বাড়িয়ে দিলেন মিসেস নেভিল। অ্যানিকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢোকার আগে বললেন, 'ম্যাট, ব্রায়ানদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করো। ওরা আমাদের সঙ্গেই থাকবে।'

ম্যাট নেভিলের ইশারায় আর সবাই পিছু নিলেও ব্রায়ান গেল না। মিসেস নেভিল যে বাড়িতে অ্যানিকে নিয়ে ঢুকেছেন সে বাড়ির দরজা খুলে উঁকি দিল সে। ঘরে কেউ নেই। লিভিংরূমে এসে আন্ট ডায়ানাকে দেখতে পেল সে। প্রথমে গরম পানি দিয়ে অ্যানিকে

তিনি গোসল করালেন, তারপর ছোট্ট শরীরটায় তেল মাখিয়ে নরম উল পেঁচালেন। একবারও নড়ল না অ্যানি। একটা শব্দও বেরুল না ওর মুখ থেকে। ছোট্ট হাত দুটো এখনও উষ্ণ, এছাড়া প্রাণের আর কোনও লক্ষণ নেই বাচ্চাটার মধ্যে। সোফায় ওকে কোলে নিয়ে বসলেন মহিলা।

ধপ করে তাঁর পায়ের কাছে, ফায়ার প্লেসের পাশে বসল ব্রায়ান। নিষ্পলক চোখে দেখছে বোনের কচি মুখটা। ব্রায়ানের মনে হলো অনন্তকাল চেয়ে আছে সে। অ্যানির দু'ঠোঁট নীল হয়ে গেছে। ঈষদুষ্ণ দুধ ড্রপারে করে খাওয়াবার চেষ্টা করছেন মিসেস নেভিল। অনেকক্ষণ পর মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ করে একটু নড়ে উঠল অ্যানি।

'বাঁচবে তো?' চোখের পানি মুছল ব্রায়ান। মনে মনে বলল, খোদা, আর কোনদিন জেনে বুঝে অন্যায় করব না, মিথ্যে বলব না, কারও মনে কষ্ট দেব না, শুধু অ্যানি সুস্থ হয়ে যাক।

'আমরা চেষ্টার ত্রুটি রাখব না, ব্রায়ান।' ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন ডায়ানা। 'ম্যাটকে ডেকে দিয়ে বিশ্রাম নিতে যাও তুমি।'

'বাঁচবে, ওকে বাঁচতেই হবে,' দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় ফিসফিস করে নিজেকে আশ্বাস দিল ব্রায়ান।

হইচই শুনে পাশের কেবিনে গিয়ে ভাই-বোনের দেখা পেল সে। মেরি, হীদার আর ক্যাথিকে কাস্টার্ড খাওয়াচ্ছেন ম্যাট নেভিল। মধ্য বয়স্কা এক মহিলাও রয়েছে ঘরে। জেড আর কেলিকে গোসল করানো শেষে পোশাক পরিয়ে দিচ্ছে সে।

'স্যার, আন্ট ডায়ানা আপনাকে যেতে বলেছেন,' টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ব্রায়ান।

গোসল সেরে ওকে দেখা করতে বলে চলে গেলেন ম্যাট নেভিল। বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে মহিলাও বিদায় নিল একটু পরেই।

'এখন অ্যানির অবস্থা কেমন?' জানতে চাইল কেলি।

'ভাল।' সংক্ষেপে জবাব দিয়ে জেডের দিকে তাকাল ব্রায়ান। 'তোরা ঘুমিয়ে পড়। আমি গোসল করে পেটে কিছু দিয়েই ওকে দেখতে যাব আবার।'

'আমিও যাব,' আবদার জুড়ল কেলি।

'বেশ তো যাবি। তবে আগে ঘুমিয়ে বিশ্রাম করে নে। এই চেহারায় গেলে বাচ্চা ভয় পাবে।'

'তোমার চেহারা কি রাজপুত্রের মত দেখাচ্ছে নাকি। আমার তো তোমাকে লাগছে কানা ফকিরের মত!' মুখ ভেঙচে ব্রায়ানের হাতের নাগালের বাইরে চলে গেল কেলি। জেড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। শিস দিতে দিতে নতুন জামা নিয়ে গোসল করতে চলল ব্রায়ান।

বেডরুমে, ফায়ার প্লেসের পাশে বসে আছেন নেভিল দম্পতি। ডায়ানার কোলে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে অ্যানি। গত কয়েক ঘণ্টার যত্নেই রঙ ফিরে আসতে শুরু করেছে ওর গালে। দীর্ঘক্ষণ কথা হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ কি হবে সে-ব্যাপারে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। ডায়ানা কিছুতেই অ্যানিকে হারাতে রাজি নন। তাঁর স্থির বিশ্বাস মৃত মেয়েকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন স্রষ্টা। আপত্তি করেননি ম্যাট নেভিল, তাঁরও একই মত। তাছাড়া তাঁর অনেক আছে, সাতটা এতিম বাচ্চাকে মানুষ করতে পারলে পরজগতের জন্যেও কিছু রোজগার হয়ে যায়। আরেকটা বড় ব্যাপার তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছে। অনেকদিন পর সেই আগের ডায়ানাকে ফিরে পেয়েছেন তিনি।

ব্রায়ান ঘরে ঢুকতেই হাতের ইশারায় ওকে পাশে ডেকে বসালেন ম্যাট। কিছুক্ষণ চুপ করে কথা গুছিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমরা চাই তুমি সবাইকে নিয়ে এখানে আমাদের সাথে থাকো,

ব্রায়ান। জেডের মুখে ক্যাপটেন শেফার্ডের খবর শুনলাম। তুমি কি তাঁদের সঙ্গে যেতে চাও, না আমাদের সঙ্গে থাকবে?'

মাথা চুলকাল ব্রায়ান। অস্বস্তি বোধ করছে। টাকা-পয়সা নেই বলে আঙ্কল বিল ওদের খাওয়াতে পরাতে পারবেন না কথাটা বলতে বাধল ওর। 'বাবা চেয়েছিলেন উইলামেট ভ্যালিতে ফার্ম করতে,' বলল সে, 'আমিও ওখানেই যেতে চাই।'

জেডের মুখে সব শুনেছেন, ছেলেটাকে ভালমত দেখলেন ম্যাট। রুগ্ন, দুর্বল একটা বাচ্চা ছেলে; অথচ কি দুর্দান্ত মনোবল! পায়ে হেঁটে একহাজার মাইল দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। তাও আবার একা নয়, ছোট ভাই-বোনদেরও চালিয়ে এনেছে। কোনও বাধা মানেনি, দায়িত্ব পালনে পিছ পা হয়নি কখনও। একে আর যাই হোক, শাসন করা যায় না। বোঝাতে হবে একে। কথা বলার সময় মনে করতে হবে বড় কোনও মানুষকে বলা হচ্ছে। ক্যাপটেন শেফার্ডের প্রসঙ্গ ওঠায় ব্রায়ানের অস্বস্তি লক্ষ করেছেন তিনি। আত্মমর্যাদা আছে, ছেলেটা অন্যের বোঝা হতে চায় না।

'কি করা যায় চিন্তা করে দেখব আমরা।' আলতো করে ব্রায়ানের কাঁধে চাপড় মারলেন তিনি। 'ঘুমাতে যাও তুমি।'

'স্যার, আমি অ্যানিকে ছেড়ে থাকতে পারব না,' প্রতিবাদের সুরে বলল ব্রায়ান। 'বরং মাটিতে ব্ল্যাংকেট বিছিয়ে আমি এখানেই শুই?'

'বেশ, লিভিংরুমে পোর্টেবল কট আছে, নিয়ে এসো।' বিরাট চেয়ার ককিয়ে উঠল ম্যাট নেভিল উঠে দাঁড়ানোয়। 'না, চলো, আমিও যাচ্ছি। স্টীলের জিনিস, তুমি একা আনতে পারবে না।'

ভোরে ব্রায়ানের ঘুম ভাঙল মিশনারির ধাক্কায়। 'অ্যানির শরীর খারাপের দিকে?' ধড়মড় করে উঠে বসল সে।

'না, আগের চেয়ে ভাল। অবশ্য পুরোপুরি জোর ফিরে পেতে মাসখানেক লাগবে ওর। ততদিনে আমি ওকে আরও ভালবেসে ফেলব। কেউ চাইলেও তখন আমার কাছ থেকে অ্যানিকে নিয়ে যেতে পারবে না।'

মিসেস নেভিলের কথা শুনে ভ্রূ কুঁচকে গেল ব্রায়ানের। উহ্, এত স্বার্থপর হতে পারে মহিলারা! আবার হাসছে!

'তোমরা সবাই এখানেই থাকবে,' বললেন ডায়ানা। 'এখন থেকে আমরাই তোমাদের বাবা-মা।'

ও, অ্যানিকে তাহলে কেড়ে নিতে চাইছে না! বড় করে দম ফেলল ব্রায়ান। আগ্রহ নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন নেভিল দম্পতি। দয়ালু চেহারা দুটো দেখে চোখে পানি এসে গেল ওর। বাবা-মা'র কথা মনে এল। সারাদিন বাঁদরামি না করলে এভাবেই তাকাতেন তাঁরা। মা'র সঙ্গে আন্ট ডায়ানার চেহারার আদলে অনেক মিল।

তবুও কথা থেকে যায়। 'এখানে থাকতে পারলে খুবই ভাল হত, কিন্তু আমাদের যে উইলামেট ভ্যালিতে যেতেই হবে,' চোখ নামিয়ে বলল ব্রায়ান।

বাচ্চাদের নিয়ে ঘরে ঢুকল জেড আর কেলি। নতুন পোশাকে চেহারাই পাল্টে গেছে সবক'জনের।

ব্রায়ানের কাঁধে হাত রাখলেন ম্যাট। 'বোধহয় তুমি জানো না, ব্রায়ান, এই বয়সী কাউকে গভর্নমেন্ট হোমস্টেডিঙ করার অনুমতি দেয় না। তাছাড়া ওখানে এখন অনেক ইমিগ্র্যান্ট বেকার। কাজ খুঁজছে ওরা। টাকা জমিয়ে ফার্ম দাঁড় করাতে হবে বেশিরভাগ ইমিগ্র্যান্টকে। বড়রাই যেখানে সবাই চাকরি পাবে না সেখানে তোমার মত একটা বাচ্চা ছেলে কি করবে?'

'তাহলে কি বাবার ইচ্ছে...' কথা শেষ করতে পারল না,

ব্রায়ানের গলা ভেঙে গেল।

'এখানে অনেক কাজ পড়ে থাকে, তুমি আর জেড মিলে সেসব করতে পারো। তোমাদের বেতন থেকে সবক'জনের খরচ বাদ দিলেও বেশ কিছু টাকা বাঁচবে। তারপর তোমার বয়স যখন আঠারো হবে তখন জমানো টাকা দিয়ে উইলামেট ভ্যালিতে মস্ত ফার্ম করতে পারবে।' হাসলেন ম্যাট নেভিল। 'কি, তুমি রাজি?'

চোখে দ্বিধা আর সন্দেহ নিয়ে তাকাল ব্রায়ান। এও কি সম্ভব!

'তোমরা কি বলো,' সবাইকে একনজর দেখলেন মিশনারি, 'ব্রায়ান উইলামেটে যেতে চায়। তোমরাও কি এতপথ পেরিয়ে ওখানে যাবে?'

'ব্রায়ান যেখানে যাবে সেখানেই যাব আমরা,' মিশনারি দম্পতিকে অবাক করে দিয়ে একসঙ্গে বলল সবক'জন। পিচ্চি মেরিও বাদ গেল না।

ব্রায়ান সত্যিকার নেতা, মনে মনে কথাটা আরেকবার স্বীকার করলেন ম্যাট নেভিল।

'ভাল একটা বুদ্ধি খেলেছে আমার মাথায়,' স্বামীর বুদ্ধি খাটল না দেখে আলোচনায় যোগ দিলেন ডায়ানা। 'আগামী বছর কিট কার্সেন আর লেফটেন্যান্ট ফ্রিমন্ট এলে তাঁদের দিয়ে গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করাব আমরা। তোমাদের জন্য উইলামেটে জমি রাখা হবে। কোনও চিন্তা কোরো না, তাঁদের কথা ফেলবে না গভর্নমেন্ট।'

লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ল ব্রায়ান। 'ঠিক বলেছেন।' খুশিতে হেসে ফেলল সে। মনে মনে বলল, 'অন্তত কার্সেন আমার জন্যে সুপারিশ করবেন। তাঁকে আমি বউ যোগাড় করে দিয়েছি!'

'তাহলে তুমি থাকছ?' স্বস্তির শ্বাস ফেললেন ডায়ানা।

'অ্যানি ভাল আছে?' হঠাৎ জানতে চাইল কেলি। জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল, 'জায়গাটা দারুণ! আচ্ছা, ব্রায়ান, এখানে

আমরা…'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোকে আর বাকিটা বলতে হবে না,' হাসিমুখে ওকে থামিয়ে দিল ব্রায়ান। 'থাকছি আমরা। এবার তোর কথাই মেনে নিলাম!'

কেলি বিশ্বাসই করতে পারল না যে ব্রায়ান একথা বলতে পারে। ওর বড় বড় চোখের ভীত দৃষ্টি নেভিল দম্পতির কাছে নিশ্চয়তা খুঁজল।

দু'হাত বাড়িয়ে মেয়েদেরকে কাছে টেনে নিলেন ডায়ানা। 'ব্রায়ান, নাস্তা খেতে যাও।

'আমি তোমাকে সবকিছু খুলে বলব, কেলি,' বললেন তিনি।

বহুদিন পর মায়ের গন্ধ পেল ওরা। ডায়ানার বুকে মুখ গুঁজল। কাঁপছে ওদের বুকের ভেতরটা। গলার কাছে আটকে আছে কান্না। কষ্টকর পথ চলা তাহলে শেষ হয়েছে। বিশ্বাস হতে চায় না তবু। ভয় লাগছে ওদের। এত সুখ ! এটা স্বপ্ন নয়তো? ঘুম থেকে উঠে যদি দেখে সব মিথ্যে?

শক্ত করে ওদের ধরে থাকলেন ডায়ানা। তাঁর বুকের উষ্ণতা অনুভব করল ওরা। এতদিনের দুঃখগুলো নামল চোখের জল হয়ে। অঝোর ধারায়। ডায়ানা হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন সবার মাথায়। ঠিক এভাবে আদর করতেন মা।

'সত্যি তাহলে!' অনেকক্ষণ পর একটু সুস্থির হয়ে বলল কেলি।

ওর কপালে চুমু দিয়ে হাসলেন ডায়ানা।

SUVOM CREATION